সুনান
ইবনে মাজা
প্রথম খণ্ড

সুনান ইবনে মাজা

প্রথম খণ্ড

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)
(জ. ২১৫হি./৮৩০ খৃ.; মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫খৃ.)

অনুবাদ ঃ **মুহাম্মদ মূসা**
বি. কম. (অনার্স) ; এম. কম ; এম. এম.

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৭৪

১ম প্রকাশ

রজব	১৪২১
আশ্বিন	১৪০৭
অক্টোবর	২০০০

বিনিময় ঃ ২৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

سنن ابن ماجه -এর বাংলা অনুবাদ

SUNANE IBN MAJA-1st volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 280.00 Only.

অনুবাদকের আরজ

দারিদ্র্যের কষাঘাত উপেক্ষা করে আমার মরহুম পিতা সেদিন আমাকে তার পৈতৃক পেশা কৃষিকাজে নিয়োজিত না করে শিক্ষার আলো গ্রহণের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন বলেই আজ আমি মহানবী (স)-এর শাশ্বত বাণীর বাংলা অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। মরহুম পিতার (মৃ. ২৩ নভেম্বর, ১৯৯৯ খৃ.) এই কোরবানী আল্লাহ কবুল করুন এবং তাকে জান্নাত নসীব করুন। আমার মরহুম উস্তায মাওলানা এনায়েতুর রহমান বেগ, মাওলানা আবদুল গণী ও মাওলানা মোখলেসুর রহমানকেও আল্লাহ এলেমের সদকায় জারিয়ার সওয়াব দান করুন এবং তাদেরকেও জান্নাত নসীব করুন।

গ্রন্থখানি অনুবাদে প্রধানত মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকী সম্পাদিত বৈরূত সংস্করণই অনুসরণ করেছি। অবশ্য উপমহাদেশীয় সংস্করণের সাথেও মিলিয়ে নিয়েছি। বেশিরভাগ টীকাই শেষোক্ত সংস্করণের হাশিয়া থেকে নিয়েছি। অনুবাদে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। তবুও মানবীয় প্রচেষ্টায় ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকগণ, বিশেষত হাদীস চর্চায় নিয়োজিত আলেমগণ ত্রুটি নির্দেশ করলে সংশোধনের প্রতিশ্রুতি রইল।

জাকির হোসেন, মুহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ, রাকিবুল হাসান, মোঃ আবুল বাশার (মিঠু), মুহাম্মদ তারিক সাইফুল্লাহ, ফয়সল, জয়নব, সুলতানা রাজিয়া (লাকী), কামরুন নাহার সেলিনা, মাহবুবা ইলাহী (সেবী) ঃ

তোমরা সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির নির্ভুল প্রেসকপি তৈরি করে দিয়ে কিতাবখানি যথাসম্ভব দ্রুত মুদ্রণকাজে সহায়তা করেছ। প্রকাশনার আনন্দ ও আবেগজড়িত মুহূর্তে তোমাদের জন্য রইল অন্তর নিংড়ানো স্নেহ ও দোয়া। মরিয়ম লায়লা, মুহাম্মদ ঈসা হাসান (আনন্দ) ও মুহাম্মদ ইউসুফ হুসাইন (আদর)-ও কাগজ-কলম-অভিধান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দিয়ে আমার স্নেহধন্য হয়েছ।

আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ কিতাবখানি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায় তাদেরকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাঁর দীনকে সর্বত্র ও সর্বস্তরে বিজয়ী করুন। আমীন!

বিনীত

মুহাম্মদ মূসা

গ্রাম ঃ শৌলা, পো ঃ কালাইয়া

থানা ঃ বাউফল , জিলা ঃ পটুয়াখালী

সূচীপত্র

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

মুকাদ্দিমা

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ১

কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা
(পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ২

কিতাবুস সালাত

(নামায)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৩

কিতাবুল আযান ওয়াস-সুন্নাতি ফীহা

(আযান ও তার সুন্নাত)

অধ্যায় ঃ ৪

কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত

(মসজিদ ও জামাআত)

অনুচ্ছেদ

অধ্যায় ঃ ৫

কিতাব ইকামাতিস সালাত

(নামায কায়েম করা এবং তার নিয়ম-কানুন)

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থ ঃ ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব

জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى .

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্‌র ওহী" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلِ ۝ لاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۝

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম" (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না" (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহ্‌লীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন" (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। "জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ.

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয

ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকেম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

তালীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না

এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল ঃ যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুদাল' (معضل) বলা হয়।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবৃত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাবৃতগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ ঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাঊযুবিল্লা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওদূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদূদ (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিতাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহূর ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهى) বা রব্বানী (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঃ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামে ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজাম ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহায়ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাআ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ ঃ হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে "সিহাহ সিত্তা", মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা—আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

২. সহীহ ইবনে হিব্বান—আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)

৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম—আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)

৫. সহীহ আবু আওয়ানা—ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা ঃ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মালে' ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস

রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্‌বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন—তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে" (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তাঁদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও" (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়" (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী

সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো" (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো" (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ খ, পৃ. ১৬১)।

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি" (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না।

পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। "হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে" বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

لاَ تَكْتُبُوا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ .

"তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে" (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَأَ بِيَدِهِ اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন" (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল" (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাঊদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর জীবন ও কর্ম

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) ইরানের আযারবাইজান প্রদেশের অন্তর্গত কাযবীন শহরে ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন এবং এজন্য তাকে হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ছয়জন ইমামের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন একাধারে তাফসীরকার, হাদীসের হাফেজ ও ঐতিহাসিক। ইয়াকূত আল-হামাবী মুজামুল বুলদান নামক তার ভূগোলের বিশ্বকোষে বলেন যে, ইবনে

মাজা (র) কাযবীনের সমকালীন জনপ্রিয় ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শামসুদ্দীন যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে খাল্লিকান প্রমুখ ইমামগণ তাকে হাদীসের ইমাম, গভীর প্রজ্ঞাবান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাকে কেন ইবনে মাজা বলা হয় এ বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন ইবনে মাজা ছিল মুহাম্মাদের বিশেষণ (সিফাত), তার দাদার নাম নয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, মাজা তার পিতার উপাধি। আল-কামূস গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মাজা' তার দাদার উপাধি। শাহ আবদুল আযীয দিহলাবী (র) নিশ্চিতভাবে বলেন যে, মাজা তার মায়ের নাম। আবুল হাসান সিন্ধী তার শরহুল আরবাঈন গ্রন্থে এবং মুরতাদা আয-যাবীদি (যুবায়দী) তার তাজুল আরূস-এ একই কথা বলেন, অর্থাৎ মাজা হলো মুহাম্মাদের মায়ের নাম। তিনি ছিলেন অনারব বংশোদ্ভূত।

ইবনে মাজা (র)-এর বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। বালেগ হওয়ার পর তিনি হাদীসের শিক্ষালাভ ও তার সংগ্রহের জন্য আরব, ইরাক, মিসর, সিরিয়া, হিজায, মক্কা, মদীনা, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। ২৩০/৮৪৪ সন থেকে তাঁর এই সফর শুরু হয়। তার ওস্তাদগণের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তাদের কয়েকজন হলেন ঃ আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা, আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ আল-আশাজ্জ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ, আবু কুরাইব, হান্নাদ, আহমাদ ইবনে বুদাইল, তাহ্‌হান, বুনদার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আবু সাওর, জাওহারী, আবু ইসহাক আল-হারাবী, আবু বাক্‌র আস-সাগাতী, আল-আহওয়াস, আহ্‌মাদ ইবনে সিনান, হিশাম ইবনে আম্মার, আবু যুরআ, আবু হাতেম আর-রাযী, আবদুর রহমান আদ-দারিমী, যুহলী ও মাহমূদ ইবনে গাইলান। তিনি তার এ সকল শিক্ষকের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য ইসফাহান, আহ্‌ওয়ায, আইলা, বালখ, বাইতুল মাকদিস, হাররান, দামিশক, ফিলিস্তীন, আসকালান, মারব ও নিশাপুরও ভ্রমণ করেন। অনুরূপভাবে তিনি বহু সংখ্যক লোককে হাদীসের শিক্ষা দান করেন। ইবনে হাজার আসকালানী তার তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে এবং আল-মিযযী তার তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে ইবনে মাজা (র)-এর ছাত্রবৃন্দের তালিকায় অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের মহান খেদমতের পর এ মহান মনীষী ২৭৩ হিজরীর ২০ রমযান (১৮ ফেব্রুয়ারী, ৮৮৭) কাযবীনে ইনতিকাল করেন। তখন ছিল আব্বাসী খলীফা মুতামিদ আলাল্লাহ্‌র শাসনকাল। ইমাম নাসাঈ (র) ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সকল ইমাম এই শাসকের আমলে ইনতিকাল করেন।

ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর অমর কীর্তি হলো তার 'আস-সুনান' শীর্ষক সংকলন, যা সাধারণ্যে "ইবনে মাজা" নামে বহুল পরিচিত। এটি সিহাহ সিত্তা (ছয়টি সহীহ গ্রন্থ) পরিবারের ষষ্ঠ সদস্য। আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনে তাহের আল-মাকদিসী (মৃ. ৫০৭ হিজরী/১১১৩ খৃস্টাব্দ) সর্বপ্রথম এই গ্রন্থখানিকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন, তার শুরুতুল আইম্মাতিস সিত্তা গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার শর্তাবলী পর্যালোচনার পর। পরবর্তী কালের

বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯৯১/১৫০৫) ও আবদুল গনী আন-নাবুলুসী (মৃ. ১১৪৩/১৭৩০) একে সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন। পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগণ সাধারণভাবে এই মত মেনে নেন। পক্ষান্তরে ইবনুস সাকান (মৃ. ৩৫৩/৯৬৪), ইবনে মানদা (মৃ. ৩৯৫/১০০৪), আবু তাহের (মৃ. ৫৭৬/১১৮০) প্রমুখ বিশেষজ্ঞ সুনান ইবনে মাজাকে সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে গণ্য করার পরিবর্তে অবশিষ্ট পাঁচখানা গ্রন্থকে সিহাহ্ পরিবারভুক্ত মনে করেন। কেউ আবার ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর 'মুওয়াত্তাকে' সিহাহ-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আবদুল গনী আন-নাবুলুসী (র) বলেন, সিহাহ পরিবারের ষষ্ঠ গ্রন্থ সম্পর্কে মতভেদ আছে এবং পূর্বাঞ্চলীয় আলেমগণের মতে ইবনে মাজা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় আলেমগণের মতে মুওয়াত্তা সিহাহ-এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে তাহেরের সমকালীন মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে রাযীন (মৃ. ৫২৫/১১৩০) তার 'তাজরীদুস সিহাহ্ ওয়াস-সুনান' গ্রন্থে ইবনে মাজার পরিবর্তে মুওয়াত্তাকে সিহাহ্-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনুল আছীর (র) (মৃ. ৬০৬/১২০৯)-ও তার 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে একই নীতি অনুসরণ করেছেন। কেউ কেউ অবশ্য ইবনে মাজাকে মুওয়াত্তার উপরে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতার দিক থেকে মুওয়াত্তা সব হাদীস গ্রন্থের উর্দ্ধে। সালাহুদ্দীন খলীল আল-আলাঈর (মৃ. ৭৬১/১৩৫) মতে ইবনে মাজার পরিবর্তে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ।

ইমাম ইবনে মাজা (র) তার সুনান গ্রন্থখানি সংকলনের পর হাফেযে হাদীস ইমাম আবু যুরআ (র)-এর সামনে পেশ করলে তিনি মন্তব্য করেন, এ গ্রন্থখানি জনগণের নিকট পৌঁছাতে পারলে অনেক গ্রন্থই মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তার এই মন্তব্য বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে। গ্রন্থখানি তার বিষয়বস্তুর কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এখন বিনা মতভেদে তা সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। হাদীস চয়ন এবং স্বার্থকভাবে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাদীসের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস, ফিক্হ গ্রন্থাবলীর দৃষ্টিভংগীতে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনাম নির্ধারণ ইত্যাদি গ্রন্থখানির জনপ্রিয়তার উল্লেখযোগ্য কারণ। তিনি এমন অনেক হাদীস তার সংকলনে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা অন্য পাঁচখানি গ্রন্থে নাই। এরূপ হাদীসের সংখ্যা ১৩৩৯ এবং পাঁচ গ্রন্থে সাথে কমন হাদীস ৩০০২টি। মোট হাদীস সংখ্যা ৪,৩৪১, ইমাম যাহাবীর মতে চার হাজার। এ গ্রন্থের একই হাদীসের পুনরুক্তি একেবারেই কম এবং এটা সুনান গ্রন্থখানিকে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধীর মতে, ইমাম ইবনে মাজা (র) সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে অনুসরণ করেছেন। কারণ তিনিও এমন সব হাদীস বর্ণনা করতেন যেগুলো অন্য সাহাবীগণের জানা ছিলো না। এই নীতি মেনে চলার কারণে ইবনে মাজা (র) সনদের বিশুদ্ধতার দিকে খুব কমই দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই এ গ্রন্থখানিতে বেশ সংখ্যক যঈফ হাদীসও স্থান পেয়েছে।

অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাতে যাবতীয় মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত হাদীস বিদ্যমান আছে। এ গ্রন্থে ফযীলাত ও সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন স্থানে ইবনে মাজা (র)

হাদীসের নিচে নিজের মতও ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে হাদীসের বক্তব্য অস্পষ্ট বা অবোধগম্য হওয়ার আশংকা করেছেন সেখানে তার সাথে নিজ বক্তব্য পেশ করেছেন। যেসব হাদীস বিশেষ কোন এলাকায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং অন্য এলাকায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে, সেসব হাদীস বর্ণনা করার সাথে সাথে তিনি বলে দিয়েছেন যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসটি অমুক অঞ্চলের মুহাদ্দিসগণের নিকট প্রসিদ্ধ, অন্যদের নিকট অজ্ঞাত।

একথা সত্য যে, ইবনে মাজা (র)-এর সুনান গ্রন্থে প্রায় এক হাজার যঈফ হাদীস আছে, সাথে সাথে একথাও সত্য যে, তার গ্রন্থে প্রচুর সংখ্যক সহীহ হাদীসও আছে এবং কোন কোন হাদীস ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের তুলনায়ও বিশুদ্ধতর। যেমন ইমাম বুখারী (র) "ফরয নামাযের ইকামত দেয়া হলে তখন ঐ নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না" শীর্ষক অনুচ্ছেদে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন শোবা (র)-এর সূত্রে, যার মধ্যে দু'টি ভুল আছে ঃ ঐ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা ইমাম মালেকের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ তা মালেক পুত্র আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত। দ্বিতীয়ত, ঐ হাদীসের সনদে বুহাইনাকে মালেকের মাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ তিনি হলেন আবদুল্লাহ্‌র মাতা। ইবনে মাজা (র) যে সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে এই ভুল নাই। অনুরূপভাবে সহীহ্ বুখারীতে আছে যে, আবু সুফিয়ান (রা)-র মৃত্যুসংবাদ সিরিয়া থেকে আসে, অথচ তিনি মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন। ইবনে মাজার অনুরূপ রিওয়ায়াতে উক্তরূপ বক্তব্য নাই। অধিকন্তু ওলীদ ইবনে উকবা শরাব পান করলে তাকে আশি বেত্রাঘাত করা হয় বলে সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে, অথচ তাকে চল্লিশ বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু ইবনে মাজার বর্ণনায় বেত্রাঘাতের সংখ্যা উল্লেখ নাই।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইবনে মাজার সুনান গ্রন্থের ছয়জন রাবীর উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন ঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান, সুলাইমান ইবনে ইয়াযীদ, আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, আবু বাক্‌র হামেদ আল-বাহ্‌রী, সাদূন ও ইবরাহীম ইবনে দীনার (র)।

সুনান ইবনে মাজার বেশ কয়েকখানি পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন শারহু সুনান ইবনে মাজা, পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত, অংশবিশেষের ভাষ্য। হাফেজ আলাউদ্দীন মুগালতাঈ হানাফী (মৃ. ৭৬২/১৩৬০); (২) বিমা তামাস্‌সা ইলাইহিল হাজাতু আলা সুনান ইবনে মাজা, শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইবনে আলী (মৃ. ৮০৪/১৪০১), আট খণ্ডে সমাপ্ত, এই ভাষ্যখানিতে কেবল সেইসব হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা অপর পাঁচটি গ্রন্থে নাই; (৩) আদ-দামীরী, আদ-দীবাজা ফী শারহি সুনান ইবনে মাজা, ৫ খণ্ড (অসমাপ্ত); (৪) জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫), মিসবাহুজ যুজাজা; (৫) হাফেজ আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল হাদী আস-সিন্ধী (মৃ. ১১৩৮/১৭২৫), শারহু সুনান ইবনে মাজা; (৬) ফাখরুল হাসান গাঙ্গুহী, তিনি সুনান ইবনে মাজার কঠিন শব্দাবলীর আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন; (৭) ফুয়াদ আবদুল বাকী, শারহু মিফতাহিস সুনান। এছাড়াও আরো কতক মনীষী ইবনে মাজার পূর্ণ ও আংশিক ভাষ্য

রচনা করেন। তিনি একখানা তাফসীর গ্রন্থও রচনা করেন বলে উল্লেখ আছে, কিন্তু অদ্যাবধি এর কোন পাণ্ডুলিপি কোথাও পাওয়া যায়নি।

সুনান ইবনে মাজায় মাত্র তিনজন রাবী বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পাঁচ, অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইবনে মাজার মাঝখানে মাত্র তিনজন রাবী, সুনান আবু দাউদে এইরূপ হাদীসের সংখ্যা তিন এবং তিরমিযীতে এক। সহীহ্ মুসলিম ও নাসাঈতে এরূপ রিওয়ায়াত নাই। সুনান ইবনে মাজার ঐ রিওয়ায়াত পাঁচটি অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কিতাবখানি থেকে ফায়দা অর্জনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

বিনীত
অনুবাদক

سـنـن ابـن مـاجـه

সুনান ইবনে মাজা

(প্রথম খণ্ড)

ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْمُقَدَّمَةُ

(ভূমিকা)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ।

١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো।

٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ اَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَرُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَخُذُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَانْتَهُوْا .

২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যে সম্পর্কে তোমাদের বলিনি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নবীগণের নিকট অধিক

প্রশ্নের কারণে এবং তাদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দিলে তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং কোন বিষয়ে আমি তোমাদের নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।

٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ .

৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করে সে আল্লাহ্রই অবাধ্যাচরণ করে।

٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ دُوْنَهُ .

৪। আবু জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন হাদীস শুনলে, তাতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি করতেন না।

٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سُلَيْمَانَ الْاَفْطَسُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُرَشِىِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ اَلْفَقْرُ تَخَافُوْنَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبًّا حَتّٰى لاَ يُزِيْغَ قَلْبَ اَحَدِكُمْ اِزَاغَةً اِلاَّ هِيَةِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ قَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ صَدَقَ وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَنَا وَاللّٰهِ عَلٰى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ .

৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তখন আমরা দারিদ্র্য সম্পর্কে আলাপরত ছিলাম এবং আমরা সে বিষয়ে সংকিত ছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় করছো? সেই

সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তোমাদের উপর পৃথিবী প্রবল বেগে প্রবাহিত হবে (প্রভাব বিস্তার করবে), এমনকি পৃথিবী তোমাদের অন্তর কেবল তার দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ছেড়ে গেলাম, যার রাত-দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান। আবু দারদা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যই বলেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমাদের পরিচ্ছন্ন অবস্থায়ই ছেড়ে গেছেন, যার রাত ও দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান।

٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ .

৬। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল অব্যাহতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে এবং যারা তাদের অপদস্থ করতে চায় তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْعَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْاَسْوَدِ وَكَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِيْ قَوَّامَةٌ عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا .

৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর স্থির থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيْحٍ ثَنَا بَكْرُ ابْنُ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عِنَبَةَ (عُتْبَةَ) الْخَوْلاَنِيَّ وَكَانَ قَدْ صَلّٰى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ اللّٰهُ يَغْرِسُ فِيْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِيْ طَاعَتِهِ .

৮। আবু ইনাবা (উতবা) আল-খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুই কিবলার দিকেই নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সর্বদা এই দীনের মধ্যে একটি গাছ রোপন করতে থাকবেন (এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন) যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবেন।

٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيْبًا فَقَالَ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ الاَّ وَطَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرُوْنَ عَلَى النَّاسِ لاَ يُبَالُوْنَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ نَصَرَهُمْ .

৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায়, তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা তাদের লাঞ্ছিত করতে উদ্যত বা সাহায্য করতে আগ্রহী কারো পরোয়া করবে না।

١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِىْ اَسمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرِيْنَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

১০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর স্থির থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে। মহামহিম আল্লাহ্র নির্দেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ (عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ) ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الاَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِداً يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَّمِيْنِه وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَّسَارِه ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الْخَطِّ الاَوْسَطِ فَقَالَ هٰذَا سَبِيْلُ اللّٰهِ ثُمَّ تَلاَ هٰذِه الاٰيَةَ (وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه) .

১১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দু'টি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দু'টি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র রাস্তা। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং এ পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে" (সূরা আনআম ঃ ১৫৪)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ تَعْظِيْمِ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالتَّغْلِيْظِ مَنْ عَارَضَهُ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধবাদীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ।

١٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِى الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُوْشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِىْ فَيَقُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ اَلاَ وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ .

১২। আল-মিকদাম ইবনে মাদীকারিব আল-কিনদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই কোন ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদীস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহামহিম আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানবো এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানবো। (মহানবী বলেন) সাবধান! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ।

١٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِيْ بَيْتِهِ اَنَا سَاَلْتُهُ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ ثُمَّ مَرَّ فِى الْحَدِيْثِ قَالَ اَوْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ

بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ اُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهِ يَاْتِيْهِ الْاَمْرُ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ .

১৩। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং (এই অবস্থায়) আমার প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা আমার প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা তার নিকট পৌঁছলে সে বলবে, আমি কিছু জানি না, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পাবো তার অনুসরণ করবো (আ, বু, তি, দা)।

١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি কেউ আমাদের এই দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে, যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (বু, মু)।

١٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِيْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبِيْ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجُدُرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَحْسَبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) .

১৫। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যুবাইর (রা)-এর সাথে হাররার পানির নালা নিয়ে বিবাদ করে, যার দ্বারা তারা খেজুর বাগানে পানি সেচ করতেন। আনসারী বললো, তুমি পানি ছেড়ে দাও যাতে তা প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু যুবাইর (রা) তা অস্বীকার করেন। তাই তারা বিবাদ করতে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে তা পাঠিয়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ফুফাতো ভাই তো (তাই এরূপ ফয়সালা দিলেন)। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বলেন ঃ হে যুবাইর! (তোমার বাগানে) পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তা প্রতিরোধ করে রাখো, যাবত না তা আইল বরাবর হয়। রাবী আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার মতে এ আয়াত উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ তারা তাদের বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার প্রদত্ত সিদ্ধান্তে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তারা তা মেনে নেয়" (সূরা নিসা ঃ ৬৫)।

١٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ النَّيْسَابُوْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ اَنْ يُّصَلِّيْنَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ فَقَالَ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَقَالَ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُ اِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ .

১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র বাঁদীদেরকে আল্লাহ্‌র মসজিদে নামায পড়তে (যেতে) বাধা দিও না। ইবনে উমার (রা)-এর এক পুত্র বললো, আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিবো। রাবী বলেন, এতে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি বলছো, আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দিবো!

١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاَبُوْ عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا اِلَى جَنْبِهِ ابْنُ اَخٍ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا وَلاَ تَنْكِىْ عَدُوًّا وَاِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَاُ الْعَيْنَ قَالَ

فَعَادَ ابْنُ اَخِيْهِ يَخْذِفُ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ لاَ اُكَلِّمُكَ اَبَدًا .

১৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তার পাশে তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র বসা ছিল। সে কংকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এতে না শিকার ধরা যায়, না শত্রুকে আহত করা যায়, বরং তা দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং চোখ ফুঁড়ে দেয়। রাবী বলেন, তার ভাইপো পুনরায় কংকর নিক্ষেপ করলে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, আমি তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতে নিষেধ করেছেন, তারপরও তুমি কংকর নিক্ষেপ করলে! আমি তোমার সাথে কখনও কথা বলবো না।

١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِى بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الاَنْصَارِىَّ النَّقِيْبَ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ اَرْضَ الرُّوْمِ فَنَظَرَ اِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُوْنَ كِسَرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيْرِ وكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَاكُلُوْنَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلاَ نَظِرَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ لاَ اَرَى الرِّبَا فِىْ هٰذَا اِلاَّ مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ فَقَالَ عُبَادَةُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِىْ عَنْ رَاْيِكَ لَئِنْ اَخْرَجَنِىَ اللّٰهُ لاَ اُسَاكِنُكَ بِاَرْضٍ لَكَ عَلَىَّ فِيْهَا اِمْرَةٌ فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا اَقْدَمَكَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ اِلَى اَرْضِكَ فَقَبَحَ اللّٰهُ اَرْضًا لَسْتَ فِيْهَا وَاَمْثَالُكَ وكَتَبَ اِلَى مُعَاوِيَةَ لاَ اِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلِ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ فَاِنَّهُ هُوَ الاَمْرُ .

১৮। ইসহাক ইবনে কাবীসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাঁর মুখপাত্র উবাদা ইবনুস সামিত (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে রোম (বায়যান্টাইন) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লোকদের লক্ষ্য

করলেন যে, তারা সোনার টুকরা স্বর্ণ মুদ্রার সাথে এবং রূপার টুকরা রৌপ্য মুদ্রার সাথে ক্রয়-বিক্রয় (বিনিময়) করছে। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা তো (এরূপ বিনিময়ে) সূদ খাচ্ছো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করো না, তবে পরিমাণে সমান সমান হলে, বাড়তি না হলে এবং লেনদেন বাকীতে না হলে করতে পারো। তখন মুআবিয়া (রা) তাকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি তো এরূপ লেনদেনে সূদের কিছু দেখছি না, যদি না লেনদেন বাকীতে হয়। উবাদা (রা) বলেন, আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছি। আর তুমি আমার নিকট তোমার অভিমত ব্যক্ত করছো। আল্লাহ যদি আমাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেন তাহলে আমি এমন এলাকায় বসবাস করবো না, যেখানে আমার উপর তোমার কর্তৃত্ব চলে। অতএব তিনি (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় পৌঁছলে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কেন ফিরে এসেছেন? তখন তিনি তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং সেখানে তার বসবাস না করার কথাও ব্যক্ত করেন। উমার (রা) বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি আপনার এলাকায় ফিরে যান। কেননা যে এলাকায় আপনি ও আপনার মত মানুষ থাকবে না সেখানে আল্লাহ গযব নাযিল করবেন। তিনি মুআবিয়া (রা)-কে লিখে পাঠন, উবাদা (রা)-র উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না এবং তিনি যা বলেন জনসাধারণকে তদনুযায়ী পরিচালনা করো। কারণ এটাই আদেশ।

١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْخَلاَدِ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ اَنبَاَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَظُنُّوْا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ هُوَ اَهْنَاهُ وَاَهْدَاهُ وَاَتْقَاهُ .

১৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তোমরা তার যুহ্দ (সাধনা), ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কথা স্মরণে রেখে তা মেনে নাও (এবং নিজের মত খাটানো ত্যাগ করো)।

٢٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْبَخْتَرِيِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا فَظُنُّوْا بِهِ الَّذِىْ هُوَ اَهْنَاهُ وَاَهْدَاهُ وَاَتْقَاهُ.

২০। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তোমরা মনে রাখবে যে, তিনি ছিলেন সর্বাধিক ধার্মিক, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও আল্লাহভীরু।

٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَعْرِفَنَّ مَا يُحَدِّثُ اَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيْثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى اَرِكَتِهِ فَيَقُوْلُ اقْرَا قُرْاٰنًا مَا قِيْلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَاَنَا قُلْتُهُ .

২১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি এমন লোকের পরিচয় তুলে ধরছি যার নিকট তোমাদের কেউ আমার হাদীস বর্ণনা করবে, আর সে তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বলবে, কুরআন পাঠ করো। কোন উত্তম কথা বলা হলে (মনে করবে যে) আমিই তা বলেছি।

٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ اٰدَمَ ثَنَا اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ اَخِيْ اِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الْاَمْثَالَ .

২২। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) এক ব্যক্তিকে (ইবনে আব্বাসকে) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করলে তুমি তার বিপরীতে কোন দৃষ্টান্ত পেশ করো না।

٢٢(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْكَرَابِيْسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ مِثْلَ حَدِيْثِ عَلِيٍّ .

২২ (ক)। আবুল হাসান-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ-আলী ইবনুল জা'দ-শোবা-আমর ইবনে মুররা (রা) সনদ পরম্পরায় আলী (রা) থেকে বর্ণিত (২০ নং) হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ التَّوَقِّي فِي الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বন করা।

٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ثَنَا مُسْلِمٌ الْبَطِيْنُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ مَا اَخْطَاَنِيْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَشِيَّةَ خَمِيْسٍ اِلاَّ اَتَيْتُهُ فِيْهِ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَالَ فَنَكَسَ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْه فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلِّلَةٌ اَزْرَارَ قَمِيْصِه قَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ قَالَ اَوْ دُوْنَ ذٰلِكَ اَوْ فَوْقَ ذٰلِكَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ اَوْ شَبِيْهًا بِذٰلِكَ .

২৩। আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ইবনে মাসঊদ (রা)-র নিকট উপস্থিত হতে আমার ভুল হতো না। কিন্তু আমি কখনও তাঁকে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন" এভাবে কিছু বলতে শুনিনি। এক রাতে তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন"। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি মাথা নিচু করলেন। রাবী বলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন যে, তার জামার বোতাম খোলা, তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বিগলিত এবং এর শিরাগুলো ফুলে গেছে। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি (স) এই বলেছেন অথবা এর অধিক বা কম বলেছেন অথবা এর কাছাকাছি বা এর অনুরূপ বলেছেন (অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তা আমার হুবহু মনে নাই)।

٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ حَدِيْثًا فَفَزِعَ مِنْهُ قَالَ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ .

২৪। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনাকালে ভীত-শংকিত হতেন এবং বলতেন, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ বলেছেন।

٢٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ قَالَ كَبِرْنَا وَنَسِيْنَا وَالْحَدِيْثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰه ﷺ شَدِيْدٌ .

২৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে বললাম, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (অনেক কিছুই) ভুলে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করা খুবই কঠিন দায়িত্ব।

٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يَحدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا .

২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবুস সাফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাবী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে একটি বছর যাবত উঠাবসা করেছি, কিন্তু আমি তাকে কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে কিছুই বর্ণনা করতে শুনিনি।

٢٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اِنَّا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَالْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اِذَا (فَاِذَا) رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهَيْهَاتَ .

২৭। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা হাদীস মুখস্ত করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই হাদীস মুখস্ত করা হতো। কিন্তু এখন তোমরা প্রতিটি কষ্টকর ও আরামদায়ক স্থানে (পর্যালোচনা ব্যতীত) উঠতে শুরু করেছ। তোমাদের জন্য আফসোস হয়!

٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَرَظَةَ ابْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اِلَى الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا فَمَشَى مَعَنَا اِلٰى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ قَالَ قُلْنَا لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَلِحَقِّ الْاَنْصَارِ قَالَ لٰكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيْثٍ اَرَدْتُ اَن اُحَدِّثَكُمْ بِهِ فَاَرَدْتُ اَنْ تَحْفَظُوْهُ لِمَمْشَاىَ مَعَكُمْ اِنَّكُمْ تَقْدَمُوْنَ عَلٰى قَوْمٍ لِلْقُرْاٰنِ فِىْ صُدُوْرِهِمْ هَزِيْزٌ كَهَزِيْزِ الْمِرجَلِ فَاِذَا رَاَوكُمْ مَدُّوا اِلَيْكُمْ اَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَنَا شَرِيْكُكُمْ .

২৮। কারাযা ইবনে কাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদেরকে কূফার উদ্দেশে পাঠালেন। তিনি আমাদের বিদায় দিতে আমাদের সাথে

সিরার নামক স্থান পর্যন্ত হেঁটে আসেন। তিনি বলেন, তোমরা কি জানো আমি কেন তোমাদের সাথে চলে এসেছি? রাবী বলেন, আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কর্তব্য এবং আনসারদের প্রতি কর্তব্যের কারণে। উমার (রা) বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি বিশেষ কথা বলার উদ্দেশে তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি। আমি আশা করি তোমাদের সাথে আমার চলে আসার প্রতি খেয়াল রেখে তোমরা তা মনে রাখবে। তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো, যাদের বক্ষস্থলে ফুটন্ত হাঁড়ির মত কুরআনের আওয়াজ হবে। তারা তোমাদেরকে দেখে তোমাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের গর্দান এগিয়ে দিবে এবং বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এসেছেন। তোমরা তাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করবে। তাহলে আমি তোমাদের সাথে আছি।

٢٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنَ الْمَدِينَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيْثٍ وَاحِدٍ .

২৯। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত সাদ ইবনে মালেক (রা)-র সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসও বর্ণনা করতে শুনিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَعَمُّدِ الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের ভয়ানক পরিণতি।

٣٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَاِسمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبد الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানালো।

٣١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَاِنَّ الْكِذْبَ عَلَيَّ يُوْلِجُ النَّارَ .

৩১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ حَسِبْتُهُ قَالَ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন তার আবাস জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে মনগড়া কথা রচনা করলো, যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

٣٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ يَعْلَى التَّيْمِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلٰى هٰذَا الْمِنْبَرِ اِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيْثِ عَنِّى فَمَنْ قَالَ عَلَىَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا اَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَىَّ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৫। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আমার থেকে অধিক হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সাবধান হও। কেউ আমার সম্পর্কে বলতে চাইলে সে যেন হক কথা বা সত্য কথাই বলে। যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।

٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ اَبِىْ صَخْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَا لِىَ لاَ اَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَفُلاَنًا قَالَ اَمَا اِنِّىْ لَمْ اُفَارِقْهُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৩৬। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে বললাম, আমি যেমন ইবনে মাসঊদ (রা) ও অমুক অমুক সাহাবীকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনি তদ্রূপ আপনাকে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না? তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনও আমি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু আমি তাঁকে একটি কথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করলো।

٣٧-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

৩৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্ধারণ করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ

যে ব্যক্তি সজ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা করে।

٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

৩৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে হাদীস বর্ণনা করলো, অথচ সে মনে করে যে, সে মিথ্যা বলেছে, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।

٣٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ سَمُرَةَ ابْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

৩৯। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার নামে মিথ্যা বর্ণনা করলো, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।

٤٠-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ رَوٰى عَنِّىْ حَدِيْثًا وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

৪০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নামে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করলো, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।

٤٠(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسٰى الْاَشْيَبُ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

৪০ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ-হাসান ইবনে মূসা আশয়াব-শোবা (র) সূত্রে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা)-এর (৪০ নং হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَدَّثَ عَنِّى بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرٰى اَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ .

৪১। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ ধারণামতে আমার বরাতে কোন (মিথ্যা) হাদীস বর্ণনা করলো সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ

সৎপথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ।

٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ يَعْنِى ابْنَ زَبْرٍ حَدَّثَنِىْ يَحْىَ بْنُ اَبِى الْمُطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ اِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِىْ اخْتِلاَفًا شَدِيْدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَالْاُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ .

৪২। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নসীহত করেন, যাতে অন্তরসমূহ ভীত হলো এবং চোখগুলো অশ্রু বর্ষণ করলো। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশ দিলেন। অতএব আমাদের নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন (একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ দিন)। তিনি বলেন ঃ তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন করো, শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো (নেতৃ-আদেশ), যদিও সে কাফ্রী

গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা বিদআত কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট।

٤٣- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ وَاسْحَاقُ بْنُ ابْرَاهِيْمَ السَّوَّاقُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُوْلُ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ اِلَيْنَا قَالَ قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ اِلاَّ هَالِكٌ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَاِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَاِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْاَنِفِ حَيْثُمَا قِيْدَ انْقَادَ

৪৩। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন হৃদয়গ্রাহী নসীহত করেন যে, তাতে (আমাদের) চোখগুলো অশ্রু ঝরালো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো যেন নিশ্চয়ই বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিবেন (আদেশ দিবেন)? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের আলোকিত দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবসী গোলামও (তোমাদের নেতা নিযুক্ত) হয়। কেননা মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসারন্ধ্রে লাগাম পরানো উটতুল্য। লাগাম ধরে যে দিকেই তাকে টানা হয়, দিকেই সে যেতে বাধ্য হয়।

٤٤- حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ثَنَا ثَوْرُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪৪। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে মর্মস্পর্শী ওয়ায করেন........ অবশিষ্ট বিবরণ পূর্ববৎ (৪৪ নং হাদীসের অনুরূপ)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ اجْتِنَابِ الْبِدْعِ وَالْجَدَلِ

বিদআত ও ঝগড়াঝাটি পরিহার করা।

٤٥-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْاُمُوْرِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكَانَ يَقُوْلُ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَعَلَىَّ وَاِلَىَّ .

৪৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো, তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আক্রান্ত হতে পারো (অথবা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যা কল্যাণময় হোক)। তিনি আরো বলতেন ঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামত এ দু'টি আংগুলের অবস্থানের মত পরস্পর নিকটবর্তী। তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল মিলিয়ে দেখান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সবচেয়ে উত্তম নির্দেশ হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত পথ। দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন সর্বপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ। প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট। তিনি আরো বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে (মারা) গেলে তা তার পরিবারবর্গের এবং কোন ব্যক্তি দেনা অথবা অসহায় সন্তান রেখে (মারা) গেলে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার এবং তার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভারও আমার যিম্মায়।

٤٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْمَدَنِىُّ اَبُوْ عُبَيْدٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلَامُ وَالْهَدْىُ فَاَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ وَاَحْسَنُ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ اَلاَ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ شَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ اَلاَ لاَ يَطُوْلَنَّ عَلَيْكُمُ الاَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوْبُكُمْ اَلاَ اِنَّ مَا هُوَ اٰتٍ قَرِيْبٌ وَاِنَّمَا الْبَعِيْدُ مَا لَيْسَ بِاٰتٍ اَلاَ اِنَّمَا الشَّقِىُّ مَنْ شَقِىَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ وَالسَّعِيْدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ اَلاَ اِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوْقٌ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ اَلاَ وَاِيَّاكُم وَالْكَذِبَ فَاِنَّ الْكَذِبَ لاَ يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلاَ بِالْهَزْلِ وَلاَ يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لاَ يَفِىَ لَهُ فَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ اَلاَ وَاِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا .

৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বস্তুত বিষয় দু'টি ঃ কালাম ও হেদায়াত। অতএব সর্বোত্তম কালাম (কথা) হলো আল্লাহ্‌র কালাম এবং সর্বোত্তম হেদায়াত (পথনির্দেশ) হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত। শোন! তোমরা নতুনভাবে উদ্ভাবিত নিকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হলো দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি নতুন নিকৃষ্ট উদ্ভাবন হচ্ছে বিদআত এবং প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্ট। সাবধান! (শয়তান) যেন তোমাদের অন্তরে দীর্ঘায়ুর আকাঙ্খা সৃষ্টি করতে না পারে, অন্যথায় তা তোমাদের অন্তরাত্মাকে শক্ত করে দিবে। সাবধান! নিশ্চয় যা কিছু আসার তা নিকটবর্তী এবং যা দূরবর্তী তা আসার নয়। জেনে রাখো! অবশ্যই সেই ব্যক্তি দুর্ভাগা যে তার মায়ের গর্ভ থেকেই দুর্ভাগা। খোশনসীব সেই ব্যক্তি যে অপরকে দেখে নসীহত গ্রহণ করে। সাবধান! ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা (বা তার সাথে সশস্ত্র সংঘাত করা) কুফরী এবং তাকে গালমন্দ করা পাপ। কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক (কথা না বলে) ত্যাগ করা হালাল নয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যাচারিতা থেকে দূরে থাকো। কেননা মিথ্যাচারিতা দ্বারা না সফলতা অর্জন করা যায় না অর্থহীন অপলাপ থেকে বাঁচা যায়। নিজ সন্তানের সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ না করা কোন লোকের জন্যই

শোভনীয় নয়। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপাচারের দিকে চালিত করে এবং পাপাচার দোযখের দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে সততা (মানুষকে) পুণ্যের পথে চালিত করে এবং পুণ্য বেহেশতের দিকে চালিত করে। সত্যবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে সত্য বলেছে ও পুণ্যের কাজ করেছে। আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে মিথ্যা বলেছে ও পাপাচার করেছে। জেনে রাখো! কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্‌র নিকট তাহা মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।

٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا اَيُّوْبُ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِىُّ وَيَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ اِلٰى قَوْلِهِ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ) فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْهِ فَهُمُ الَّذِيْنَ عَنَاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ .

৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা আছে শুধু তারাই বিশৃংখলা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত। বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না" (সূরা আল ইমরান ঃ ৭)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! যখন তুমি তাদেরকে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বাদানুবাদ করতে দেখবে, তখন মনে করবে যে, এরা সেই লোক যাদের আল্লাহ অপদস্থ করেন। তোমরা তাদের পরিহার করো।

٤٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا بِشْرٌ قَالاَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ اِلاَّ اُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ) .

৪৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক তখনই পথভ্রষ্ট হবে, যখন তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "বরং এরা তো এক বিভ্রান্তকারী সম্প্রদায়" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)।

٤٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَبُوْ هَاشِمِ ابْنِ اَبِىْ خِدَاشٍ الْمَوصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى عَبْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَّلاَ صَلاَةً وَّلاَ صَدَقَةً وَّلاَ حَجًّا وَّلاَ عُمْرَةً وَّلاَ جِهَادًا وَّلاَ صَرْفًا وَّلاَ عَدْلاً يَخْرُجُ مِنَ اْلاِسْلاَمِ كَمَا تُخْرَجُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ .

৪৯। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বিদআতী ব্যক্তির রোযা, নামায, যাকাত বা দান-খয়রাত, হজ্জ, উমরা, জিহাদ, ফিদ্‌য়া, ন্যায়বিচার ইত্যাদি কিছুই কবুল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে আটা থেকে চুল টেনে বের করা হয়।

٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْخَيَّاطُ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَى اللّٰهُ اَنْ يَّقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ .

৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বিদআতী ব্যক্তির নেক আমল কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদআত পরিহার করে।

٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ وَهَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهُ قَصْرٌ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهُ فِىْ وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِىَ لَهُ فِىْ اَعْلاَهَا .

৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যাকে বাতিল মনে করে পরিহার করলো তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি সংগত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করলো তার জন্য বেহেশতের মধ্যখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি তার চরিত্র সুন্দর করলো তার জন্য বেহেশতের উচ্চতর স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ

৫২-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَعَبْدَةُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنْ يَّقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَاِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا .

৫২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর থেকে এলেমকে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে তা কেঁড়ে নিবেন না, বরং তিনি আলেমদেরকে (দুনিয়া থেকে) তুলে নেয়ার মাধ্যমে এলেমকেও তুলে নিবেন। অতএব যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন জনগণ অজ্ঞ ও মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের কাছে (দীনী বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হলে তারা (সেই বিষয়ে) কোন এলেম না থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং জনগণকেও পথভ্রষ্ট করবে।

৫৩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ مُسْلِمِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ اَفْتَاهُ .

৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ব্যতীত কাউকে সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) দেয়া হলে তার পাপের বোঝা ফতওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে।

٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِيْ رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ اَنْعُمٍ هُوَ الْاَفْرِيْقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعِلْمُ ثَلاَثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ .

৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অত্যাবশ্যকীয় এলেম (জ্ঞান) তিন প্রকার, এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো অতিরিক্ত ঃ আল-কুরআনের বিধান সম্পর্কিত (মুহকাম) আয়াতসমূহ অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ (হাদীস) অথবা ইনসাফভিত্তিক ফারায়েজের জ্ঞান (ওয়ারিসী স্বত্ব ন্যায়সংগতভাবে বন্টনের জ্ঞান)।[১]

٥٥-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنَمٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ لاَ تَقْضِيَنَّ وَلاَ تُفَصِّلَنَّ اِلاَّ بِمَا تَعْلَمُ وَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ اَمرٌ فَقِفْ حَتّٰى تُبَيِّنَهُ اَوْ تَكْتُبَ اِلَيَّ فِيْهِ .

৫৫। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন ঃ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান আছে কেবল সেই বিষয়ে তুমি সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করবে। কোন বিষয় তোমার জন্য কঠিন হলে (অজ্ঞাত থাকলে) তুমি অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তোমার নিকট স্পষ্ট হয় (বা তোমাকে বলে দেয়া হয়) অথবা তুমি লিখিতভাবে সে সম্পর্কে আমাকে জানাবে।

٥٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ

---

১. 'ফারীদাতুন আদিলাহ' অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ইজতিহাদ প্রসূত জরুরী জ্ঞানও হতে পারে (অনুবাদক)।

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَزَلْ اَمْرُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مُعْتَدِلاً حَتّٰى نَشَاَ فِيْهِمُ الْمُوَلَّدُوْنَ اَبْنَاءُ سَبَايَا الْاُمَمِ فَقَالُوْا بِالرَّاْىِ فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا .

৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বনী ইসরাঈলের যাবতীয় কাজকর্ম যথার্থভাবেই হচ্ছিল, যতক্ষণ তাদের মধ্যে যথার্থ সন্তান জন্মেছে। অতঃপর তাদের মধ্যে বিজাতীয় বা লুণ্ঠনকৃত নারীর সন্তান যুক্ত হলে তারা নিজেদের মত অনুযায়ী রায় প্রদান করে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ فِى الْاِيْمَانِ

ঈমান সম্পর্কে।

٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ اَوْ سَبْعُوْنَ بَابًا اَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَاَرْفَعُهَا قَوْلُ (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ) وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ .

৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক স্তর আছে। তার সাধারণ বা নিম্নতর স্তর হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। সর্বোচ্চ স্তর হলো কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) বলা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

٥٧ (الف)-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫৭(ক)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শায়বা-আবু খালিদ আহমার-ইবনে আজলান, (পুনরায়) আমর ইবনে রাফে-জারীর-সাহ্‌ল (সকলে) আবদুল্লাহ ইবনে দীনার-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে (৫৭ নং হাদীসের) অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥٨-حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ .

৫৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে তার ভাইকে নসীহত (তিরস্কার) করতে শুনলেন। তখন তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।

٥٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ

৫৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণও অহংকার আছে, সে (প্রথম পর্যায়েই) জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণ ঈমান আছে সে জাহান্নামে (স্থায়ীভাবে) প্রবেশ করবে না।

٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَلَّصَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ النَّارِ وَاٰمِنُوْا فَمَا مُجَادَلَةُ اَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَقِّ يَكُوْنُ لَهُ فِى الدُّنْيَا اَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لِرَبِّهِمْ فِىْ اِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ اُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِخْوَانُنَا كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَنَا وَيَصُوْمُوْنَ مَعَنَا وَيَحُجُّوْنَ مَعَنَا فَاَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيَقُوْلُ اذْهَبُوْا فَاَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَاْتُوْنَهُمْ فَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لاَ تَاْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ النَّارُ اِلَى اَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ اِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ اَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ وَزْنُ دِيْنَارٍ مِّنَ الْاِيْمَانِ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ وَزْنُ

نِصْفِ دِيْنَارٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هٰذَا فَلْيَقْرَاْ (اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا) .

৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ পাক (কিয়ামতের দিন) মুমিনদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিবেন এবং তারা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন ঈমানদারগণ তাদের দোযখী ভাইদের ব্যাপারে তাদের প্রতিপালকের সাথে এত প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে যে, তারা দুনিয়াতে অবস্থানকালে তাদের কেউ তার বন্ধুর পক্ষে ততটা প্রচণ্ড বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ ভাইরা তো আমাদের সাথে নামায পড়তো, রোযা রাখতো এবং হজ্জ করতো। অথচ আপনি তাদেরকে দোযখে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেনঃ তোমরা যাও এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারো, তাদের বের করে নিয়ে এসো। অতএব তারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের আকৃতি দেখে তাদের চিনতে পারবে। দোযখের আগুন তাদের দৈহিক গঠনাকৃতি ভক্ষণ (নষ্ট) করবে না। আগুন তাদের কারো পদদ্বয়ের জংঘার অর্ধাংশ পর্যন্ত এবং কারো পদদ্বয়ের গোছা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারা তাদেরকে দোযখ থেকে বের করে এনে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যাদের বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাদের বের করে এনেছি। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন ঃ যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তোমরা তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। আবু সাঈদ (রা) বলেন, যার এ কথা বিশ্বাস না হয় সে যেন তিলাওয়াত করে (অনুবাদ)ঃ "আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। কোন উত্তম কাজ হলে আল্লাহ্ তা দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার প্রদান করেন" (সূরা নিসা'ঃ ৪০)।

٦١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيْحٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْاِيْمَانَ قَبْلَ اَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْاٰنَ فَازْدَدْنَا بِهِ اِيْمَانًا .

৬১। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।

٦٢-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَزَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْاِسْلاَمِ نَصِيْبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ .

৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ উম্মাতের দুইটি শ্রেণীর জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই—মুরজিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়।

٦٣-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَ بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ الرَّأْسِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ سَفَرٍ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ قَالَ فَجَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِسْلاَمُ قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْاَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لاَ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا اِمَارَتُهَا قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا (قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى تَلِدُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ) وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبِنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِيَنِى النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَقَالَ اَتَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ .

৬৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত ও মাথায় গাঢ়ো

কালো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে হাযির হন। তার চেহারায় সফরের কোন ছাপ দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের কেউই তাকে চিনে না। রাবী বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বসলেন, তার হাঁটুদ্বয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে এবং তার দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে তারপর জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ইসলাম কি? তিনি বলেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযানের রোযা রাখা এবং আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা। তিনি (আগন্তুক) বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা তার এ কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাকুলে, তাঁর রাসূলগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, আখেরাতের দিনে এবং তাকদীরে ও তার ভালো-মন্দে। আগন্তুক বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা এবারও তার কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ইহসান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। তিনি বলেন, মুহূর্তটি (কিয়ামত) কখন আসবে? তিনি বলেন ঃ এ সম্পর্কে উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তার চেয়ে অধিক কিছু জানে না। তিনি বলেন, তাহলে এর আলামত কি? তিনি বলেন ঃ ক্রীতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ অনারবদের ঔরসে আরবরা জন্মগ্রহণ করবে। তুমি দেখতে পাবে নগ্নদেহ, নগ্নপদ ও অভাবগ্রস্থ মেষ চারকরা সুউচ্চ ইমারতের মালিক হয়ে অহংকারে ফেটে পড়বে। উমার (রা) বলেন, এ ঘটনার তিন দিন পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন ঃ লোকটি কে তুমি কি তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন ঃ ইনি হলেন জিবরীল (আ), তোমাদের দীনের বিষয়াদি তোমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছেন।

٦٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلاَمُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّكَ اِنْ لاَ

تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا فَذٰلِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاءُ الْغَنَمِ فِى الْبُنْيَانِ فَذٰلِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ فَتَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ) .

৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকবেষ্টিত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রাসূলগণে, তার সাথে সাক্ষাতে এবং তুমি আরো ঈমান আনবে পুনরুত্থান দিবসে। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম কি? তিনি বলেন ঃ তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। সে বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহসান কি? তিনি বলেন ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছো। যদি তুমি তাকে দেখতে সক্ষম না হও, তবে তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুহূর্তটি (কিয়ামত) কখন আসবে? তিনি বলেন ঃ এ বিষয়ে উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জানে না। তবে আমি তোমাকে তার কতিপয় শর্ত (আলামত) সম্পর্কে বলছি। ক্রীতদাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে, সেটা কিয়ামতের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যখন মেষ চারকরা সুউচ্চ দালান-কোঠার (মালিক হয়ে) অহংকারে ফেটে পড়বে, এটাও তার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জড়ায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামী কাল (বা ভবিষ্যতে) সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মরবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত" (সূরা লোকমান ঃ ৩৪)।

٦٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ صَالِحٍ اَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِىُّ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُوْسَى الرِّضَا عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ قَالَ اَبُوْ الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هٰذَا الْاِسْنَادُ عَلٰى مَجْنُوْنٍ لَبَرَاَ .

৬৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমান হলো ঃ অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং দীনের রোকনসমূহের (অপরিহার্য বিধানসমূহ) বাস্তবায়ন। আবুস সালত (র) বলেন, এ সনদ কোন পাগলের নিকট পাঠ করা হলে সেও নিরাময় লাভ করবে।

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ (اَوْ قَالَ لِجَارِهِ) مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ (পূর্ণ) মুমিন হবে না, যাবত না সে তার ভাইয়ের জন্য (বা তার প্রতিবেশীর জন্য) তাই পছন্দ করবে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

৬৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের কারো কাছে তার সন্তান-সন্তুতি, তার পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত সে (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না।

٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ঈমানদার না

হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় নির্দেশ করবো না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে মহব্বত করবে? তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ .

৬৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া গর্হিত কাজ এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী।

٧٠-حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ ابْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْاِخْلَاصِ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَقَامِ الصَّلَاةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللّٰهُ عَنْهُ رَاضٍ . قَالَ اَنَسٌ وَهُوَ دِيْنُ اللّٰهِ الَّذِيْ جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوْهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْاَحَادِيْثِ وَاخْتِلَافِ الْاَهْوَاءِ . وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فِيْ اٰخِرِ مَا نَزَلَ يَقُوْلُ اللّٰهُ فَاِنْ تَابُوْا قَالَ خَلْعُ الْاَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ . وَقَالَ فِيْ اٰيَةٍ اُخْرٰى فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠাবান অবস্থায়, তাঁর ইবাদতরত অবস্থায় যাঁর কোন শরীক নাই, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট।

আনাস (রা) বলেন, এটা হলো আল্লাহ্‌র সেই দীন, যা নিয়ে রাসূলগণ এসেছেন এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তা মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন ফেতনা-ফাসাদ এবং মনগড়া মতবিরোধ সৃষ্টির পূর্বেই। এর সমর্থন রয়েছে কুরআনের শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াতে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন (অনুবাদ) ঃ "যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়" (সূরা তওবা ঃ ৫)। আনাস (রা) বলেন, তারা তওবা করার পর

মূর্তিগুলো ও সেগুলোর পূজা ত্যাগ করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, (অনুবাদ) ঃ "যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই" (সূরা তওবা ঃ ১১)।

٧٠(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسَى الْعَبْسِيُّ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ مِثْلَهُ .

৭০ (ক)। আবু হাতিম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা আবসী-আবু জাফর রাযী-রবী ইবনে আনাস (রা) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٧١-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا اَبُو النَّضْرِ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ .

৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়।

٧٢-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَهْرَامٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ .

৭২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়।

٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الرَّازِيُّ اَنبَاَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ ثَنَا نَزَارُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهِ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِىْ لَيْسَ لَهُمَا فِى الْاِسْلاَمِ نَصِيْبٌ اَهْلُ الْاِرْجَاءِ وَاَهْلُ الْقَدَرِ .

৭৩। ইবনে আব্বাস ও জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের দুই শ্রেণীর লোকের ইসলামে কোন অংশ নেই—মুরজিয়া সম্প্রদায় ও কাদারিয়া সম্প্রদায়।

٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ الْبُخَارِىُّ سَعِيْدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ الْاِيْمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ .

৭৪। আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে।

٧٥-حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ الْبُخَارِىُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ اَظُنُّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ الْاِيْمَانَ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ .

৭৫। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابٌ فِى الْقَدْرِ

তাকদীর (ভাগ্যলিপি) সম্পর্কে।

٧٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ اَنَّهُ يُجْمَعُ خَلْقُ اَحَدِكُمْ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُوْلُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِىٌّ اُمْ سَعِيْدٌ فَوَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ

لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا .

৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত : তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি কার্যক্রম এভাবে অগ্রসর হয় যে, তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শুক্ররূপে) জমা রাখা হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে তা জমাট রক্ত পিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর অনুরূপ সময়ে তা মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠান। তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব তিনি (আল্লাহ) বলেন, তার কার্যকলাপ, তার আয়ুষ্কাল, তার রিযিক এবং সে দুর্ভাগা না ভাগ্যবান তা লিখে দাও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমাদের কেউ অবশ্যই বেহেশতীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও বেহেশতের মাঝে মাত্র এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে দোযখীদের কাজ করে, ফলে সে দোযখে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ অবশ্যই দোযখীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও দোযখের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে বেহেশতীদের কাজ করে, ফলে সে বেহেশতে প্রবেশ করে।

٧٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِىِّ عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِىِّ قَالَ وَقَعَ فِى نَفْسِى شَىْءٌ مِنْ هٰذَا الْقَدَرِ خَشِيْتُ اَنْ يُفْسِدَ عَلَىَّ دِيْنِى وَاَمْرِىْ فَاَتَيْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِىْ نَفْسِى شَىْءٌ مِنْ هٰذَا الْقَدَرِ فَخَشِيْتُ عَلَى دِيْنِىْ وَاَمْرِى فَحَدِّثْنِىْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَىْءٍ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّنْفَعَنِىْ بِهِ فَقَالَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا اَوْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِىْ سَبِيْلِ

اللّٰهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَتَعْلَمَ اَنْ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَاَنَّكَ اِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلاَ عَلَيْكَ اَنْ تَاْتِىَ اَخِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ فَتَسْاَلَهُ فَاَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ فَسَاَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ اُبَىٌّ وَقَالَ لِىْ وَلاَ عَلَيْكَ اَنْ تَاْتِىَ حُذَيْفَةَ فَاَتَيْتُ حُذَيفَةَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالاَ وَقَالَ ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْاَلْهُ فَاَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ عَذَّبَ اَهْلَ سَمَاوَاتِه وَاَهْلَ اَرْضِه لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ اَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا اَوْ مِثْلُ جَبَلِ اُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتّٰى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّه فَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَاَنَّكَ اِنْ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا دَخَلْتَ النَّارَ .

৭৭। ইবনুদ দাইলামী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বাঁধে। তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রম নষ্ট করে দেয় কিনা। তাই আমি উবাই ইবনে কাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবুল মুনযির! আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে, তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রমকে নষ্ট করে দেয় কিনা। অতএব এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আশা করি আল্লাহ্ তার দ্বারা আমার উপকার করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা উর্ধলোকের ও ইহলোকের সকলকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। তথাপি তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী নন। আর তিনি তাদেরকে দয়া করতে চাইলে তার দয়া তাদের জন্য তাদের কাজকর্মের চেয়ে কল্যাণময়। যদি তোমাদের নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ বা উহুদ পাহাড়ের মত সোনা থাকতো এবং তুমি তা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করতে থাকো, তবে তোমার সেই দান কবুল করা হবে না, যাবত না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনো। অতএব তুমি জেনে রাখো! যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা তোমার উপর আপতিত হতে কখনো ভুল হতো না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না তা ভুলেও কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তাহলে তুমি দোযখে যাবে। আমি মনে করি, তুমি আমার ভাই আবদুল্লাহ

ইবনে মাসঊদ (রা)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। (ইবনুদ দাইলামী বলেন), অতঃপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও উবাই (রা)-এর অনুরূপ বললেন। তিনি আরো বললেন, তুমি হুযাইফা (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তোমার ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি হুযাইফা (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও তাদের দুইজনের অনুরূপ বলেন। তিনি আরও বলেন, তুমি যায়েদ ইবনে সাবিত (র)-এর নিকট গিয়ে তাকেও জিজ্ঞাসা করো। অতএব আমি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা ঊর্ধলোক ও ইহলোকের সকল অধিবাসীকে শাস্তি দিতে চাইলে অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারবেন এবং তিনি তাদের প্রতি যুলুমকারী নন। আর তিনি তাদের প্রতি দয়া করতে চাইলে তাঁর দয়া তাদের সমস্ত সৎ কাজের চাইতেও তাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। তোমার নিকট উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকলেও এবং তুমি তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলেও তিনি তা কবুল করবেন না, যাবত না তুমি সম্পূর্ণরূপে তাকদীরের উপর ঈমান আনো। অতএব তুমি জেনে রাখো! তোমার উপর যা কিছু আপতিত হওয়ার আছে তা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা কখনো ভুলেও এড়িয়ে যেত না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না, তা তোমার উপর ভুলেও কখনো আপতিত হত না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও তাহলে তুমি দোযখে যাবে (আ, দা)।

٧٨-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَدِهِ عُوْدٌ فَنَكَتَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ لاَ اعْمَلُوْا وَلاَ تَتَّكِلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَاَ (فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى)

৭৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা কাঠ। তা দিয়ে তিনি মাটির উপর রেখা টানলেন, অতঃপর মাথা তুলে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য

বেহেশতে তার একটি আসন অথবা দোযখে তার নিকট আসন নির্ধারিত করা হয়নি। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমরা কি ভরসা করব না? তিনি বলেন ঃ না, তোমরা সৎ কাজ করতে থাকো এবং (এর উপর) ভরসা করো না। কারণ যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "সুতরাং কেউ দান করলে, মোত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে মুখাপেক্ষীহীন মনে করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পথ" (সূরা লাইল ঃ ৫-১০)।

٧٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اَحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجَزْ فَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ .

৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও এবং কখনও অক্ষমতা প্রকাশ করো না। তোমার কোন ক্ষতি হলে বলো না, যদি আমি এভাবে করতাম, বরং তুমি বল, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা "লাও" (যদি) শব্দটি শয়তানের তৎপরতার দ্বার খুলে দেয়।

٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ احْتَجَّ اٰدَمُ وَمُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُوْنَا خَيَّبْتَنَا وَاَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ يَا مُوْسٰى اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ اَتَلُوْمُنِى عَلٰى اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِىْ بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ثَلاَثًا .

৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে (আত্মার জগতে) বিতর্ক করেন। মূসা (আ) তাঁকে বলেন ঃ হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের হতাশ করেছেন এবং আপনার ভুলের মাশুল স্বরূপ আমাদেরকে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছেন। আদম (আ) তাঁকে বলেন ঃ হে মূসা! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি স্বহস্তে তোমাকে তাওরাত কিতাব লিখে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে দোষারোপ করছো, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য নির্ধারিত করেন? অতএব আদম (আ) বিতর্কে মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন। কথাটি তিনি তিনবার বলেন (মু)।

٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ .

৮১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দাহ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত মুমিন হবে না—একমাত্র আল্লাহ্র উপর ঈমান আনবে, যাঁর কোন শরীক নেই, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র রাসূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে এবং তাকদীরের ভালোমন্দে (তি)।

٨٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا طَلْحَةُ ابْنُ يَحْىَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ دُعِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى جَنَازَةِ غُلاَمٍ مِنَ الاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ طُوْبٰى لِهٰذَا عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ اَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلاَبِ اٰبَائِهِمْ .

৮২। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনসার সম্প্রদায়ের এক বালকের জানাযা পড়ার জন্য ডাকা হলো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার জন্য সুসংবাদ, সে জান্নাতের চড়ুই পাখীদের মধ্যে এক চড়ুই যে পাপ কাজ করেনি এবং তা তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেন ঃ হে

আয়েশা! এর ব্যতিক্রমও কি হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা একদল লোককে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি দোযখের জন্যও একদল সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতা তাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদের দোযখের জন্য সৃষ্টি করেছেন (মু)।

٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ اسْمَاعِيْلَ الْمَخْزُومِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُوْ قُرَيْشٍ يُخَاصِمُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَىْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ) .

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাকদীরের ব্যাপারে ঝগড়া করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে দোযখের দিকে, (সেদিন বলা হবে) দোযখ যন্ত্রণা আস্বাদন করো। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে" (সূরা আল-কামার ঃ ৪৮, ৪৯)।

٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ ثنا يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِّنَ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْاَلْ عَنْهُ

৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে তার সংগে তাকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে কিছু বলবে, কিয়ামতের দিন তাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু বলবে না তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে না।

٨٤(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمُ بْنُ يَحْىَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَحْىَ ابْنُ عُثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮৪ (ক)। আবুল হাসান কাত্তান-হাযেম ইবনে ইয়াহ্ইয়া-আবদুল মালেক ইবনে সিনান-ইয়াহ্ইয়া ইবনে উসমান (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُوْنَ فِى الْقَدَرِ فَكَاَنَّمَا يُفْقَاُ فِىْ وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَوْ لِهٰذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُوْنَ الْقُرْاٰنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهٰذَا هَلَكَتِ الْاُمَمُ قَبْلَكُمْ . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِىْ بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِىْ بِذٰلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلُّفِىْ عَنْهُ .

৮৫। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তারা তাকদীর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিলো। ফলে রাগে তাঁর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে, যেন ডালিমের দানা তাঁর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরাও কুরআনের কতকাংশকে কতকাংশের বিরুদ্ধে পেশ করছো। এ কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ধ্বংস হয়েছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বললেন, আমি এই মজলিসে উপস্থিত না থাকায় যে লজ্জা পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন মজলিসে আমি উপস্থিত না হওয়ায় এতটা লজ্জা পাইনি।

٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ حَيَّةَ اَبُوْ جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ الْبَعِيْرَ يَكُوْنُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْاِبِلَ كُلَّهَا قَالَ ذٰلِكُمُ الْقَدَرُ فَمَنْ اَجْرَبَ الْاَوَّلَ .

৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই এবং হামাহ (পেঁচার ডাক) বলতে কিছুই নেই। তখন তার সামনে এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি মত যে, চর্মরোগে আক্রান্ত একটি উট সুস্থ উটের সংস্পর্শে এসে সকল উটকে আক্রান্ত করে? তিনি বলেনঃ এটাই তোমাদের তাকদীর। আচ্ছা প্রথম উটটিকে কে সংক্রোমিত করেছিলে?

٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ عِيسَى الْخَزَازُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ اَبِى الْمُسَاوِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوْفَةَ اَتَيْنَاهُ فِىْ نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الْكُوْفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا عَدِىَّ بْنَ حَاتِمٍ اَسْلِمْ تَسْلَمْ قُلْتُ وَمَا الاِسْلاَمُ فَقَالَ تَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَتُؤْمِنُ بِالأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا

৮৭। শাবী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদী ইবনে হাতিম (রা) কূফায় এলে আমরা কূফার একদল ফকীহ্ তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেনঃ হে আদী ইবনে হাতিম! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আমি বললাম, ইসলাম কি? তিনি বলেন ঃ তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তুমি তাকদীরের ভাল-মন্দ, স্বাদ-তিক্ততা সব কিছুর উপর ঈমান আনবে।

٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيْشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلاَةٍ .

৮৮। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্তর হলো পালকতুল, উন্মুক্ত মাঠে বাতাস তাকে যেদিকে ইচ্ছা উল্টাতে-পাল্টাতে থাকে।

٨٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِىْ يَعْلٰى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً اَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ سَيَاتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَاَتَاهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَىْءٌ اِلاَّ هِىَ كَائِنَةٌ .

৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি দাসী আছে। আমি কি তার সাথে (সঙ্গমকালে) আযল করতে পারি? তিনি বলেন ঃ তার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অবশ্যই সে লাভ করবে। পরে আবার সেই আনসারই তাঁর নিকট

এসে বলেন, দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার জন্য যা নির্ধারিত করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে?

٩٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ الاَّ الْبِرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ الاَّ الدُّعَاءُ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيْئَةٍ يَّعْمَلُهَا .

৯০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেবল সৎ কর্মই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং দোয়া ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষের অসৎ কর্মই তাকে রিযিক বঞ্চিত করে।

٩١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسلِمٍ الْخُفَافُ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْعَمَلُ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ اَمْ فِىْ اَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ قَالَ بَلْ فِيْمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

৯১। সুরাকা ইবনে জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কার্যকলাপ কি তাই যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে, না ভবিষ্যতে যা করা হবে তা? তিনি বলেন ঃ বরং তাই যা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্দিষ্ট হয়েছে। যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তা সহজসাধ্য করা হয়েছে।

٩٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَجُوْسَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْمُكَذِّبُوْنَ بِاَقْدَارِ اللّٰهِ اِنْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَاِنْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ وَاِنْ لَقِيْتُمُوْهُم فَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ .

৯২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ উম্মাতের তারাই মজুসী (অগ্নিপূজক) যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীরকে অস্বীকার করে। এরা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদের দেখতে যেও না। তারা মারা গেলে তোমরা তাদের জানাযায় হাজির হয়ো না। এদের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হলে তোমরা এদের সালাম দিও না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

اَبْوَابُ فَضَائِلِ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের মর্যাদা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ।

فَضْلُ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-র মর্যাদা।

٩٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنِّىْ اَبْرَاُ اِلَى كُلِّ خَلِيْلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً اِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ اللّٰهِ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِىْ نَفْسَهُ .

৯৩। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জেনে রাখো! আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বাক্‌রকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয় তোমাদের এই সাথী আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে (মু, তি)।

٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا نَفَعَنِىْ مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِىْ مَالُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ فَبَكَى اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ اَنَا وَمَا لِىْ اِلاَّ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ .

৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাক্‌রের ধন-সম্পদ আমার যতটুকু উপকারে এসেছে অন্য কারো ধন-সম্পদ আমার তত উপকারে আসেনি। রাবী বলেন, এ কথায় আবু বাক্‌র (রা) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ও আমার ধন-সম্পদ আপনারই, ইয়া রাসূলাল্লাহ।

٩٥-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَ

كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ لاَ تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ .

৯৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাক্‌র ও উমার নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর (সর্বকালের) সকল বয়স্ক জান্নাতীর নেতা হবে। হে আলী! তাদের জীবদ্দশায় তুমি তা তাদেরকে অবহিত করো না (আ, তি)।

٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى يَرَاهُمْ مَنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِى الْاُفُقِ مِنْ اٰفَاقِ السَّمَاءِ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَاَنْعَمَا .

৯৬। আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (বেহেশতে) উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে, তাদের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার লোকেরা দেখতে পাবে, যেমন আকাশের দিগন্তে আলোকোজ্জ্বল তারকারাজি দেখা যায়। আবু বাক্‌র ও উমার (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত, বরং তাদের মাঝে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন (দা, তি)।

٩٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلٰى لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لاَ اَدْرِيْ مَا قَدْرُ بَقَائِيْ فِيْكُمْ فَاقْتَدُوْا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ وَاَشَارَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ .

৯৭। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি জানি না আমি তোমাদের মাঝে আর কতকাল জীবিত থাকবো। অতএব আমার অবর্তমানে তোমরা আমার পরে অবশিষ্ট লোকের অনুসরণ করবে এবং (একথা বলে) তিনি আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর প্রতি ইংগিত করেন (তি)।

٩٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِىْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَمَّا

وُضِعَ عُمَرُ عَلٰى سَرِيْرِهِ اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ اَوْ قَالَ يُثْنُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِى اِلاَّ رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِىْ وَاَخَذَ بِمَنْكِبِىْ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلٰى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَّفْتُ اَحَدًا اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذٰلِكَ اَنِّىْ كُنْتُ اُكْثِرُ اَنْ اَسْمَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَكُنْتُ اَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ .

৯৮। ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ উমার (রা)-র লাশ জানাযার খাটিয়ায় রাখা হলে উপস্থিত লোকজন তার চারপাশে ভীড় করে দোয়া-কালাম ও নামায শুরু করে দেয়, তখনো নামায পড়ার জন্য লাশ উঠানো হয়নি। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তির সাথে আমার ধাক্কা লাগলো এবং তিনি আমার কাঁধ ধরলেন। আমি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)। তিনি উমার (রা)-র প্রতি করুণা প্রকাশ করে আফসোস করলেন, অতঃপর বলেন, আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই, আপনি যে নেক আমলসহ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেছেন তার তুলনা নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সাথে মিলিত করবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই বলতে শুনতাম ঃ আমি, আবু বাক্‌র ও উমার গিয়েছিলাম। আমি, আবু বাক্‌র ও উমার প্রবেশ করলাম। আমি, আবু বাক্‌র ও উমার বের হলাম। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই মহান বন্ধুর সাথে একত্র করবেন।

٩٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّىُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هٰكَذَا نُبْعَثُ .

৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর মাঝখান দিয়ে বের হয়ে চললেন, অতঃপর বললেন ঃ এভাবেই আমরা (কিয়ামতের দিন) উত্থিত হবো।

١٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِلاَّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ .

১০০। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আবু বাক্‌র ও উমার নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের নেতা হবে।

١٠١-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِىُّ قَالاَ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قِيْلَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ اَبُوْهَا .

১০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন ঃ আয়েশা। আবার বলা হলো, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন ঃ তার পিতা।

فَضْلُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

উমার (রা)-এর মর্যাদা।

١٠٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنِى الْجُرَيْرِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَقِيْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَىُّ اَصْحَابِهِ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ قَالَتْ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّهُمْ قَالَتْ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّهُمْ قَالَتْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ .

১০২। আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর কোন সাহাবী সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন? তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা)। আমি আবার বললাম, তারপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, উমার (রা)। আমি আবার বললাম, অতঃপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বলেন, আবু উবায়দা (রা)।

١٠٣-حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ خِرَاشٍ الْحَوْشَبِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدِ اسْتَبْشَرَ اَهْلُ السَّمَاءِ بِاِسْلاَمِ عُمَرَ .

১০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ! উমারের ইসলাম কবুল করার সুসংবাদে উর্ধ্ব জগতের বাসিন্দারা আনন্দিত হয়েছে।

١٠٤- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ اَنْبَاَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ مَنْ يُّصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَاَوَّلُ مَنْ يُّسَلِّمُ عَلَيْهِ وَاَوَّلُ مَنْ يَّاْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ .

১০৪। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহাসত্যবাদী সত্তা (আল্লাহ) সর্বপ্রথম উমারের সাথে মোসাহাফা করবেন, তাকে সর্বপ্রথম সালাম করবেন এবং তার হাত ধরে সর্বপ্রথম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১]

١٠٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ اَبُوْ عُبَيْدٍ الْمَدِيْنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُوْنِ حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلاَمَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً .

১০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! বিশেষভাবে উমার ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করুন।

١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ سَلِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ اَبِىْ بَكْرٍ عُمَرُ .

১. উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। দাউদ ইবনে আতা আল-মাদীনী দুর্বল রাবী, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ একমত। আল্লামা সুয়ূতী (র) ইবনে কাসীর (র)-এর বরাতে বলেন, এটি মারাত্মক পর্যায়ের মুনকার হাদীস এবং এটি মওযু (মনগড়া) হাদীস হওয়া অসম্ভব নয় (অনুবাদক)।

১০৬। আবদুল্লাহ ইবনে সালিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলেন আবু বাক্র (রা) এবং আবু বাক্র (রা)-এর পরে উত্তম লোক হলেন উমার (রা)।

١٠٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَاِذَا اَنَا بِامْرَاَةٍ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَنْبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالَتْ لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَبَكٰى عُمَرُ فَقَالَ اَعَلَيْكَ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ .

১০৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। তিনি বলেন ঃ একদা আমি স্বপ্নে নিজেকে বেহেশতের মধ্যে দেখলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, এক মহিলা একটি প্রসাদের নিকট বসে উযু করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রাসাদটি কার? মহিলা বললো, উমার (রা)-এর। তখন উমারের আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হলো এবং আমি সেখান থেকে পেছনে ফিরে এলাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, (একথা শুনে) উমার (রা) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমি আপনার উপর কিভাবে আত্মমর্যাদাবোধের প্রকাশ করতে পারি!

١٠٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ يَقُوْلُ بِهِ .

১০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চই আল্লাহ তাআলা উমারের মুখে সত্যকে স্থাপন করেছেন এবং সেই সত্যের সাহায্যে সে কথা বলে।

فَضْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

উসমান (রা)-এর মর্যাদা।

١٠٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اَبِيْ عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيْقِيْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ .

১০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে প্রত্যেক নবীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে। সেখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে উসমান ইবনে আফ্ফান।

١١٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اَبِيْ عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ هٰذَا جِبْرِيْلُ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ زَوَّجَكَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ عَلٰى مِثْلِ صُحْبَتِهَا .

১১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দরজায় উসমান (রা)-এর সাক্ষাত পেয়ে বলেন ঃ হে উসমান! এই যে, জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে উম্মু কুলসূমের বিবাহ দিয়েছেন এবং তার মোহরও রুকাইয়ার মোহরের সমান।

١١١-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَاْسُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدٰى فَوَثَبْتُ فَاَخَذْتُ بِضَبْعَيِ عُثْمَانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ هٰذَا قَالَ هٰذَا .

১১১। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অচিরেই সংঘটিতব্য একটি বিপর্যয়ের উল্লেখ করেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি মাথা নিচু করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন এ ব্যক্তি সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমি দ্রুত হেঁটে গিয়ে তার দুই কাঁধে হাত রাখতেই দেখলাম যে, তিনি উসমান (রা)। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে বললাম, ইনিই কি সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন ঃ ইনিই সেই ব্যক্তি।

١١٢-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ ابْنِ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عُثْمَانُ اِنْ وَلاَّكَ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ يَوْمًا فَاَرَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصَكَ الَّذِيْ قَمَّصَكَ اللّٰهُ فَلاَ تَخْلَعْهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ النُّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكِ اَنْ تُعَلِّمِي النَّاسَ بِهٰذَا قَالَتْ اُنْسِيْتُهُ .

১১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে উসমান! তোমাকে আল্লাহ তাআলা একদিন এই কাজের (খিলাফতের) দায়িত্বশীল করবেন। মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ প্রদত্ত তোমার এই জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে চাইবে। তুমি কখনও তা খুলবে না। তিনি এ কথা তিনবার বলেন। নোমান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, (বিদ্রোহ চলাকালে) জনসম্মুখে এই হাদীস বর্ণনা করতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে? তিনি বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى مَرَضِهِ وَدِدْتُ اَنَّ عِنْدِىْ بَعْضَ اَصْحَابِىْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَدْعُوْ لَكَ اَبَا بَكْرٍ فَسَكَتَ قُلْنَا اَلاَ نَدْعُوْ لَكَ عُمَرَ فَسَكَتَ قُلْنَا اَلاَ نَدْعُوْ لَكَ عُثْمَانَ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ فَخَلاَ بِهِ فَجَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يُكَلِّمُهُ وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ قَالَ قَيْسُ فَحَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَهْلَةَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَىَّ عَهْدًا فَاَنَا صَابِرُ اِلَيْهِ . وَقَالَ عَلِىُّ فِى حَدِيْثِهِ وَاَنَا صَابِرُ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسُ فَكَانُوْا يَرَوْنَهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ .

১১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রোগশয্যায় বললেন ঃ আমি আশা করি যে, এ সময় আমার কোন সাহাবী আমার নিকট উপস্থিত থাকুক। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার কাছে আবু বাক্‌রকে ডেকে আনবো? তিনি নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার কাছে উমারকে ডেকে আনবো? তিনি এবারও নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার নিকট উসমানকে ডেকে আনবো? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর উসমান (রা) এলেন। তিনি তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন। উসমান (রা)-এর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কায়েস (র) বলেন, আমার নিকট উসমানের মুক্তদাস আবু সাহ্‌লা (র) বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে আফফান (রা) নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র) তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, উসমান (রা) বলেছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। কায়েস (র) বলেন, সাহাবীদের মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর একান্ত আলাপ।

فَضْلُ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর মর্যাদা।

١١٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهِدَ اِلَيَّ النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ ﷺ اَنَّهُ لَا يُحِبُّنِيْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُنِيْ اِلاَّ مُنَافِقٌ .

১১৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অবগত করলেন যে, মুমিন ব্যক্তিরাই আমাকে ভালোবাসবে এবং মোনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।

١١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ اَلاَ تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى .

১১৫। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেন ঃ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তুমি এরূপ স্থানের অধিকারী যেরূপ মূসা (আ)-এর নিকট হারূন (আ)-এর স্থান (মর্যাদা)?

١١٦-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَخْبَرَنِيْ حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ الَّتِيْ حَجَّ فَنَزَلَ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَاَمَرَ الصَّلاَةَ جَامِعَةً فَاَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ اَلَسْتُ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَلَسْتُ اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَهٰذَا وَلِيُّ مَنْ اَنَا مَوْلاَهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاَهُ اَللّٰهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ .

১১৬। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে এক

স্থানে অবতরণ করেন, অতঃপর নামাযের জামায়াতে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আলী (রা)-র হাত ধরে বলেন ঃ আমি কি মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের চাইতে অধিক ঘনিষ্টতর নই?[২] তারা বলেন, হাঁ অবশ্যই। তিনি আবার বলেন ঃ আমি কি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তার নিজের চাইতে অধিক ঘনিষ্টতর নই? তারা বলেন, হাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন ঃ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে আপনি তাকে ভালোবাসুন। হে আল্লাহ! যে তার সাথে শত্রুতা করে আপনিও তার সাথে শত্রুতা করুন।

١١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وكِيعٌ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى ثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ اَبُوْ لَيْلٰى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِى الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِى الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ انَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ الَىَّ وَاَنَا اَلْمَدُ اَرْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّى اَرْمَدُ الْعَيْنِ فَتَفَلَ فِى عَيْنَىَّ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلاَ بَرْدًا بَعْدَ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ لَاَبْعَثَنَّ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ الٰى عَلِيٍّ فَاَعْطَاهَا اِيَّاهُ ـ

১১৭। আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাইলা (র) আলী (রা)-এর সাথে নৈশ আলাপ করতেন। আলী (রা) শীতকালে গ্রীষ্মকালীন পোশাক এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন পোশাক পরিধান করতেন। আমরা বললাম, আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করতেন! তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ চলাকালে আমাকে ডেকে পাঠান। তখন আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত। তিনি তাঁর মুখের লালা আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ্! তার থেকে গরম ও ঠাণ্ডা দূরীভূত করে দাও। তিনি বলেন, সেদিন থেকে আমি না গরম অনুভব করছি, না ঠাণ্ডা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় আমি এমন এক ব্যক্তিকে অভিযানে পাঠাবো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন এবং সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীও নয়। লোকদের এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো। তিনি আলী (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং তাকেই (সেনাবাহিনীর) পতাকা দান করেন।

২. সূরা আহ্যাবের ৬ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত (অনুবাদক)।

١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اَلْمُعَلّٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا .

১১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের নেতা এবং তাদের পিতা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

١١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلِيٌّ مِنِّيْ وَاَنَا مِنْهُ وَلاَ يُؤَدِّىْ عَنِّيْ اِلاَّ عَلِيٌّ .

১১৯। হুবশী ইবনে জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আলী আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। আলীই আমার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

١٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الرَّازِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَاَخُوْ رَسُوْلِهِ ﷺ وَاَنَا الصِّدِّيْقُ الاَكْبَرُ لاَ يَقُوْلُهَا بَعْدِىْ اِلاَّ كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ .

১২০। আব্বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই। আমি পরম সত্যবাদী। আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীই এই (খেতাব) দাবি করবে। আমি লোকদের সাত বছর পূর্বেই নামায পড়েছি।

١٢١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا مُوْسٰى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ هُوَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِيْ بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوْا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُوْلُ هٰذَا

لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى اِلاَّ اَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

১২১। সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) একবার হজ্জ করতে আসেন। সাদ (রা) তার নিকট উপস্থিত হলে লোকেরা আলী (রা) সম্পর্কে (অশোভন) উক্তি করে। এতে সাদ (রা) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে কটূক্তি করলে যার সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি ঃ তুমি আমার কাছে ঐরূপ যেরূপ ছিলেন হারূন (আ) মূসা (আ)-এর নিকট। তবে আমার পরে কোন নবী নেই। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো বলতে শুনেছি ঃ আজ (খায়বার যুদ্ধের দিন) আমি অবশ্যই এমন ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) পতাকা অর্পণ করবো, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে।

فَضْلُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-র মর্যাদা।

١٢٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثَلاَثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَاِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ .

১২২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কে আমাদের নিকট (কাফের) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবাইর (রা) বলেন, আমি। তিনি পুনরায় বলেন, কে আমাদের নিকট (কাফের) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবাইর (রা) বলেন, আমি। এভাবে তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (জানবাজ সহচর) ছিল, আমার হাওয়ারী হলো যুবাইর।

١٢٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ .

১২৩। যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন তাঁর পিতামাতাকে আমার জন্য একত্র (উল্লেখ) করেন।

١٢٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَهُدَيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ يَا عُرْوَةُ كَانَ اَبَوَاكَ مِنَ (الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ) اَبُوْ بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ .

১২৪। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, হে উরওয়া! তোমার দুইজন পিতৃপুরুষ সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "যারা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৭২)। অর্থাৎ আবু বাক্র ও যুবাইর (রা)।

فَضْلُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা)-র মর্যাদা।

١٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِيُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الصَّلْتُ الْاَزْدِيُّ ثَنَا اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَهِيْدٌ يَمْشِيْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ .

১২৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তাল্হা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন ঃ একজন শহীদ যমীনের বুকে বিচরণ করছে।

١٢٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِيْ اِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى طَلْحَةَ فَقَالَ هٰذَا مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ .

১২৬। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহা (রা)-র দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا اِسْحَاقُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كُنَّ عِنْدَ مُعَارِيَةَ فَقَالَ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ .

১২৭। মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুআবিয়া (রা)-র নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে, তালহা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

١٢٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلاًّ وَقَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ .

১২৮। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তালহা (রা)-র কর্তিত হাত দেখেছি, যা দ্বারা তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (প্রতি আক্রমণ) প্রতিহত করেছিলেন।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র মর্যাদা।

١٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ اَبَوَيْهِ لِاَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَاِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ اُحُدٍ اِرْمِ سَعْدُ فَدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ .

১২৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদ ইবনে মালেক ব্যতীত অপর কারো জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উল্লেখ করতে দেখিনি। তিনি উহুদের যুদ্ধ চলাকালে তাকে বলেন, হে সাদ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।

١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَّاصٍ يَقُوْلُ لَقَدْ جَمَعَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ اَبَوَيْهِ فَقَالَ اِرْمِ سَعْدُ فَدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ .

১৩০। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের

দিন যুদ্ধ চলাকালে আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করেছেন। তিনি বলেন ঃ হে সাদ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।

١٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ادْرِيْسَ وَخَالِيْ يَعْلٰى وَوَكِيْعٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ اِنِّيْ لِاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১৩১। কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমিই আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর বর্ষণকারী প্রথম আরব।

١٣٢- حَدَّثَنَا مَسْرُوْقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ اَبِي زَائِدَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّيْ لَثُلُثُ الْاِسْلَامِ .

১৩২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) বলেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাত দিন যাবত গোপন রাখি। আমি ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি।

فَضَائِلُ الْعَشْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের মর্যাদা।

١٣٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنّٰى اَبُوْ الْمُثَنّٰى النَّخَعِيُّ عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ نُفَيْلٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَاشِرُ عَشْرَةٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي الْجَنَّةِ فَقِيْلَ لَهُ مَنِ التَّاسِعُ قَالَ اَنَا ـ

১৩৩। রিবাহ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ ব্যক্তির মধ্যে দশমজন। তিনি বলেন ঃ আবু বাকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উসমান

জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, সাদ জান্নাতী ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী। সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আমি।

١٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اثْبُتْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ الاَّ نَبِىٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدٌ وَعَدَّهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَابْنُ عَوْفٍ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ .

১৩৪। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেই যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে হেরা (পর্বত)! স্থির হও। কেননা তোমার উপর একজন নবী, একজন পরম সত্যবাদী ও একজন শহীদ রয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নাম ধরে গণনা করেন ঃ আবু বাক্‌র, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর, সাদ, ইবনে আওফ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ।

فَضْلُ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-র মর্যাদা।

١٣٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَهْلِ نَجْرَانَ سَاَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلاً اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ .

১৩৫। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানা বাসীদের বলেন ঃ আমি অচিরেই তোমাদের সাথে একজন আমানতদার (বিশ্বস্ত) লোক পাঠাচ্ছি, যে সত্যিকারের আমানতদার (বিশ্বস্ত)। (রাবী বলেন), লোকেরা এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করছিল। অতঃপর তিনি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে পাঠান।

١٣٦-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِاَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ هٰذَا اَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ .

১৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে বললেন ঃ এই ব্যক্তি হলো এই উম্মাতের আমানতদার (পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি)।

فَضْلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র মর্যাদা।

١٣٧-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا اَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ لَاَسْتَخْلَفْتُ ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ .

১৩৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি পরামর্শ না করেই কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতাম, তাহলে ইবনে উম্মে আব্দকেই খলীফা নিযুক্ত করতাম।

١٣٨-حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْرَاَ الْقُرْاٰنَ غَضًّا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَقْرَاْهُ عَلٰى قِرَاءَةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ.

১৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র ও উমার (রা) তাকে সুসংবাদ দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনে উম্মে আব্‌দ-এর পাঠ মোতাবেক তিলাওয়াত করে।

١٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْنُكَ عَلَىَّ اَنْ تُرْفَعَ الْحِجَابُ وَاَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِى حَتّٰى اَنْهَاكَ .

১৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তোমার জন্য পর্দা (বাধা) তুলে নেয়া হয়েছে। তাই তুমি আমার নিকট এসে আমার গোপন কথা শুনতে পারো, যাবত না আমি তোমাকে নিষেধ করি।

فَضْلُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা)-র মর্যাদা।

١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا نَلْقِى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَقْطَعُوْنَ حَدِيْثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُوْنَ فَاِذَا رَاَوُا الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ قَطَعُوْا حَدِيْثَهُمْ وَاللّٰهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يُحِبَّهُمْ لِلّٰهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّىْ .

১৪০। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকদের সমাবেশে তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে তাদের সাথে সাক্ষাত করলে তারা তাদের আলোচনা বন্ধ করে দিত। আমরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন ঃ লোকদের কী হলো যে, তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে আমার আহ্‌লে বাইতের কোন লোককে দেখলে তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়? আল্লাহ্‌র শপথ! কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে তাদের আত্মীয় সম্পর্কের কারণে তাদেরকে ভালোবাসবে।

١٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ كَثِيْرِ ابْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اتَّخَذَنِىْ خَلِيْلاً كَمَا اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً فَمَنْزِلِىْ وَمَنْزِلُ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيْلَيْنِ .

১৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রিয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইবরাহীম (আ)-কে তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমি ও ইবরাহীম (আ) সামনাসামনি আসনে উপবিষ্ট থাকবো এবং আব্বাস (রা) আমাদের দুইজনের মাঝে একজন মুমিন হিসাবে অবস্থান করবেন।

فَضْلُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَىْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

হাসান ও হুসাইন (রা)-র মর্যাদা।

١٤٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهُ فَاَحِبَّهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ وَضَمَّهُ اِلٰى صَدْرِهِ

১৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান (রা) সম্পর্কে বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি অবশ্যই হাসানকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যারা তাকে ভালোবাসে আপনি তাদেরও ভালোবাসুন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন।

١٤٣- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى عَوْفٍ اَبِى الْجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِى .

১৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে।

١٤٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثنا يَحْىَ بْنُ سَلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ رَاشِدٍ اَنَّ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلٰى طَعَامٍ دُعُوْا لَهُ فَاِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِى السِّكَّةِ قَالَ

فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الغُلاَمُ يَفِرُّ هُهُنَا وَههُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهُ فَجَعَلَ احْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِه وَالأُخْرٰى فِى فَاسِ رَاسِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ حُسَيْنٌ مِنِّى وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ اْلاَسْبَاطِ .

১৪৪। সাঈদ ইবনে আবু রাশেদ (র) থেকে বর্ণিত। ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁকে প্রদত্ত এক আহারের দাওয়াতে রওনা হন। তখন হুসাইন (রা) গলির মধ্যে খেলাধূলা করছিলেন। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দুই হাত বিস্তার করে দিলেন। বালকটি এদিক ওদিক পালাতে থাকলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হাসাতে হাসাতে ধরে ফেলেন। এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথার তালুতে রাখলেন, অতঃপর তাকে চুমা দিলেন এবং বললেন ঃ হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন।

١٤٤(١)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ .

১৪৪ (ক)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ-ওয়াকী-সুফিয়ান (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ وَعَلِيُّ بنُ الْمُنْذِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ ثَنَا اَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ .

১৪৫। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ যারা তোমাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবে, আমিও তাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবো এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো।

فَضْلُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র মর্যাদা।

١٤٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَاذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ .

১৪৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। আম্মার ইব্‌নে ইয়াসির (রা) প্রবেশানুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। এই পাক ও পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম।

١٤٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَثَّامُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ دَخَلَ عَمَّارٌ عَلٰى عَلِيِّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُلِئَ عَمَّارٌ اِيْمَانًا اِلٰى مُشَاشِهِ .

১৪৭। হানী ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার (রা) আলী (রা)-র নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন, এই পাক-পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আম্মার এমন একটি পাত্র যার গলা পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর।

١٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالاَ جَمِيْعًا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمَّارٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ اَمْرَانِ اِلاَّ اخْتَارَ الْاَرْشَدَ مِنْهُمَا .

১৪৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আম্মার এমন ব্যক্তি, যাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে অধিকতর হেদায়াতপূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করে।

فَضْلُ سَلْمَانَ وَاَبِىْ ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

সালমান, আবু যার ও মিকদাদ (রা)-র মর্যাদা।

١٤٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ رَبِيْعَةَ الاِيَادِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِحُبِّ اَرْبَعَةٍ وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ عَلِىٌّ مِنْهُمْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثًا وَاَبُوْ ذَرٍّ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ .

১৪৯। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনিও তাদের ভালোবাসেন। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? তিনি বলেন ঃ আলী তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (অপর তিনজন) আবু যার, সালমান ও মিকদাদ।

١٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ اَظْهَرَ اِسْلاَمَهُ سَبْعَةٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَاُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ وَالْمِقْدَادُ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنَعَهُ اللّٰهُ بِعَمِّهِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَمَّا اَبُوْ بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللّٰهُ بِقَوْمِهِ وَاَمَّا سَائِرُهُمْ فَاَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ وَاَلْبَسُوْهُمْ اَدْرَاعَ الْحَدِيْدِ وَصَهَرُوْهُمْ فِى الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَقَدْ وَاَتَاهُمْ عَلٰى مَا اَرَادُوْا اِلاَّ بِلاَلاً فَاِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِى اللّٰهِ وَهَانَ عَلٰى قَوْمِهِ فَاَخَذُوْهُ فَاَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوْا يَطُوْفُوْنَ بِهِ فِى شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَيَقُوْلُ اَحَدٌ اَحَدٌ .

১৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সাত ব্যক্তি তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তারা হলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা), আম্মার (রা), তার মাতা সুমাইয়্যা (রা), সুহাইব (রা), বিলাল (রা) ও মিকদাদ (রা)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা

আবু বাক্‌র (রা)-র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন তার স্বগোত্রীয়দের দ্বারা। অবশিষ্ট সকলকে মুশরিকরা আটক করে। তারা তাদেরকে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে প্রখর রোদের মাঝে চীৎ করে শুইয়ে দিত। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে স্বকিারোক্তি করায়নি। কেবল বিলাল (রা) নিজেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় অপমানিত করেন এবং লোকেরাও তাকে অপমানিত করে। তারা তাকে আটক করে বালকদের হাতে তুলে দেয়। তারা তাকে নিয়ে মক্কার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং তিনি শুধু আহাদ আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলতেন।

١٥١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُؤْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اُلْخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لِىْ وَلِبِلاَلٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اِلاَّ مَا وَارٰى اِبِطُ بِلاَلٍ .

১৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্‌র পথে আমাকে যতটা নির্যাতন করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ নির্যাতন করা হয়নি এবং আমাকে আল্লাহ্‌র পথে যতটা ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আমার ও বিলালের উপর দিয়ে তিন তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের নিচে দাবিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া এমন কোন খাদ্য ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে।

فَضَائِلُ بِلاَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

বিলাল (রা)-র মর্যাদা।

١٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ اَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلاَلَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ (بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ خَيْرُ بِلاَلٍ) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ لاَ بَلْ (بِلاَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ خَيْرُ بِلاَلٍ) .

১৫২। সালিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক কবি বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র প্রশংসা করে বলেন ঃ বিলাল ইবনে আবদুল্লাহ হলেন সর্বোত্তম বিলাল। তখন ইবনে উমার (রা) বলেন, তুমি মিথ্যা বলছো। না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিলালই হলেন সর্বোত্তম বিলাল।

فَضَائِلُ خَبَّابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

খাব্বাব (রা)-র মর্যাদা।

١٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْ لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ جَاءَ خَبَّابٌ اِلٰى عُمَرَ فَقَالَ اُدْنُ فَمَا اَحَدٌ اَحَقُّ بِهٰذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ اِلاَّ عَمَّارٌ فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيْهِ اٰثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُوْنَ .

১৫৩। আবু লাইলা আল-কিন্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাব্বাব (রা) উমার (রা)-র নিকট এলে তিনি বলেন, কাছে এসো। তোমার চেয়ে উপযুক্ত এই মজলিসে যোগদানকারী আর কেউ নেই, আম্মার (রা) ব্যতীত। খাব্বাব (রা) তার পিঠে মুশরিকদের বিভৎস শাস্তির দাগসমূহ তাঁকে দেখাতে লাগলেন।

١٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَاَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَاَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنًا وَاَمِيْنُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ .

১৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার্দ্র ব্যক্তি আবু বাক্‌র। তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি উমার। তাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যিকার লজ্জাশীল ব্যক্তি উসমান। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ বিচারক আলী ইবনে আবু তালিব। তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের সর্বোত্তম পাঠকারী উবাই ইবনে কাব। তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি মুআয ইবনে জাবাল। তাদের মধ্যে ফারায়েয (দায়ভাগ) সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী যায়েদ ইবনে সাবিত। শোন! প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন (বিশ্বস্ত ব্যক্তি) থাকে। আর এই উম্মাতের আমীন হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

١٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ مِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ غَيْرَ اَنَّهُ يَقُوْلُ فِى حَقِّ زَيْدٍ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ -

১৫৫। আবু কিলাবা (র) থেকে ইবনে কুদামার সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে আরো আছে যে, তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের মধ্যে তিনি ফারায়েয সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

فَضْلُ اَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

আবু যার (রা)-র মর্যাদা।

١٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِي ٱلاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلاَ اَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ اَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ اَبِى ذَرٍّ .

১৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাচনিক সত্যবাদিতায় আবু যারের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে আসমান ছায়াদান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকে ধারণ করেনি (আ, তি, হা)।

فَضْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

সাদ ইবনে মুআয (রা)-র মর্যাদা।

١٥٧- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اُهْدِىَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَرَقَةٌ مِن حَرِيْرٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُوْنَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا فَقَالُوْا لَهُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا .

১৫৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক টুকরা সাদা রেশমী কাপড় উপহার দেয়া হলো। উপস্থিত লোকজন একের পর এক তা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছো! তারা তাঁকে বলেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতে সাদ ইবনে মুআযের রুমাল-এর চাইতেও উত্তম হবে (বু, মু, তি)।

١٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

১৫৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাদ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে মহান আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠেছিল।

فَضْلُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা)-র মর্যাদা।

١٥٩ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ ابْنِ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ مَا حَجَبَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِيْ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّيْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا

১৫৯। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশে আমাকে কখনো বাধা দেননি এবং তিনি যখনই আমাকে দেখেছেন আমার সামনে হেসে দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট অভিযোগ করি যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখো এবং তাকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।

فَضْلُ اَهْلِ بَدْرٍ

বদরী সাহাবীগণের মর্যাদা।

١٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهٖ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيْلُ اَوْ مَلَكٌ

اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّوْنَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيْكُمْ قَالُوْا خِيَارَنَا قَالَ كَذٰلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلاَئِكَةِ .

১৬০। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরীল (আ) অথবা একজন ফেরেশতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে আপনারা তাদের কেমন গণ্য করেন? তারা বলেন, তারা আমাদের মধ্যে উত্তম লোক। ফেরেশতা বলেন, অনুরূপভাবে তারাও আমাদের মধ্যে উত্তম ফেরেশতা (যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল)।

١٦١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا جَرِيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَمِيْعًا عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا اَدْرَكَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ .

১৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও দান-খয়রাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান-খয়রাত করার সমান মর্যাদা সম্পন্নও হবে না (আ, তি, দা, না, বু, মু)।

١٦٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نُسَيْرِ ابْنِ زُعْلُوْقٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لاَ تَسُبُّوْا اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَمَقَامُ اَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ عُمُرَهُ .

১৬২। নুসাইর ইবনে যুলূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলতেন, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের গালি দিও না। অবশ্যই তাদের কারো এক মুহূর্তের সৎকাজ তোমাদের কারো সারা জীবনের সৎকাজের চেয়েও উত্তম।

فَضْلُ الاَنْصَارِ

আনসারদের মর্যাদা।

١٦٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ الاَنْصَارَ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَ الْاَنْصَارَ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِعَدِيٍّ اَسَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اِيَّاىَ حَدَّثَ .

১৬৩। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং যে ব্যক্তি আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। শোবা (র) বলেন, আমি আদী (র)-কে বললাম, আপনি কি এটি বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই তিনি বর্ণনা করেছেন।

١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْاَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ اَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوْا وَادِيًا اَوْ شِعْبًا وَاسْتَقْبَلَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَلَوْ لاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَاً مِنَ الْاَنْصَارِ .

১৬৪। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আনসারগণ যেন দেহের আভরণ এবং অন্যরা তার উপরিভাগের (শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন) আভরণ। আনসারগণ যদি কোন গিরি সংকটে বা গিরিখাদে প্রবেশ করে এবং অন্য লোকেরা অন্য গিরিখাদে বা গিরি সংকটে প্রবেশ করে, তবে আমি আনসারদের গিরি সংকটেই যাবো। হিজরতের ঘটনা না ঘটলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

١٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِىْ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَ اللّٰهُ الْاَنْصَارَ وَاَبْنَاءَ الْاَنْصَارِ وَاَبْنَاءَ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ .

১৬৫। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা আনসারদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন এবং তাদের সন্তানদের সন্তানগণের প্রতিও দয়া পরবশ হোন।

فَضْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

ইবনে আব্বাস (রা)-র মর্যাদা।

١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبُوْ بَكْرِ بْنِ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَاوِيْلَ الْكِتَابِ .

১৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে প্রজ্ঞা ও কুরআনের তাৎপর্যজ্ঞান দান করুন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ فِيْ ذِكْرِ الْخَوَارِجِ

খারিজী প্রসঙ্গ।

١٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ اَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ اَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ وَلَوْلاَ اَنْ تَبْطَرُوْا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ اِيْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

১৬৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খারিজীদের উল্লেখ করে বলেন, তাদের মাঝে খাটো হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় সৎকাজ ছেড়ে না দিতে, তবে আমি তোমাদের নিকট সেই হাদীস বর্ণনা করতাম যাতে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের

সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। অধস্তন রাবী উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি একথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ কাবার প্রভুর শপথ! তিনি তিনবার একথা বলেন।

١٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ اَحْدَاثُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ .

১৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় ক্ষুদ্র দাঁতবিশিষ্ট ও স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। তারা মানুষকে ভালো ভালো কথা বলবে, কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুত বেগে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর দ্রুত বেগে শিকারের দিকে ছুটে যায়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাক্ষাত পাবে সে যেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য তার বিনিময় রয়েছে।

١٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ فِى الْحَرُوْرِيَّةِ شَيْئًا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُوْنَ يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ اَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِىْ نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِىْ رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِىْ قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِى الْقُذَذِ فَتَمَارٰى هَلْ يَرٰى شَيْئًا اَمْ لاَ .

১৬৯। আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বললাম, আপনি কি (খারিজী) হারূরিয়াদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তাঁকে একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করতে শুনেছি যারা হবে অত্যধিক ইবাদতকারী এবং তাদের নামায-রোযার তুলনায় তোমাদের নিকট তোমাদের নামায-রোযা খুবই নগণ্য মনে হবে।

তারা দীন থেকে দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত গতিতে চলে যায়। সে তার তীর তুলে নিয়ে তার ফলার অগ্রভাগ পরখ করবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না, অতঃপর তার তীরের (ফলা সংলগ্ন) কাঠ পরখ করে তাতেও কোন চিহ্ন দেখতে পাবে না। অতঃপর তীরের ফলা পরখ করে তাতেও কিছু দেখতে পাবে না, অতঃপর তীরে পালক পরখ করে তার সন্দেহ হবে যে, সে কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে কি না।

١٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِىْ اَوْ سَيَكُوْنُ بَعْدِىْ مِنْ اُمَّتِىْ قَوْمًا يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو اَخِى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِىِّ فَقَالَ وَاَنَا اَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এত দ্রুতবেগে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন তীর ধনুক থেকে শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়, অতঃপর তারা দীনের পথে ফিরে আসবে না। এরা হলো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনুস সামিত (র) বলেন, আমি বিষয়টি হাকাম ইবনে আমর আল-গিফারীর ভাই রাফে ইবনে আমর (রা)-র নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আমিও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

١٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَقْرَاَنَّ الْقُرْاٰنَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

১৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই আমার উম্মাতের একটি দল কুরআন পড়বে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে দ্রুত বিচ্যুত হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে **দ্রুত** শিকারের দিকে বেরিয়ে যায়।

١٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَنَائِمَ وَهُوَ فِىْ حَجْرِ بِلاَلٍ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَاِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِىْ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَتّٰى اَضْرِبَ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا فِىْ اَصْحَابٍ اَوْ اُصَيْحَابٍ لَهُ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

১৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিরানা নামক স্থানে গনীমাতের মাল ও সেনারূপা বণ্টন করছিলেন। এগুলো বিলাল (রা)-র কোলে ছিল। এক ব্যক্তি বললো, হে মুহাম্মাদ! ইনসাফ করুন। কেননা আপনি ইনসাফ করছেন না। তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমিই যদি ইনসাফ না করি, তবে আমার পরে আর কে ইনসাফ করবে? উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মোনাফিকের ঘাড় উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এমনভাবে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়।

١٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقُ الْاَزْرَقُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَوَارِجُ كِلاَبُ النَّارِ .

১৭৩। ইবনে আবু আওফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ খারিজীরা হলো জাহান্নামের কুকুর।

١٧٤-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْشَاُ نَشْءٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ اَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ مَرَّةً حَتّٰى يَخْرُجَ فِىْ عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ .

১৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ একটি দল আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। যখনই তারা আবির্ভূত হবে, তখনই তাদের হত্যা করা হবে। ইবনে উমার (রা)

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখনই এক দল আবির্ভূত হবে তখনই তাদের ধ্বংস করা হবে। এভাবে বিশের অধিক বার তা ঘটবে, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।

١٧٥- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ قَوْمٌ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اَوْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ اَوْ حُلُوْقَهُمْ سِيْمَاهُمُ التَّحْلِيْقُ اِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ اَوْ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ

১৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যমানায় এই উম্মাতের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবে না। তাদের চিহ্ন হবে মুণ্ডিত মাথা। তোমরা তাদের দেখতে পেলেই কিংবা তাদের সাক্ষাত পেলেই তাদের হত্যা করবে।

١٧٦-حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ يَقُوْلُ شَرُّ قَتْلٰى قُتِلُوْا تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتِيْلٍ مَنْ قَتَلُوْا كِلاَبُ اَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هٰؤُلاَءِ مُسْلِمِيْنَ فَصَارُوْا كُفَّارًا قُلْتُ يَا اَبَا اُمَامَةَ هٰذَا شَىْءٌ تَقُوْلُهُ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৬। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমানের নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা) এবং সর্বোত্তম নিহত তারা যারা তাদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। এরা (খারিজীরা) ছিল মুসলমান, পরে কাফির হয়ে যায়। (আবু গালিব বলেন) আমি বললাম, হে আবু উমামা! এটা কি আপনার মন্তব্য? তিনি বলেন, বরং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা বলতে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ فِيْمَا اَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ

জাহমিয়া সম্প্রদায় যা অস্বীকার করে।

١٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِىْ وَوَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِى يَعْلٰى وَوَكِيْعٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالُوْا ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ

قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَاَ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ) .

১৭৭। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ফজর ও আসরের নামাযে তোমরা পরাভূত না হতে সামর্থ্যবান হলে তাই করো (নামায কাযা করো না)। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে" (সূরা কাফ ঃ ৩৯)।

١٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عِيْسَى الرَّمْلِىُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوْا لاَ قَالَ فَكَذٰلِكَ لاَ تُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন ঃ তদ্রূপ কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রভুর দর্শন লাভে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

١٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَرٰى رَبَّنَا قَالَ تَضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيْرَةِ فِىْ غَيْرِ سَحَابٍ قُلْنَا لاَ قَالَ فَتَضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِىْ غَيْرِ سَحَابٍ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنَّكُمْ لاَ تَضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ اِلاَّ كَمَا تَضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِمَا .

১৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা কি ঠিক দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে বাধাগ্রস্ত হও? আমরা বললাম, না। তিনি আবার বলেন ঃ পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে তোমাদের চাঁদ দেখতে কি অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন ঃ ঐ দু'টি দেখতে তোমাদের যেমন কোন কষ্ট হয় না, তদ্রূপ তাঁর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।

١٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَرَى اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ فِىْ خَلْقِهِ قَالَ يَا اَبَا رَزِيْنٍ اَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاللّٰهُ اَعْظَمُ وَذٰلِكَ اٰيَةٌ فِىْ خَلْقِهِ .

১৮০। আবু রযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবো এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে এর নিদর্শন কি? তিনি বলেন ঃ হে আবু রযীন! তোমাদের প্রত্যেকে কি চাঁদকে পৃথকভাবে দেখতে পায় না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ অতীব মহান এবং এটাই হলো তাঁর সৃষ্টির মাঝে (তাঁর) নিদর্শন।

١٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوْطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَّبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا .

১৮১। আবু রযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্‌র বান্দারা (সামান্য বিপদেই) হতাশ হয় এবং (বিপদ কেটে উঠার জন্য) আল্লাহ ভিন্ন অপরের নৈকট্য অন্বেষী হয়, তখন আমাদের প্রভু তার এ আচরণে হাসেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহান প্রভু কি হাসেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। আমি বললাম, আমরা কখনো পুণ্যের কাজ ত্যাগ করবো না, যাতে আমাদের প্রভু হাসেন।

١٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ

اَبِىْ رَزِيْنٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِىْ عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ـ

১৮২। আবু রযীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের প্রতিপালক তাঁর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বে কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন ঃ মেঘমালার মধ্যে, যার নিচেও বায়ু ছিল না এবং উপরেও বায়ু ও পানি ছিল না।[১] অতঃপর পানির উপর তিনি তাঁর আরশ সৃষ্টি করেন।[১]

١٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ اِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ فِى النَّجْوٰى قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوْبِهِ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَعْرِفُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَبْلُغَ قَالَ اِنِّىْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ يُعْطٰى صَحِيْفَةَ حَسَنَاتِهِ اَوْ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ قَالَ وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيُنَادٰى عَلٰى رُءُوْسِ الْاَشْهَادِ قَالَ خَالِدٌ فِى الْاَشْهَادِ شَيْءٌ مِنِ انْقِطَاعٍ (هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ) .

১৮৩। সাফওয়ান ইবনে মুহ্‌রিয আল-মাযিনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন, হে ইবনে উমার! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একান্তে কথা বলা সম্পর্কে কিভাবে বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার প্রতিপালক প্রভুর খুব নিকটবর্তী করা হবে, এমনকি তিনি তার থেকে পর্দা সরিয়ে নিবেন, অতঃপর তার থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। তিনি বলবেন ঃ তুমি কি চিনতে পেরেছ? সে বলবে, হে প্রভু!

---

১. মূল পাঠে مَا (মা) শব্দ নফী (নেতিবাচক) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এটি "মা মাওসূলা (সংযোগ অব্যয়)-ও হতে পারে। তখন অর্থ হবে ঃ মেঘমালার মধ্যে, যার উপরেও বায়ু ছিল এবং নিচেও বায়ু ছিল (অনুবাদক)।

হাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, এমনকি আল্লাহ্র মর্জিমাফিক সে স্বীকার করতে থাকবে। তিনি বলবেন, আমি তোমার এ গুনাহসমূহ দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছি এবং আজ তোমার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার ডান হাতে তার সৎকাজের হিসাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রদান করা হবে। অপরদিকে কাফের ও মোনাফিকদেরকে উপস্থিত সকলের সামনে ডাক দিয়ে বলা হবে, "এরাই তাদের প্রতিপালক প্রভুর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। সাবধান! যালেমদের প্রতি আল্লাহ্র অভিসম্পাত" (সূরা হূদ ঃ ১৮)।

١٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِىُّ ثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمِهِمْ اِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُوْرٌ فَرَفَعُوْا رُءُوْسَهُمْ فَاِذَا الرَّبُّ قَدْ اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ (سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَبٍّ رَّحِيْمٍ) قَالَ فَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَلاَ يَلْتَفِتُوْنَ اِلٰى شَىْءٍ مِنَ النَّعِيْمِ مَا دَامُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ حَتّٰى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقٰى نُوْرُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِىْ دِيَارِهِمْ .

১৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতবাসীরা তাদের ভোগ-বিলাসে মশগুল থাকবে, এমতাবস্থায় তাদের সামনে একটি নূরের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবে। তারা তাদের মাথা তুলে দেখতে পাবে যে, তাদের মহান প্রভু তাদের উপর দিক থেকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তিনি বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসীগণ! আস্সালামু আলাইকুম (তোমাদের উপর অনন্ত শান্তি বর্ষিত হোক)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটাই হলো আল্লাহ্র বাণীর প্রমাণ (অনুবাদ) ঃ "সালাম (অনন্ত শান্তি), পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ" (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাকাবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি অপলক নেত্রে তাকাবে। জান্নাতীরা যতক্ষণ আল্লাহ্র দীদারে মশগুল থাকবে ততক্ষণ তারা অন্য কোন ভোগ-বিলাসের প্রতি ফিরেও তাকাবে না। অবশেষে তিনি তাদের দৃষ্টি থেকে অন্তর্নিহিত হবেন এবং তাঁর নূর ও বরকত তাদের জন্য তাদের আবাসে অবারিত থাকবে।

١٨٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ مِنْ عَنْ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى الاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ عَنْ اَيْسَرَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى الاَّ شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ اَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ ـ

১৮৫। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার মহান প্রভু কথা বলবেন এবং তার ও প্রভুর মধ্যখানে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার বাম দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকালে দোযখ তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। অতএব কারো দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তাই করে।

١٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا اَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى الاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ ـ

১৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুও হবে রূপার তৈরী। আরও দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুই হবে সোনার তৈরী। আদন নামক জান্নাতে জান্নাতীগণ ও তাদের বরকতময় মহান প্রভুর দীদার লাভের মাঝখানে তাঁর চেহারার উপর তাঁর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না।

١٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ (لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ) وَقَالَ اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادٰى مُنَادٍ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ اِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَوْعِدًا يُرِيْدُ اَنْ يُنْجِزَكُمُوْهُ

فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا هُوَ اَلَمْ يُثَقِّلِ اللّٰهُ مَوَازِيْنَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا اَعْطَاهُمُ اللّٰهُ شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ يَعْنِىْ اِلَيْهِ وَلاَ اَقَرَّ لاَعْيُنِهِمْ ـ

১৮৭। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক" (সূরা ইউনুস ঃ ২৬)। অতঃপর তিনি বলেন ঃ বেহেশতীরা বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করার পর এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে ঃ হে বেহেশতবাসীগণ! নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তিনি এখন পূর্ণ করবেন। তারা বলবে, তা কি? আল্লাহ তাআলা কি আমাদের (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেননি, আমাদেরকে বেহেশতে দাখিল করেননি এবং দোযখ থেকে মুক্তি দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তখন আল্লাহ তাআলা আবরণ উন্মুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তাদেরকে তার দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় ও অধিক নয়নপ্রীতিকর আর কিছু দান করেননি।

١٨٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَسِعَ سَمْعُهُ الْاَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَا فِىْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُوْ زَوْجَهَا وَمَا اَسْمَعُ مَا تَقُوْلُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا) ـ

১৮৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি সব রকমের ডাক শুনেন। এক মহিলা তার অভিযোগ নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তখন আমি ঘরের এক কোণে অবস্থানরত ছিলাম। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু আমি তার বক্তব্য শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে..." (সূরা মুজাদালা ঃ ১)।

١٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ رَحْمَتِىْ سَبَقَتْ غَضَبِىْ ـ

১৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর কুদরতী হাতে তাঁর নিজের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করেন ঃ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর অগ্রবর্তী হয়েছে।

١٩٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ وَيَحْىَ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالاَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرٍ الاَنْصَارِىُّ الْحِزَامِىُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ اَلاَ اُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللّٰهُ لِاَبِيْكَ وَقَالَ يَحْىٰ فِىْ حَدِيْثِهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَا لِىْ اَرَاكَ مُنْكَسِرًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتُشْهِدَ اَبِىْ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا قَالَ اَفَلاَ اُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِىَ اللّٰهُ بِهِ اَبَاكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا كَلَّمَ اللّٰهُ اَحَدًا قَطُّ اِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِىْ تَمَنَّ عَلَىَّ اُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِيْنِىْ فَاُقْتَلُ فِيْكَ ثَانِيَةً فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ اِنَّهُ سَبَقَ مِنِّىْ اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُوْنَ قَالَ يَا رَبِّ فَاَبْلِغْ مَنْ وَّرَائِىْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) .

১৯০। তালহা ইবনে খিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা) শহীদ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং বলেন ঃ হে জাবির! আল্লাহ তাআলা তোমার পিতা সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি কি তোমাকে তা অবহিত করবো না? ইয়াহ্ইয়া (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে জাবির! আমার কি হলো, আমি তোমাকে ভগ্ন হৃদয় দেখছি কেন? জাবির (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তিনি অনেক সন্তান ও ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিবো না যে, আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে কিভাবে সাক্ষাত করেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কখনো অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে অন্তরাল ছাড়াই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে আমার বান্দা! আমার কাছে কামনা করো, আমি তোমাকে দান করবো। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! আমাকে জীবন দান করুন,

যাতে আমি আপনার রাস্তায় পুনরায় শহীদ হতে পারি। মহান ও পবিত্র প্রতিপালক আল্লাহ বলেন ঃ আমি তো আগেই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, লোকেরা (মৃত্যুর পর) আর (পৃথিবীতে) ফিরে যাবে না। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! তাহলে আমার পশ্চাদবর্তীদের কাছে (আমার সৌভাগ্যের) এ খবর পৌঁছে দিন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৬৯)।

١٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَضْحَكُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ كِلاَهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُسْتَشْهَدُ .

১৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করার পর দু'জনই জান্নাতবাসী হবে। তাদের একজন আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তওবা কবুল করবেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে।

١٩٢- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ وَيُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ .

১৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জমীন ও আসমানকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে বলবেন ঃ আমিই রাজাধিরাজ, পৃথিবীর রাজা-বাদশারা (আজ) কোথায়?

١٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِىْ ثَوْرٍ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِيْ عِصَابَةٍ وَفِيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِه سَحَابَةٌ فَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ مَا تُسَمُّوْنَ هٰذِه قَالُوا السَّحَابَ قَالَ وَالْمُزْنُ قَالُوْا وَالْمُزْنُ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قَالُوْا وَالْعَنَانُ قَالَ كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ قَالُوْا لاَ نَدْرِى قَالَ فَانَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا امَّا وَاحِداً اَوِ اثْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَّسَبْعِيْنَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذٰلِكَ حَتّٰى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ اَعْلاَهُ وَاَسْفَلِه كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذٰلِكَ ثَمَانِيَةُ اَوْعَالٍ بَيْنَ اَظْلاَفِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلٰى ظُهُوْرِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ اَعْلاَهُ وَاَسْفَلِه كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ ثُمَّ اللّٰهُ فَوْقَ ذٰلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى .

১৯৩। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে একদল লোকের সাথে ছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথে ছিলেন। তখন একখণ্ড মেঘ তাঁকে অতিক্রম করে। তিনি মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ তোমরা এটাকে কি নামে অভিহিত করো? তারা বলেন, মেঘ। তিনি বলেন ঃ এবং মুয্ন। তারা বলেন, মুয্নও বটে। তিনি বলেন ঃ আনানও। আবু বাক্র (রা) বলেন, তারা সবাই বললেন, আনানও বটে। তিনি বলেনঃ তোমাদের ও আসমানের মাঝে তোমরা কত দূরত্ব মনে করো? তারা বলেন, আমরা অবগত নই। তিনি বলেন ঃ তোমাদের এবং আসমানের মাঝে ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এক আসমান থেকে তার উর্দ্ধের আসমানের দূরত্বও তদ্রূপ। এভাবে তিনি সাত আসমানের সংখ্যা গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম আকাশের উপরে একটি সমুদ্র আছে যার শীর্ষভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার ব্যবধান (গভীরতা) দুই আসমানের মধ্যকার দূরুত্বের সমান। তার উপর রয়েছেন আটজন ফেরেশতা, যাদের পায়ের পাতা ও হাঁটুর মধ্যকার ব্যবধান দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তাদের পিঠের উপরে আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নিচের ব্যবধান (উচ্চতা) দুই আসমানের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছেন বরকতময় মহান আল্লাহ।

١٩٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذْ قَضَى اللّٰهُ اَمْراً فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ اَجْنِحَتَهَا خِضْعَانًا لِقَوْلِه كَاَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ (فَاِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَالْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ) قَالَ

فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُوا السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا الِى مَنْ تَحْتَهُ فَرُبَّمَا اَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ اَنْ يُلْقِيَهَا الِى الَّذِىْ تَحْتَهُ فَيُلْقِيهَا عَلى لِسَانِ الْكَاهِنِ اَوِ السَّاحِرِ فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكَ حَتّى يُلْقِيَهَا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَتَصْدُقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِىْ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ .

১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা জারী করলে ফেরেশতারা বিনয়াবনত হয়ে তাদের পাখাসমূহ দোলাতে থাকেন। ফলে তা থেকে মসৃণ পাথরের উপর জিঞ্জিরের আঘাতের আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হতে থাকে। "অতঃপর তাদের অন্তরের ভীতিকর অবস্থা দূরীভূত হলে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সমুচ্চ মহান" (সূরা সাবা ঃ ২৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের পারস্পরিক আলোচনা শয়তান ওঁৎ পেতে শোনে এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকারী তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে তা পৌছে দেয়। কখনো তা নিম্নে অবস্থানকারীদের কাছে পৌছানোর পূর্বে তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। শ্রুত কথা তারা পৃথিবীতে এসে গণক অথবা যাদুকরের মুখে ঢেলে দেয়। আবার কখনো তারা কিছুই শুনতে পায় না, বরং (নিজেদের পক্ষ থেকে) তা গণক ও যাদুকরের মুখে তাদের কথার সাথে শত মিথ্যা যোগ করে ঢেলে দেয়। তাই কেবল সত্য সেটিই হয় যা তারা আসমান থেকে শোনে।

١٩٥-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ اِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ .

১৯৫। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য সঙ্গতও নয়। তিনি মীযান (তুলাদণ্ড) নীচু করেন ও উঁচু করেন। রাতের কর্মকাণ্ড দিনের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই এবং দিনের কর্মকাণ্ড রাতের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই তাঁর নিকট পৌছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা মহিমা তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সব কিছু ভস্মীভূত করে দিত।

١٩٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهَا لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ كُلَّ شَيْءٍ اَدْرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَاَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ (اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) .

১৯৬। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য শোভাও পায় না। তিনি দাঁড়িপাল্লা উঠানামা করান। তাঁর পর্দা হলো নূর। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি (বা মহিমা) মানুষের দৃষ্টিসীমার সব কিছুকে জ্বালিয়ে দিত। অধস্তন রাবী আবু উবায়দা (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "ধন্য তারা যারা আছে এই আলোর মাঝে এবং যারা আছে তার চারপাশে। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত" (সূরা নামল ঃ ৮)।

١٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَمِيْنُ اللّٰهِ مَلاَىْ لاَ يَغِيْضُهَا شَيْءٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَبِيَدِهِ الْاُخْرٰى الْمِيْزَانُ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُ قَالَ اَرَاَيْتَ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِيْ يَدَيْهِ شَيْئًا .

১৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র ডান হাত পরিপূর্ণ, কোন কিছুই তার পূর্ণতাকে হ্রাস করতে পারে না। তিনি রাত-দিন অবারিত দান করেন। তাঁর অপর হাতে রয়েছে তুলাদণ্ড। তিনি তুলাদণ্ড উঠানামা করান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির সূচনা থেকে অবাধে খরচ করছেন, তারপরও তাতে তাঁর হাতে যা আছে তার সামান্যও কমেনি।

١٩٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَعَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَاَرْضَهُ بِيَدِهِ وَقَبَضَ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْجَبَّارُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ قَالَ وَيَتَمَيَّلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ حَتّٰى نَظَرْتُ اِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ اَسْفَلَ شَيْءٍ مِنْهُ حَتّٰى اِنِّيْ اَقُوْلُ اَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৯৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) আসমান ও যমীনসমূহকে ধরে তাঁর হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে নিবেন। তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করবেন এবং সম্প্রসারিত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ আমি মহাপ্রতাপশালী। দাম্ভিকরা কোথায়? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানদিকে ও বামদিকে ঝুঁকতে থাকলেন, এমনকি আমি দেখলাম যে, মিম্বারটি নিচে থেকে আন্দোলিত হচ্ছে। আমি ভাবলাম, মিম্বারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমেত উল্টে পড়ে যাবে না তো!

١٩٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِى النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلاَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ قَلْبٍ اِلاَّ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمَانِ اِنْ شَاءَ اَقَامَهُ وَاِنْ شَاءَ اَزَاغَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ قَالَ وَالْمِيْزَانُ بِيَدِ الرَّحْمٰنِ يَرْفَعُ اَقْوَامًا وَيَخْفِضُ اٰخَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

১৯৯। আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি অন্তঃকরণ দয়াময় আল্লাহ্‌র দুই আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি চাইলে তা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তিনি চাইলে তা বক্র পথে চালিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে অন্তরসমূহের স্থিরতাদানকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দীনের উপর স্থির রাখুন"। তিনি আরো বলেন ঃ তুলাদণ্ডও দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে উন্নত করবেন এবং কোন সম্প্রদায়কে অবনত করবেন।

٢٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيَضْحَكُ اِلٰى ثَلاَثَةٍ لِلصَّفِّ فِى الصَّلاَةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّى فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ أُرَاهُ قَالَ خَلْفَ الْكَتِيْبَةِ .

২০০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তিনটি বিষয়ে হাসেন (আনন্দিত হন) ঃ নামাযের কাতারের জন্য, যে ব্যক্তি গভীর রাতে নামাযেরত থাকে এবং যে ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে দেখেও জিহাদরত থাকে।

٢٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِىُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِى الْمَوْسِمِ فَيَقُوْلُ اَلاَ رَجُلٌ يَحْمِلُنِىْ اِلٰى قَوْمِهِ فَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِىْ اَنْ اُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّىْ .

২০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে নিজেকে লোকদের সামনে পেশ করতেন এবং বলতেন ঃ কুরাইশরা আমাকে আমার প্রভুর কালাম প্রচারে বাধা দিচ্ছে। তোমাদের মাঝে এমন কে আছে, যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিরাপদে নিয়ে যাবে?

٢٠٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَزِيْرُ بْنُ صَبِيْحٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ) قَالَ مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يَّغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَخْفِضَ اٰخَرِيْنَ .

২০২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বাণী "তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত" (সূরা আর-রহমান ঃ ২৯) সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ্র কাজের মধ্যে তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন, বিপদাপদ দূর করেন, এক দলকে উন্নীত করেন এবং অপর দলকে অবনমিত করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً اَوْ سَيِّئَةً

যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থা অথবা মন্দ পন্থার প্রচলন করে।

٢٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ اَجْرُهَا وَمِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ

২০৩। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রচলন করলো এবং লোকে তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার নিজের পুরস্কার রয়েছে, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও সে পাবে, এতে তাদের পুরস্কার মোটেও হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলো এবং লোকে তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার নিজের পাপ তো আছেই, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে, তাদের সমপরিমাণ পাপও সে পাবে, এতে তাদের পাপ থেকে মোটেও হ্রাস পাবে না।

٢٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِىْ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا بَقِىَ فِى الْمَجْلِسِ رَجُلٌ اِلاَّ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ اَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ اُجُوْرِ مَنِ اسْتَنَّ بِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلاً وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِىْ اسْتَنَّ بِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ

২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সাহায্যের জন্য) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য (লোকদের) উৎসাহিত করলেন। এক ব্যক্তি বললো, আমার পক্ষ থেকে এই এই পরিমাণ। রাবী বলেন, উক্ত মজলিসে এমন কেউ অবশিষ্ট রইল না, যে কম বেশি কিছু ঐ ব্যক্তিকে দান করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হলে সে তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং যারা সেই পন্থা অনুসরণ করে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও ঐ ব্যক্তি পাবে, এতে তাদের প্রতিদানে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ পন্থার প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হলে পূর্ণ পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে এবং যারা উক্ত পন্থার অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ পাপও ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে, এতে তাদের পাপের বোঝা মোটেও হাল্কা হবে না।

٢٠٥- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اَيُّمَا دَاعٍ دَعَا اِلٰى ضَلاَلَةٍ فَاتُّبِعَ فَاِنَّ لَهُ مِثْلَ اَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَاَيُّمَا دَاعٍ دَعَا اِلٰى هُدًى فَاتُّبِعَ فَاِنَّ لَهُ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا.

২০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন আহ্বানকারী ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করলে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পাপ তার উপর বর্তাবে এবং তাতে তার অনুসরণকারীদের পাপের বোঝা মোটেও হাল্কা হবে না। আবার যে কোন ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করলে সে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং এতে তাদের সওয়াব মোটেই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।

٢٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْاً وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلاَلَةٍ فَعَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلَ اٰثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا .

২০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে ডাকে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে তার অনুসারীদের পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহ হয় এবং এতে তার অনুসারীদের পাপের বোঝা কিছুমাত্র কমবে না।

٢٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ وَمِثْلُ اُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ اَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.

২০৭। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন ভালো প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদনুসারে কাজ করা হলে তার জন্য এ কাজের পুরস্কার রয়েছে, অধিকন্তু তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কারও রয়েছে। অবশ্য তাতে তাদের পুরস্কারে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদনুযায়ী কাজ করা হলে তার জন্য এ কাজের গুনাহ রয়েছে এবং যারা তদনুসারে কাজ করবে তাদের গুনাহের সমপরিমাণ তার উপর বর্তাবে, এতে তাদের গুনাহের পরিমাণ কিছুই কমবে না।

٢٠٨-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُوْ اِلٰى شَيْئٍ اِلاَّ وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَزِمًا لِدَعْوَتِهِ مَا دَعَا اِلَيْهِ وَاِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلاً .

২০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের (মতবাদের) দিকে আহ্বান করলে কিয়ামতের দিন তাকে সেই আহ্বানসহ দাঁড় করানো হবে, সে মাত্র এক ব্যক্তিকে আহ্বান করে থাকলেও।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً قَدْ اُمِيْتَتْ

যে ব্যক্তি কোন বিলুপ্ত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করলো।

٢٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحْيَا

سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا .

২০৯। আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করলো এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমল করলো, সেও আমলকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে এবং তাতে আমলকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বিদআতের প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী আমল করা হলে তার উপর আমলকারীদের সমপরিমাণ পাপ বর্তাবে এবং তাতে আমলকারীদের পাপের বোঝা আদৌ হাল্কা হবে না।

٢١٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ اَبِيْ أُوَيْسٍ حَدَّثَنِيْ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِيْ فَاِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لاَ يَرْضَاهَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ اِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اٰثَامِ النَّاسِ شَيْئًا .

২১০। কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর) পরে বিলুপ্ত হওয়া আমার কোন সুন্নাত জীবিত করলো, সে তদনুযায়ী আমলকারীদের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে এবং তাতে আমলকারীদের সওয়াবের সামান্যও হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমন কোন বিদআতের প্রচলন করলো, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সন্তুষ্ট নন, তার উপর বিদআত অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ বর্তাবে এবং তাতে অনুসরণকারীদের পাপের পরিমাণ কিছুই হ্রাস পাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ

যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা করে এবং তা শিক্ষা দেয় তার মর্যাদা।

٢١١-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ ثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ خَيْرُكُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ اَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ .

২১১। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম ও অধিক মর্যাদাবান।

٢١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ .

২১২। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সে-ই তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান।

٢١٣- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَقْعَدَنِيْ مَقْعَدِيْ هٰذَا اُقْرِئُ .

২১৩। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম। রাবী বলেন, তিনি আমার হাত ধরে আমাকে এই স্থানে বসালেন এবং বললেন, ইনি সর্বাপেক্ষা বড় কারী।[১]

٢١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ

১. 'তিনি আমার হাত ধরে আমাকে এ স্থানে বসালেন', এখানে "তিনি" বলতে মুসআব ইবনে সাদ হতে পারেন। অর্থাৎ তিনি আসেম ইবনে বাহ্দালার হাত ধরে তাকে কুরআনের মজলিসে বসালেন। উল্লেখ্য যে, আসেম (র) হলেন একজন প্রখ্যাত কারী (অনু.)।

الْمُنَافِقِ الَّذِیْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِیْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيْحَ لَهَا .

২১৪। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ব্যক্তি কমলালেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুরতুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কুরআন তিলাওয়াতকারী মোনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি গুল্মের সাথে তুলনীয়; যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মোনাফিক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলতুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই।

٢١٥- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ اَهْلُ الْقُرْاٰنِ اَهْلُ اللّٰهِ وَخَاصَّتُهُ .

২১৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কতক লোক আল্লাহ্‌র পরিজন। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা কারা? তিনি বলেন ঃ কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ আল্লাহ্‌র পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।

٢١٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اَبِیْ عُمَرَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَرَاَ الْقُرْاٰنَ وَحَفِظَهُ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِیْ عَشَرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ .

২১৬। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা কণ্ঠস্থ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাকে তার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন যাদের সকলের জন্য দোযখ অবধারিত হয়ে গিয়েছে।

٢١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَوْدِیُّ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلٰى اَبِیْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

ﷺ تعلَّمُوا الْقُرْاٰنَ وَاقْرَاُوْهُ وَارْقُدُوْا فَانَّ مَثَلَ الْقُرْاٰنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْحُ رِيْحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلٰى مِسْكٍ .

২১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কুরআন শিক্ষা করো, তা তিলাওয়াত করো এবং তা নিয়ে রাত জাগো। কেননা কুরআন এবং যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে হলো (মুখ খোলা) মৃগনাভী পূর্ণ থলেবৎ, যার সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তা পেটে ভর্তি করে ঘুমিয়ে রাত কাটায়, সে হলো মুখ বাঁধা মৃগনাভীপূর্ণ থলেবৎ।

٢١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ اَبِى الطُّفَيْلِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلٰى مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلٰى اَهْلِ الْوَادِيْ قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ اَبْزٰى قَالَ وَمَنِ ابْنُ اَبْزٰى قَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيْنَا قَالَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ اِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ قَالَ عُمَرُ اَمَا اِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اٰخَرِيْنَ .

২১৮। নাফে ইবনে আবদুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উসফান নামক স্থানে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। উমার (রা) তাকে মক্কার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। উমার (রা) বলেন, গ্রামবাসী বেদুঈনদের জন্য তুমি কাকে প্রশাসক নিয়োগ করেছ? তিনি বলেন, আমি ইবনে আবযা (রা)-কে তাদের প্রশাসক নিয়োগ করেছি। উমার (রা) বলেন, ইবনে আবযা কে? তিনি বলেন, সে আমাদের একজন মুক্তদাস। উমার (রা) বলেন, তুমি একজন মুক্তদাসকে কেন জনগণের প্রশাসক নিয়োগ করলে? তিনি বলেন, সে তো মহান আল্লাহ্র কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলেম, ফারায়েয সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং উত্তম ফয়সালাকারী। উমার (রা) বলেন, শোন! তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের দ্বারা কতক লোককে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং কতককে অবনমিত করেন।

٢١٩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ لَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَاَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ اَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تُصَلِّيَ اَلْفَ رَكْعَةٍ .

২১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! সকালবেলা কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য এক শত রাকআত (নফল) নামায পড়ার চাইতে উত্তম। সকালবেলা জ্ঞানের কিছু অংশ শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকআত নামায পড়ার চেয়ে উত্তম, তদনুযায়ী কাজ করা হোক বা না হোক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلٰى طَلَبِ الْعِلْمِ

আলেমদের মর্যাদা এবং জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা।

٢٢٠- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ .

২২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।

٢٢١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْخَيْرُ عَادَةٌ وَّالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ .

২২১। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'কল্যাণ' হলো সুস্বভাব এবং 'মন্দ' হলো প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।

٢٢٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ اَبُوْ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ .

২২২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন ফকীহ (শরীআতের বিধানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি) শয়তানের জন্য এক হাজার ইবাদতকারীর চাইতে অধিক শক্ত।

٢٢٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ اَبِى الدَّرْدَاءِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ اَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مَدِيْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ قَالَ لاَ قَالَ وَلاَ جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لاَ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَاِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِى الْمَاءِ وَاِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ اِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ .

২২৩। কাসীর ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে আবু দারদা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবু দারদা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা থেকে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তুমি কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আসোনি তো? সে বললো, না। তিনি বলেন, অন্য কোন

উদ্দেশ্যেও তুমি আসোনি? সে বললো, না। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ অবনমিত করেন। আর জ্ঞান অন্বেষীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও। নিশ্চয় ইবাদতকারীর উপর আলেমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাদের মর্যাদার সমতুল্য। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসাবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা ওয়ারিসী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন এলেম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো।

٢٢٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ .

২২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। অপাত্রে জ্ঞান বিতরণকারী শূকরের গলায় মণি-মুক্তা ও সোনার হার পরানো ব্যক্তির সমতুল্য।

٢٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ اَبْطَاَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

২২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের পার্থিব বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করলো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার পারলৌকিক বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। কোন ব্যক্তি অপর মুসলমানের দোষ গোপন রাখলে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কষ্ট-কাঠিন্য সহজ করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার কষ্ট সহজ করে দিবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তায় রত থাকেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ এই উসীলায় তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন। যখন কোন লোকসমষ্টি আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা শিক্ষা করে, তখন ফেরেশতারা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থানকারীদের (ফেরেশতাদের) সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (পৃথিবীতে) যার সৎকর্ম কম হবে (আখেরাতে) তার বংশমর্যাদা কোন উপকারে আসবে না।

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النُّجُوْدِ عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِىَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ اُنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ اِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ اَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ .

২২৬। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আসসাল আল-মুরাদী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানার্জনের জন্য। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তিই জ্ঞানার্জনের জন্য তার ঘর থেকে রওনা হয়, তার এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ফেরেশতাগণ তাদের পাখা বিস্তার করেন।

٢٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مَسْجِدِىْ هٰذَا لَمْ يَاْتِهِ اِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اِلٰى مَتَاعِ غَيْرِهِ .

২২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষালাভের জন্য আসে, সে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তি স্থানীয়। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী স্থানীয়।

٢٢٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ عَاتِكَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعِلْمِ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ اَنْ يُرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ الْوُسْطٰى وَالَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ هٰكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيْكَانِ فِى الْاَجْرِ وَلاَ خَيْرَ فِىْ سَائِرِ النَّاسِ .

২২৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই জ্ঞান জব্দ করে নেয়ার পূর্বেই তোমরা তা ধারণ করো। তা জব্দ করার অর্থ তুলে নেয়া। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে বলেন ঃ এইভাবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিদানে সমান অংশীদার। অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কোন সৌন্দর্য ও কল্যাণ নাই।

٢٢٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ اِحْدَاهُمَا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَالْاُخْرٰى يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلٌّ عَلٰى خَيْرٍ هٰؤُلاَءِ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ فَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهُمْ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهٰؤُلاَءِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيُعَلِّمُوْنَ وَاِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ .

২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক হুজরা থেকে বের হয়ে এসে মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দু'টি সমাবেশ চলছিল। একটি সমাবেশে লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল ছিল এবং অপর সমাবেশে লোকজন শিক্ষাগ্রহণ ও

শিক্ষাদানে রত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সকলেই কল্যাণকর তৎপরতায় রত আছে। এই সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করছে। তিনি চাইলে তাদের দান করতেও পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন। অন্যদিকে এই সমাবেশের লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত আছে। আর আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি এদের সমাবেশে বসলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا

যারা জ্ঞানের প্রচার করেন।

٢٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ اَبِيْ سَلِيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ اَبِيْ هُبَيْرَةَ الاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ زَادَ فِيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلاَثٌ لاَ يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ اِخْلاَصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنُّصْحُ لاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُوْمُ جَمَاعَتِهِمْ .

২৩০। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনেছে, অতঃপর তার প্রচার করেছে, আল্লাহ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও সতেজ করুন। এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে যারা নিজেরাই জ্ঞানী নয়। আবার এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা এই বাহকদের চেয়ে অধিক সমঝদার। আলী ইবনে মুহাম্মাদ (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনটি বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন প্রতারিত না হয় ঃ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দেয়া এবং তাদের (নেক কাজের) সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

٢٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ .

২৩১। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার আল-খায়েফ নামক উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন ঃ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শোনার পর তা প্রচার করলো (বা অপরের নিকট পৌঁছে দিল)। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয়। জ্ঞানের এমন বাহকও আছে যে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

٢٣١ (الف)- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِىْ يَعْلٰى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২৩১(ক)। আলী ইবনে মুহাম্মদ-ইয়ালা-পুনরায় হিশাম ইবনে আম্মার-সাঈদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-যুহরী-মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ .

২৩২। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে একটি হাদীস শুনে তা অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন। কখনো শ্রোতার চেয়ে প্রচারক অধিকতর স্মৃতিধর হয়ে থাকে।

٢٣٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ اَمْلاَهُ عَلَيْنَا ثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَعَنْ رَجُلٍ اٰخَرَ هُوَ اَفْضَلُ فِىْ نَفْسِىْ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ اَوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ .

২৩৩। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন তাঁর ভাষণে বলেন ঃ উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌছে দেয়। এমনও হতে পারে যে, যাদের নিকট জ্ঞানের কথা পৌছানো হয় তারা শ্রোতাদের চাইতে অধিক স্মৃতিধর।

٢٣٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .

২৩৪। মুআবিয়া আল-কুশাইরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শোন! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার কথা) পৌছিয়ে দেয়।

٢٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ حَدَّثَنِىْ قُدَامَةُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارٍ مَوْلٰى ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ .

২৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌছিয়ে দেয়।

٢٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْحَلَبِىُّ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ الْمَكِّيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّىْ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرُ فَقِيْهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ .

২৩৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ সেই বান্দাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শুনে তা স্মৃতিতে ধারণ করেছে, অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তা (অন্যদের নিকট) প্রচার করেছে। কতক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয় এবং কতক জ্ঞানের বাহক যাদের নিকট তা পৌছিয়ে দেয় তারা তাদের চেয়ে অধিক সমঝদার হতে পারে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ

যেসব লোক কল্যাণের চাবিকাঠি।

٢٣٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ اَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى عَدِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى حُمَيْدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيْقَ لِلشَّرِّ وَاِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيْحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيْقَ لِلْخَيْرِ فَطُوْبٰى لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيْحَ الْخَيْرِ عَلٰى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ مَفَاتِيْحَ الشَّرِّ عَلٰى يَدَيْهِ .

২৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় কতক লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কতক লোকও আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দুই হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দুই হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন।

٢٣٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ اَبُوْ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ .

২৩৮। সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় এই কল্যাণ কোষাগারস্বরূপ এবং এই কোষাগারের রয়েছে কিছু সংখ্যক চাবি। সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী ও অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

লোকজনকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদাতার সওয়াব।

٢٣٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى الْحِيْتَانَ فِى الْبَحْرِ .

২৩৯। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আসমান ও যমীনের অধিবাসীগণ জ্ঞানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছরা পর্যন্ত।

٢٤٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ اَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِ الْعَامِلِ .

২৪০। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়, সে তদনুসারে কর্মসম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে, এতে কর্মসম্পাদনকারীর পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না।

٢٤١- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِىْ يَبْلُغُهُ اَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ .

২৪১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়, তার মধ্যে তিনটি জিনিস কল্যাণকর ঃ সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে, সদাকায়ে জারিয়া যার সওয়াব তার কাছে পৌঁছে এবং এমন জ্ঞান যা তার মৃত্যুর পরও কাজে লাগানো যায়।

٢٤١(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِىُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِىْ اَبَاهُ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৪১ (ক)। আবুল হাসান-আবু হাতেম-মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সিনান রাহাবী-তার পিতা ইয়াযীদ ইবনে সিনান-যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা–ফুলাইহ্ ইবনে সুলাইমান-যায়েদ ইবনে আসলাম-আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা-তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি...... পূর্বোক্ত (২৪১ নং) হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْزُوْقُ بْنُ اَبِى الْهُذَيْلِ حَدَّثَنِىْ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِىْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

২৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো ঃ যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসী সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে।

٢٤٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ الْمَدَنِىُّ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ اَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمُهُ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ .

২৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলমানের এলেম শিক্ষা করা, অতঃপর তা তার মুসলমান ভাইকে শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম দানরূপে গণ্য।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يُّوْطَاَ عَقِبَاهُ

যে ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে অন্যের চলাকে অপছন্দ করে।

٢٤٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَا رُئِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلاَنِ .

২৪৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো গদিতে হেলান দিয়ে আহার করতে দেখা যায়নি এবং দুইজন লোকও তার পেছনে চলতো না।

٢٤٤(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِىُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ اَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِىُّ صَاحِبُ الْقَفِيزِ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

২৪৪(ক)। আবুল হাসান বলেন, হাযেম ইবনে ইয়াহইয়া-ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবুল হাসান বলেন, ইবরাহীম ইবনে নাদর হামদানী সাহিবুল কাফীয-মূসা ইবনে ইসমাঈল-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ فِى يَوْمٍ شَدِيْدِ الحَرِّ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُوْنَ خَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ

১. এ হাদীসের রাবী হাসান বসরী (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি কিছু শুনেনি। একাধিক বিশেষজ্ঞ আলেম একথা বলেছেন (অনু.)

صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذُلِكَ فِى نَفْسِهِ فَجَلَسَ حَتّٰى قَدَّمَهُمْ اَمَامَهُ لِئَلاَّ يَقَعَ فِى نَفْسِهِ شَىْءٌ مِنَ الْكِبْرِ .

২৪৫। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক প্রচণ্ড গরমের দিনে বাকীউল গারকাদ নামক স্থানের দিকে বের হলেন। লোকেরা তাঁর পেছনে হেঁটে যাচ্ছিল। তিনি জুতার আওয়াজ শুনতে পেলে বিষয়টি তাঁর মনে অপ্রিয় লাগলো। তিনি বসে পড়লেন, যাতে লোকেরা তাঁর আগে চলে যায়, যাতে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহমিকা জাগ্রত না হয়।

٢٤٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَشٰى مَشٰى اَصْحَابُهُ اَمَامَهُ وَتَرَكُوْا ظَهْرَهُ لِلْمَلاَئِكَةِ .

২৪৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁটতেন তখন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর আগে আগে চলতেন এবং তাঁর পেছনের দিক ফেরেশতাদের জন্য ছেড়ে দিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابَ الْوُصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

জ্ঞানার্জনকারীদের উপদেশ দান।

٢٤٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِىُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ اَبِى هَارُوْنَ الْعَبْدِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَيَاتِيكُمْ اَقْوَامٌ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمْ فَقُوْلُوْا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاقْنُوْهُمْ . قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا اقْنُوْهُمْ قَالَ عَلِّمُوْهُمْ .

২৪৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অচিরেই তোমাদের নিকট এলেম শিক্ষার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদের দেখলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপদেশের সুসংবাদ জানাবে এবং তাদের তালকীন দিবে (জ্ঞানদান করবে)। আমি হাকাম (র)-কে বললাম, আমরা তাদের কি তালকীন দিব? তিনি বলেন, তাদের এলেম শিক্ষা দিবে।

٢٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلاَلٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُوْدُهُ حَتّٰى مَلأَنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَعُوْدُهُ حَتّٰى مَلأَنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى مَلأَنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ فَلَمَّا رَاٰنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ سَيَاْتِيْكُمْ اَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِىْ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ وَحَيُّوْهُم وَعَلِّمُوْهُمْ . قَالَ فَاَدْرَكْنَا وَاللّٰهِ اَقْوَامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَلاَحَيُّوْنَا وَلاَ عَلَّمُونَا اِلاَّ بَعْدَ اَنْ كُنَّا نَذْهَبُ اِلَيْهِمْ فَيَجْفُوْنَا .

২৪৮। ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ হাসান (র)-কে দেখতে গেলাম, এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিয়ে বলেন, আমরা অসুস্থ আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখতে গেলাম, এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করলাম এবং আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তখন কাত হয়ে শায়িত ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বলেন ঃ অচিরেই আমার পরে তোমাদের নিকট দলে দলে লোক আসবে জ্ঞানার্জনের জন্য। তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে, তাদের সালাম দিবে এবং এলেম শিক্ষা দিবে। অধস্তন রাবী হাসান (র) বলেন, আমরা তাদের সাক্ষাত পেয়েছি। আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাদের নিকট গেলে তারা আমাদের স্বাগত জানায়নি, আমাদের সালাম করেনি এবং আমাদের এলেম শিক্ষা দেয়নি, বরং আমরা তাদের কাছে পৌছলে তারা আমাদের উপর যুলুম করেছে।

٢٤٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَنَا اِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّهُمْ سَيَاْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ فَاِذَا جَاءُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا .

২৪৯। আবু হারূন আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ আল খুদরী (রা)-এর কাছে এলেই তিনি বলতেন ঃ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়াত অনুযায়ী স্বাগতম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেন ঃ লোকেরা অবশ্যই তোমাদের অনুগামী। অচিরেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে লোকেরা তোমাদের নিকট দীন শিক্ষার জন্য আসবে। তারা তোমাদের নিকট আসলে তোমরা তাদের ভালো কাজের উপদেশ দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الاِنْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

এলেম দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী কাজ করা।

٢٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يَسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ .

২৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দোয়া এই যে, "হে আল্লাহ! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না, এমন দোয়া থেকে যা শোনা হয় না, সেই অন্তর থেকে ভীত হয় না এবং সেই দেহ থেকে যা তৃপ্ত হয় না।

٢٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِنِيْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

২৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি যে জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছো তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আমাকে এমন জ্ঞান দান করো যা আমার উপকারে আসে, আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও এবং সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য"।

٢٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَشُرَيْحُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالاَ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ اَبِيْ طُوَالَةَ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ اِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا ٠

২৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না।

٢٥٢(١)- قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ اَنْبَاَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৫২(ক)। আবুল হাসান-আবু হাতেম-সাঈদ ইবনে মানসূর-ফুলাইহ ইবনে সুলাইমান (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٥٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ الْاَزْدِىُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ فَهُوَ فِى النَّارِ .

২৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলেমদের উপর বাহাদুরি প্রকাশের জন্য অথবা তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞানার্জন করে, সে জাহান্নামী।

٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنْبَاَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ .

২৫৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা আলেমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।

٢٥٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْكِنْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اُنَاسًا مِنْ اُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَاْتِي الْاُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ اِلَّا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَاَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا .

২৫৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার উম্মাতের কতক লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে, তারা কুরআন পড়বে এবং বলবে, আমরা শাসকদের নিকট যাবো তাদের নিকট থেকে পার্থিব স্বার্থ প্রাপ্ত হবো এবং আমাদের দীন থেকে তাদের সরিয়ে রাখবো। এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার গাছ থেকে ফল আহরণের সময় হাতে কাঁটা ফুটবেই, তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ (র) বলেন, অর্থাৎ গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।

٢٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ اَبِيْ مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ اَبِيْ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزَنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ اُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِيْنَ بِاَعْمَالِهِمْ وَاِنَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرَّاءِ اِلَى اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَزُوْرُوْنَ الْاُمَرَاءَ . قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوَرَةَ .

২৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'জুব্বুল হুযন' কি? তিনি বলেন ঃ জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চার শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বলেন ঃ যারা প্রদর্শনেচ্ছার বশবর্তী হয়ে কাজ করে সেসব কুরআন পাঠকের জন্য তা তৈরি করা হয়েছে। যে সকল

কুরআন পাঠক (বিশেষজ্ঞ) শাসক গোষ্ঠীর সাথে দেখা-সাক্ষাত করে তারা আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কারী। মুহারিবী (র) বলেন, এর দ্বারা যালেম ও অত্যাচারী শাসকদের বুঝানো হয়েছে।

٢٥٦(١)- قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِىِّ وكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ بِاِسْنَادِهِ .

২৫৬(ক)। আবুল হাসান-হাযেম ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া-আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা ও মুহাম্মাদ ইবনে নুমাইর-ইবনে নুমাইর-মুআবিয়া আন-নাসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিকাহ রাবী। তিনি এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٦(٢)-حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا اَبُو غَسَّانَ مَالِكُ ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ اَبِى مُعَاذٍ قَالَ مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ عَمَّارٌ لاَ اَدْرِىْ مُحَمَّدٌ اَوْ اَنَسُ ابْنُ سِيْرِيْنَ .

২৫৬(খ)। ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবু গাস্‌সান মালেক ইবনে ইসমাঈল-আম্মার ইবনে সাইফ-আবু মুআয-মালেক ইবনে ইসমাঈল বলেন, আম্মার (র) বলেছেন, রাবী আবু মুআযের পর রাবী মুহাম্মাদ ছিলেন নাকি আনাস ইবনে সীরীন ছিলেন তা আমি অবগত নই।

٢٥٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِىِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوْهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوْهُ لِاَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ هَمًّا وَاحِداً هَمَّ اٰخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُوْمُ فِى اَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ فِى اَىِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ .

২৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমরা যদি জ্ঞানার্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য আলেমদের সামনে রেখে দেয়, তাহলে অবশ্যই তারা নিজ যুগের জনগণের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের নিকট পেশ করেছে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য। ফলে তারা তাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তায় অর্থাৎ আখেরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অপরদিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে সে যে কোন উন্মুক্ত ময়দানে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহ্‌র কিছু যায় আসে না।

٢٥٧(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ بِاِسْنَادِهِ ـ

২৫৭(ক)। আবুল হাসান-হাযেম ইবনে ইয়াহ্ইয়া-আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-ইবনে নুমাইর-মুআবিয়া নাসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী। এরপর তিনি উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٥٨- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ وَاَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ عَنْ اَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللّٰهِ اَوْ اَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য জ্ঞানার্জন করে অথবা জ্ঞানার্জনের দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু লাভের ইচ্ছা করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নিল।

٢٥٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ ثَنَا بَشِيْرُ بْنُ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتَبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِتُمَارُوْا بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ اِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ فِى النَّارِ .

২৫৯। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আলেমগণের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য অথবা নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ তোমাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করো না। যে তাই করবে সে জাহান্নামী।

٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ اَنْبَانَا وَهْبُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ الاَسَدِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ جَدِّهٖ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُجَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهٖ وُجُوْهَ النَّاسِ اِلَيْهِ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ جَهَنَّمَ .

২৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আলেমদের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ

যে ব্যক্তি জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করে।

٢٦١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَكَمِ ثَنَا عَطَاءٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ الاَّ اُتِىَ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ .

২৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি (দীনের) জ্ঞানের কথা শিক্ষা করার পর তা গোপন করে রাখলে, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে।

٢٦١(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ اَىِ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৬১(ক)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-আবু হাতেম-আবুল ওয়ালীদ-ইমারা ইবনে যাযান (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ الْاَعْرَجِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْلاَ اٰيَتَانِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ (يَعْنِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ) شَيْئًا اَبَدًا لَوْ لاَ قَوْلُ اللّٰهِ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ.. اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَتَيْنِ) .

২৬২। আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আল-আরাজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে (কুরআন মজীদ) দু'টি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। যদি আল্লাহ্‌র এই বাণী না থাকতো (অর্থ) ঃ "আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে এরা কতই না ধৈর্যশীল" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৪-১৭৫)!

٢٦٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اَبِى السَّرِىِّ الْعَسْقَلاَنِىُّ ثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيْثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ .

২৬৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই উম্মাতের পরবর্তীকালের লোকেরা যখন তাদের পূর্ববর্তীকালের লোকদের অভিশাপ দিবে, তখন কেউ একটি হাদীস গোপন করলে, সে যেন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবকেই গোপন করলো।

٢٦٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ .

২৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি (তার জানা) জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে সে তা গোপন করলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

٢٦٥- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ وَاقِدٍ الثَّقَفِىُّ اَبُوْ اِسْحَاقَ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللّٰهُ بِهِ فِىْ اَمْرِ النَّاسِ اَمْرِ الدِّيْنِ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ .

২৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দীনের এমন জ্ঞান গোপন করে, যার দ্বারা আল্লাহ মানুষের কাজে, দীনের কাজে উপকৃত করে থাকেন, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।

٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنَا اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْكَرَابِيْسِىُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَارٍ .

২৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি তার জানা জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করলো, কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

অধ্যায় ঃ ১

كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا

(পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوْءِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

উযু ও নাপাকির গোসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ।

٢٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৭। সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন।[১]

٢٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٢٦٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

২৬৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে উযু করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٢٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالاَ ثَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْىَ بْنِ زَبَّانَ ثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ

---

১. মুদ্দ ও সা তৎকালীন আরবের প্রচলিত ওজনের এককবিশেষ। এক মুদ্দ এক সেরের অধিক এবং এক সা প্রায় চার সেরের সমান (অনুবাদক)।

بْنِ عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوْءِ مُدٌّ وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ لاَ يُجْزِئُنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَاَكْثَرُ شَعَرًا يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ .

২৭০। আকীল ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উযুতে এক মুদ্দ এবং গোসলে এক সা পানি যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বললো, আমাদের জন্য (এ পরিমাণ পানি) যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এ পরিমাণ পানি তো তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট ছিল, যাঁর মাথার চুলও বেশি অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلوٰةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবুল করেন না।

٢٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ خَتَنُ الْمُقْرِئِ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ اُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةً اِلاَّ بِطُهُوْرٍ وَلاَ يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

২৭১। উসামা ইবনে উমায়ের আল-হুযালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না।

٢٧١ (الف)-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ .

২৭১(ক)। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা-আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ও শাবাবা ইবনে সাওয়ার-শো'বা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٧٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ

بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةً اِلاَّ بِطُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

২৭২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না।[১]

٢٧٣- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا اَبُوْ زُهَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

২৭৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় অর্জিত মালের দান-খয়রাতও কবুল করেন না।

٢٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلٍ ثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ .

২৭৪। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবুল করেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ

পবিত্রতা নামাযের চাবি।

٢٧٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

---

১. গুলূল শব্দের অর্থ যুদ্ধলব্ধ মাল আত্মসাৎ করা। এখানে শব্দটি দ্বারা সার্বিকভাবে হারাম পন্থায় উপার্জিত মাল বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

২৭৫। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, তার তাকবীর হলো হারামকারী এবং তার সালাম হলো হালালকারী।[২]

٢٧٦- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ طَرِيْفٍ السَّعْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ .

২৭৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পবিত্রতা হলো নামাযের চাবি, তাকবীর হলো তার হারামকারী এবং সালাম হলো তার হালালকারী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوْءِ

উযুর হেফাজত।

٢٧٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ الاَّ مُؤْمِنٌ .

২৭৭। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের উপর) অবিচল থাকো, যদিও তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো নামায। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্নসহকারে উযু করে।

---

২. গোসল বা উযুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন না করে নামায পড়া যায় না অর্থাৎ নামায শুরু করতে হলেই পবিত্র হতে হয়। নামাযের বাইরে যেসব কাজ হালাল, তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সাথে সাথে সে সব কাজ হারাম হয়ে যায়। আবার সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সেসব কাজ হালাল হয়ে যায় (অনুবাদক)।

٢٧٨-حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ الَّا مُؤْمِنٌ .

২৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের উপর) স্থির থাকো, যদিও তোমরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো! তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো নামায। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্নসহকারে উযু করে।

٢٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ اَسِيْدٍ عَنْ اَبِىْ حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ قَالَ اسْتَقِيْمُوْا وَنِعِمَّا اِنِ اسْتَقَمْتُمْ وَخَيْرُ اَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ الَّا مُؤْمِنٌ .

২৭৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দীনের উপর স্থির থাকো। তোমরা দীনের উপর অবিচল থাকলে তা কল্যাণকর। তোমাদের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম কাজ হলো নামায পড়া। মুমিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে উযু করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

উযু ঈমানের অর্ধেক।

٢٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُوْرٍ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ اَخِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءُ الْمِيْزَانِ وَالتَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ مِلْءُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا .

২৮০। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুষ্ঠুভাবে উযু করা ঈমানের অর্ধেক। আল-হামদু লিল্লাহ (নেকীর) পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ভরে দেয়। নামায হলো নূর, যাকাত হলো দলীল, ধৈর্য হলো আলোকমালা এবং কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষের প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজকে বিক্রয় করে, এতে সে হয় তাকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ ثَوَابِ الطُّهُوْرِ

পবিত্রতা অর্জনের সওয়াব।

٢٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ .

২৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে কেবল নামায পড়ার জন্য মসজিদে রওয়ানা হলে তার মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার একধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন।

٢٨٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيْهِ وَاَنْفِهِ فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَاْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَاْسِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً .

২৮২। আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করে কুলি করলো এবং নাকে পানি পৌঁছালো, তার গুনাসমূহ তার মুখ ও নাক থেকে বের হয়ে যায়। সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করলে তার গুনাহসমূহ তার মুখমণ্ডল থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই চোখের ভ্রুর নিম্নাংশ থেকেও গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার উভয় হাত ধৌত করলে তার দুই হাত থেকে গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার মাথা মাসেহ করলে তার মাথা থেকে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দুই কান থেকেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। সে তার উভয় পা ধৌত করলে তার পদদ্বয় থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে যায়, এমনকি তার পদদ্বয়ের নখের নিম্নভাগ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। এরপর তার নামায ও তার মসজিদে যাতায়াতের সওয়াব (উল্লিখিত বিষয়ের) অতিরিক্ত।

٢٨٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا تَوَضَّاَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ فَاِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ .

২৮৩। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা যখন উযু করে এবং তার উভয় হাত ধৌত করে, তখন তার দুই হাত থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার উভয় হাত ধৌত করে এবং তার মাথা মাসেহ করে, তখন তার দুই হাত ও মাথা থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। এরপর যখন সে তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন তার পদদ্বয় থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়।

٢٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ النَّيْسَابُوْرِىُّ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ اُمَّتِكَ قَالَ غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ بُلْقٌ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ .

২৮৪। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের যেসব লোককে দেখেননি তাদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বলেন ঃ উযুর কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও তাদের উযুর অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সাহায্যে।

٢٨٤ (الف) -قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

২৮৪(ক)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-আবু হাতেম-আবুল ওয়ালিদ (র) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِيْ حُمْرَانُ مَوْلٰى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَاعِداً فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَقْعَدِى هٰذَا تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْئِيْ هٰذَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ تَغْتَرُّوْا .

২৮৫। উসমান ইবনে আফফান (রা)-র মুক্তদাস হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে এক স্থানে উপবিষ্ট দেখলাম। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উযু করলেন, অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ স্থানে বসে আমার ন্যায় উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উযুর ন্যায় উযু করবে, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ কিন্তু তোমরা তাতে আত্মতুষ্টির ধোঁকায় পড়ো না।

٢٨٥ (الف)- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِيْ حُمْرَانُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৮৫(ক)। হিশাম ইবনে আম্মার-আবদুল হামীদ ইবনে হাবীব-আওযাঈ-ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম-ঈসা ইবনে তালহা-হুমরান-উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ السِّوَاكِ

মিসওয়াক।

٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

২৮৬। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন।

٢٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

২৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٢٨٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ .

২৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে দুই দুই রাকআত করে (নফল) নামায পড়তেন এবং (নামায থেকে) অবসর হয়ে মিসওয়াক করতেন।

٢٨٩-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَسَوَّكُوْا فَاِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَ نِىْ جِبْرِيْلُ اِلاَّ اَوْصَانِىْ بِالسِّوَاكِ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُفْرَضَ عَلَىَّ وَعَلٰى اُمَّتِىْ وَلَوْ لاَ اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَاِنِّىْ لاَسْتَاكُ حَتّٰى لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اُحْفِىَ مَقَادِمَ فَمِىْ .

২৮৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা মিসওয়াক করো। কেননা মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিষ্কার করে এবং মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। আমার কাছে যখনই জিবরাঈল (আ) এসেছেন তখনই আমাকে মিসওয়াক করার উপদেশ দিয়েছেন। শেষে আমার আশঙ্কা হয় যে, তা আমার ও আমার উম্মাতের জন্য ফরয করা হবে। আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদের জন্য তা ফরয করে দিতাম। আমি এত বেশি মিসওয়াক করি যে, আমার মাড়িতে ঘা হওয়ার আশঙ্কা হয়।

٢٩٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ اَخْبِرِيْنِىْ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبْدَاُ اِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ قَالَتْ كَانَ اِذَا دَخَلَ يَبْدَاُ بِالسِّوَاكِ .

২৯০। শুরাইহ্ ইবনে হানী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার নিকট এসে প্রথমে কোন কাজটি করতেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি প্রবেশ করেই প্রথমে মিসওয়াক করতেন।

٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا بَحْرُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اِنَّ اَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْاٰنِ فَطَيِّبُوْهَا بِالسِّوَاكِ .

২৯১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মুখ হলো কুরআনের রাস্তা। অতএব তোমরা দাতন করে তা পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْفِطْرَةِ

ফিতরাতের বর্ণনা।

٢٩٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الاَظْفَارِ وَنَتْفُ الابِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

২৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফিতরাত পাঁচটি অথবা পাঁচটি জিনিস স্বভাবজাত ঃ খতনা করা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখসমূহ কাটা, বগলের পশম তুলে ফেলা এবং মোচ কাটা।

٢٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الابِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِىْ الاِسْتِنْجَاءَ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ الاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ .

২৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি জিনিস ফিতরাত বা স্বভাবজাত। মোচ কাটা, দাড়ি বাড়ানো, মিসওয়াক করা, নাকের ছিদ্র পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলের ময়লা ধুয়ে ফেলা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা ও পানি দিয়ে শৌচ করা। যাকারিয়া (র) বলেন, মুসআব (র) বলেছেন, আমি দশম জিনিসের কথা ভুলে গেছি, সেটি হয়তো কুলি করা।

٢٩٤- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ

الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَالْاِنْتِضَاحُ وَالْاِخْتِتَانُ .

২৯৪। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুলি করা, নাকের ছিদ্রপথে পানি পৌঁছানো, মিসওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলগুলো ধৌত করা, শৌচ করা, খতনা করা ইত্যাদি মানব স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

٢٩٤ (الف)- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ .

২৯৪(ক)। জাফর ইবনে আহ্মাদ ইবনে উমার-আফফান ইবনে মুসলিম-হাম্মাদ ইবনে সালামা-আলী ইবনে যায়েদ (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وُقِّتَ لَنَا قَصِّ الشَّارِبِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ اَنْ لاَ نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً .

২৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মোচ কাটা, নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা ও নখ কাটার ব্যাপারে আমাদেরকে চল্লিশ দিনের সময়সীমা বেধে দেয়া হয়েছে। আমরা যেন তা বেশি সময় ছেড়ে না দেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলবে।

٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

২৯৬। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (পায়খানায়) এইসব শয়তান উপস্থিত হয়। অতএব তোমাদের কেউ (পায়খানায়) প্রবেশকালে যেন বলে ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।

٢٩٦ (الف)-حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدَةُ قَالَ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

২৯৬(ক)। জামীল ইবনুল হাসান আতাকী-আবদুল আলা ইবনে আবদুল আলা-সাঈদ ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-(পুনরায়) হারূন ইবনে ইসহাক-আবদা-সাঈদ-কাতাদা-কাসিম ইবনে আওফ শায়বানী-যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (এ সূত্রেও উপরের) পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيْدٍ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ ثَنَا خَلاَّدُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ اَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ .

২৯৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিন ও মানুষের গোপন অংগের মাঝখানের পর্দা হলো পায়খানায় প্রবেশকালে তার 'বিসমিল্লাহ' বলা।

٢٩٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

২৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌র নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানের অশুভ চক্রান্ত থেকে পানাহ চাই।"

٢٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِىٍّ ابْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَعْجِزْ اَحَدُكُمْ اِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

২৯৯। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন একথা বলতে অপারগ না হয় ঃ “হে আল্লাহ! আমি কদর্যতা, অপবিত্রতা, কদাকার ও ক্ষতিকর বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাই”।

٢٩٩(الف)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِىْ حَدِيْثِهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ اِنَّمَا قَالَ مِنَ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

২৯৯(ক)। আবুল হাসান-আবু হাতেম-ইবনে আবু মরিয়ম (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় مِنَ الرِّجْسِ النَّجَسِ (কদর্যতা অপবিত্রতা থেকে) কথাটির উল্লেখ নাই, বরং এই বর্ণনায় مِنَ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (কদর্য কুৎসিত বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে) কথাটি উল্লেখ আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে।

٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اَبِىْ بُرْدَةَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ .

৩০০। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি"।

٣(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ النَّهْدِىُّ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ نَحْوَهُ .

৩০০(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আবু গাসসান নাহ্দী-ইসরাঈল (র) থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٠١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِىُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ .

৩০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلاَءِ وَالْخَاتَمِ فِى الْخَلاَءِ

পায়খানায় অবস্থান কালে মহান আল্লাহ্‌র যিকির করা এবং আংটি খোলা।

٣٠٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَهِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ .

৩০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করতেন।

٣٠٣- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

৩০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের আগে তার আংটি খুলে রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِى الْمُغْتَسَلِ

গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ।

٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ .

৩০৪। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহের উদ্রেক হয়।

٣٠٤(١)- قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِىَّ يَقُوْلُ اِنَّمَا هٰذَا فِى الْحَفِيْرَةِ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ فَمُغْتَسَلاَتُهُمُ الْجِصُّ وَالصَّارُوْجُ وَالْقِيْرُ فَاِذَا بَالَ فَاَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لاَ بَأْسَ بِهِ .

৩০৪(ক)। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী (র)-কে বলতে শুনেছেন, এই নির্দেশ সেই সময়ের যখন গোসলখানা কাঁচা ছিল। যেহেতু বর্তমান কালে গোসলখানা ইট ও চুনা দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, তাই যদি কেউ পেশাব করার পর সেখানে পানি ঢেলে দেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْبَوْلِ قَائِمًا

দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ।

٣٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ وَهُشَيْمٌ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا .

৩০৫। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনার নিকট পৌছে সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

٣٠٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

৩০৬। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনার নিকট পৌছে তথায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

٣٠٦(١)- قَالَ شُعْبَةُ قَالَ عَاصِمٌ يَوْمَئِذٍ وَهٰذَا الْاَعْمَشُ يَرْوِيْهِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَا حَفِظَهُ فَسَاَلْتُ عَنْهُ مَنْصُوْرًا فَحَدَّثَنِيْهِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا .

৩০৬(ক)। শোবা (র) বলেন, আসিম (র) সে সময় এই হাদীস মুগীরা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আমাশ (র) আবু ওয়াইল (র)-এর সূত্রে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আসেম তা ভুলে যান। এরপর আমি মানসূর (র)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও সেটি আবু ওয়াইল (র)-এর সূত্রে হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের ময়লা-আবর্জনার স্তূপের নিকট পৌছে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।[৩]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ فِى الْبَوْلِ قَاعِدًا

বসে পেশাব করা।

٣٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّىُّ قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ اَنَا رَاَيْتُهُ يَبُوْلُ قَاعِدًا .

---

৩. শোবা (র)-এর উদ্দেশ্য এই যে, হুযায়ফা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি যথার্থ, কিন্তু মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। এই ভুলটি করেছেন আসেম (র) (অনু.)।

৩০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না। আমি তাঁকে বসে পেশাব করতে দেখেছি।

٣٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ابْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ لاَ تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ .

৩০৮। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বলেন ঃ হে উমার! তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর থেকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

٣٠٩- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا عَدِىُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلّٰهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبُوْلَ قَائِمًا .

৩০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٣٠٩(١)- سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيْدَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىَّ يَقُوْلُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ فِىْ حَدِيْث عَائِشَةَ اَنَا رَاَيْتُهُ يَبُوْلُ قَاعِداً قَالَ الرَّجُلُ اَعْلَمُ بِهٰذَا مِنْهَا قَالَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وكَانَ مِنْ شَأنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا الاَ تَرَاهُ فِىْ حَدِيْث عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُوْلُ قَعَدَ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ .

৩০৯(ক)। ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি আহ্‌মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাখযূমীকে বলতে শুনেছি, সুফিয়ান সাওরী (র) আয়েশা (রা)-র হাদীস "আমি তাঁকে (স) বসে পেশাব করতে দেখেছি" বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি বললো, একজন পুরুষ এ ব্যাপারে তার তুলনায় অধিক

জ্ঞাত। আহমাদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তুমি কি আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (র)-র বর্ণিত হাদীসে দেখোনি, যাতে তিনি বলেছেন, "তিনি মহিলাদের মত বসেই পেশাব করেন"?

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ وَالْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ও শৌচা করা মাকরূহ।

٣١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ ابِى الْعِشْرِيْنَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ قَتَادَةَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ .

৩১০। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব করাকালে তার ডান হাত দিয়ে তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং তার ডাম হাত দিয়ে শৌচ না করে।

٣١٠(١)- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

৩১০(ক)। আবদুর রহমান ইবনে ইবরাহীম-ওয়ালীদ ইবনে মুসলিম-আওযাঈ (র) এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣١١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ مَا تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ وَلاَ مَسِسْتُ ذَكَرِىْ بِيَمِيْنِىْ مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ .

৩১১। উকবা ইবনে সাহ্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি কখনো গান গাইনি, মিথ্যা কথাও বলিনি এবং

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়আত হওয়ার পর থেকে ডান হাতে আমার লিঙ্গও স্পর্শ করিনি।

٣١٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَطَابَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ .

৩১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাতে শৌচ না করে, বরং সে যেন তার বাম হাতে শৌচ করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْىِ عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

পাথর বা ঢিলা দিয়ে শৌচ করা এবং শুকনা ও কাঁচা গোবর দিয়ে শৌচ না করা।

٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ اُعَلِّمُكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَاَمَرَ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهٰى اَنْ يَّسْتَطِيْبَ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ .

৩১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য সন্তানের পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি যে, তোমরা পায়খানায় এসে কিবলাকে সামনে রেখেও বসবে না এবং পেছনেও রাখবে না। তিনি তিনটি পাথর বা ঢিলা (শৌচকার্যে) ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি শুকনা ও কাঁচা গোবর (শৌচকার্যে) ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। উপরন্তু তিনি মানুষকে তার ডান হাত দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেন।

٣١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلٰكِنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَى الْخَلاَءَ فَقَالَ ائْتِنِىْ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ فَاَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هِيَ رِجْسٌ .

৩১৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতে (আমাকে) বলেন ঃ আমার জন্য তিনটি পাথর (ঢিলা) নিয়ে এসো। আমি তাঁর জন্য দু'টি পাথর ও একটি শুকনা গোবরের টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন এবং গোবরের টুকরাটি ফেলে দিয়ে বলেন ঃ এটি অপবিত্র।

٣١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِىْ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْاِسْتِنْجَاءِ ثَلاَثَةُ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ .

৩১৫। খুযায়মা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৌচ করা সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনটি পাথর টুকরা হতে হবে, যার সাথে কোন নাপাক জিনিস নাই।

٣١٦-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُوْنَ بِهٖ اِنِّىْ اَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ اَمَرَنَا اَنْ لاَ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلاَ نَسْتَنْجِيَ بِاَيْمَانِنَا وَلاَ نَكْتَفِيَ بِدُوْنِ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلاَ عَظْمٌ.

৩১৬। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতক মুশরিক তাকে উপহাস করে বললো, আমি তোমাদের এই সাথীকে (মুহাম্মাদ) দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা-পেশাব সম্পর্কেও। তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আমাদের

নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব না করি, ডান হাতে যেন শৌচ না করি এবং (শৌচে) তিনটি পাথরের কম যেন ব্যবহার না করি, যার সাথে পশুর গোবর ও হাড় যেন না থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

পেশাব-পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ।

٣١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ يَقُوْلُ اَنَا اَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذٰلِكَ

৩১৭। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জায্ই আয-যুবাইদী (রা) বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছে ঃ "তোমাদের কেউ যেন কিবলামুখী হয়ে পেশাব না করে" এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে লোকদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেছে।

٣١٨- حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الَّذِيْ يَذْهَبُ اِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ وَقَالَ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا .

৩১৮। আতা ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে বসো।[৪]

٣١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ اَبِيْ زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّيْنَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ اَبِيْ

৪. কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পায়খানা ও পেশাব করা মাকরূহ। দক্ষিণ অথবা উত্তরমুখী হয়ে বসতে হবে। হাদীসটি মদীনা শরীফে বর্ণিত হয়েছে বিধায় তাতে পশ্চিম বা পূর্বমুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করতে বলা হয়েছে। কারণ মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে (অনুবাদক)।

مَعْقِلٍ الْاَسَدِيِّ وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ اَوْ بِبَوْلٍ .

৩১৯। মাকিল ইবনে আবু মাকিল আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দুই কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা অথবা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢٠- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ اَنَّهُ شَهِدَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بِبَوْلٍ .

৩২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আমাদেরকে কিবলার দিকে মুখ করে পায়খানা ও পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٣٢١- قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ سَعْدٍ عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدَّوْنَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُوْ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانِىْ اَنْ اَشْرَبَ قَائِمًا وَاَنْ اَبُوْلَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

৩২১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পানীয় পান করতে এবং কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ الرُّخْصَةِ فِى ذٰلِكَ فِى الْكَنِيْفِ وَاِبَاحَتِهِ دُوْنَ الصَّحَارِيِّ

ঘরের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করার অনুমতি আছে এবং তা মুবাহ, কিন্তু খোলা স্থানে নয়।

٣٢٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ ثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَ بْنِ حَبَّانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يَقُوْلُ اُنَاسٌ اِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْاَيَّامِ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ هٰذَا حَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ هَارُوْنَ .

৩২২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, তুমি পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসো না। কিন্তু একদিন আমি আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুইটি ইটের উপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। তাঁর মুখমণ্ডল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিল। এটা হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনে হারূনের বর্ণিত হাদীস।

٣٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عِيْسَى الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ كَنِيْفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قَالَ عِيْسٰى فَقُلْتُ ذٰلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا قَوْلُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِي الصَّحْرَاءِ لاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَاَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَاِنَّ الْكَنِيْفَ لَيْسَ فِيْهِ قِبْلَةٌ اِسْتَقْبِلْ فِيْهِ حَيْثُ شِئْتَ .

৩২৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসতে দেখেছি। ঈসা (র) বলেন, আমি বিষয়টি শাবী (র)-কে বললে তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) সত্য বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা)-র উক্তি উন্মুক্ত ময়দানের বেলায় প্রযোজ্য ঃ "(পায়খানা- পেশাবে) কেউ কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং কিবলাকে পিছনেও রাখবে না"। আর ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি প্রাচীর ঘেরা পায়খানা গৃহের বেলায় প্রযোজ্য ঃ "সেখানে কোন কিবলা নাই। সেখানে তুমি যে দিকে ইচ্ছা মুখ ফিরিয়ে (পায়খানা-পেশাব) করতে পারো"।

٣٢٣(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩২৩(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা (র) এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِي الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُوْنَ اَنْ يَّسْتَقْبِلُوْا بِفُرُوْجِهِمُ الْقِبْلَةَ فَقَالَ أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوْهَا اِسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِى الْقِبْلَةَ .

৩২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যারা তাদের লজ্জাস্থানকে কিবলামুখী করতে অপছন্দ করে। তিনি বলেন ঃ আমার মনে হয় তারা এরূপ করতে শুরু করে দিয়েছে। তোমরা আমার পায়খানা কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দাও।[৫]

٣٢٤(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ مِثْلَهُ .

৩২৪(ক)। আবুল হাসান কাত্তান-ইয়াহ্ইয়া ইবনে উবাইদ-আবদুল আযীয ইবনে মুগীরা-খালিদ আল-হাজ্জা-খালিদ ইবনে আবুস সালত (র) থেকে এ সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَاَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .

৩২৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর ইনতিকালের এক বছর আগে কিবলামুখী (পায়খানা-পেশাবে) হতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

পেশাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা।

٣٢٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

---

৫. দেয়ারঘেরা পায়খানায়ও কিবলামুখী হয়ে বসা অসমীচীন এরূপ ধারণা যাতে তাদের মন থেকে দূর হয়ে যায় (অনু.)।

৩২৬। ইয়াযদাদ আল-ইয়ামনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পেশাব করার পর যেন তার লজ্জাস্থান তিনবার ঝাড়ে।

٣٢٦(١)- قَالَ اَبُوْ الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا زَمْعَةُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩২৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আলী ইবনে আবদুল আযীয-আবু নুআইম-যাম্‌আ (র) এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

যে ব্যক্তি পেশাব করার পর উযু করেনি।

٣٢٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْىَ التَّوْأَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ يَبُوْلُ فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَاءٌ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً .

৩২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করতে গেলেন এবং উমার (রা) পানি নিয়ে তাঁর পিছে পিছে গেলেন। তিনি বলেনঃ হে উমার! এটা কি? উমার বলেন, পানি। তিনি বলেন ঃ যখনই আমি পেশাব করবো তখনই আমাকে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমি তাই করলে তা সুন্নাত (বাধ্যতামূলক) হয়ে যেত।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْخَلاَءِ عَلٰى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ

যাতায়াতের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ।

٣٢٨-حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْحِمْيَرِىَّ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا

لَمْ يَسْمَعْ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوْا فَبَلَغَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَمَا يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا وَاَوْشَكَ مُعَاذٌ اَنْ يُّفْتِنَكُمْ فِى الْخَلَاءِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو اِنَّ التَّكْذِيْبَ بِحَدِيْثٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نِفَاقٌ وَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلٰى مَنْ قَالَهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ .

৩২৮। আবু সাঈদ আল-হিময়ারী (র) বলেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) এমন হাদীস বর্ণনা করতেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর সাহাবীগণ শুনেননি এবং তারা যে হাদীস শুনেছেন তা তিনি বর্ণনা করতেন না। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ হাদীস বলতে শুনিনি। মুআয (রা) যেন পায়খানা-পেশাবের ব্যাপারে তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না ফেলে। মুআয (রা) উক্ত মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা হাদীস আরোপ করা মোনাফিকী এবং তার গুনাহ মিথ্যা আরোপকারীর উপর বর্তায়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত জিনিস থেকে দূরে থাকো ঃ ব্যবহার্য পানি বা পানির উৎসে, ছায়াদার বৃক্ষতলে ও লোক চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা।

٣٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلٰى جَوَادِّ الطَّرِيْقِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَاِنَّهَا مَاْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَاِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ .

৩২৯। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাস্তার উপর রাত যাপন করা ও নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা তা (রাতে) সাপ ও হিংস্র জন্তুর যাতায়াত পথ। তোমরা রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা থেকেও বিরত থাকো। কারণ তা অভিশপ্ত আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ اَوْ يُضْرَبَ الْخَلاَءُ عَلَيْهَا اَوْ يُبَالَ فِيْهَا .

৩৩০। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলাচলের পথের উপর নামায পড়তে এবং পায়খানা-পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِى الْفَضَاءِ

পায়খানা-পেশাব করতে দূরে যাওয়া।

٣٣١-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ

৩৩১। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যেতেন।

٣٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّٰى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَتَنَحّٰى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ .

৩৩২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে এক সফরে ছিলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যান। অতঃপর ফিরে এসে তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকেন এবং উযু করেন।

٣٣٣-حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا ذَهَبَ اِلَى الْغَائِطِ اَبْعَدَ

৩৩৩। ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে যেতেন।

٣٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ الْخَطْمِىِّ (قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ

يَزِيْدَ) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ قُرَادٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِه فَاَبْعَدَ .

৩৩৪। আদবুর রহমান ইবনে আবু কুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে হজ্জ করেছি। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে চলে যেতেন।

٣٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَأْتِى الْبَرَازَ حَتّٰى يَتَغَيَّبَ فَلاَ يُرٰى .

৩৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে এতটা দূরে যেতেন যে, তাঁকে দেখা যেত না।

٣٣٦- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَثِيْرِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ اَبْعَدَ .

৩৩৬। বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে চলে যেতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ الارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা।

٣٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخَيْرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لاَكَ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ ذَاكَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْخَلاَءَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اِلاَّ كَثِيْبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ .

৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঢিলা দ্বারা শৌচ করতে চায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি তাই করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে তা (বেজোড়) করলো না তার কোন দোষ নেই। কেউ খিলাল করলে সে যেন দাঁতের ফাঁক থেকে নির্গত জিনিস বাইরে ফেলে দেয়। যার মুখ থেকে লালা বের হয়, সে যেন তা ফেলে দেয়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন আড়াল করে। এজন্য কিছু না পেলে সে যেন বালু স্তূপ করে তার দ্বারা আড়াল করে। কেননা শয়তান আদম সন্তানের পশ্চাদ্বার নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো, আর যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই।

٣٣٨-حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ وَمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ لاَكَ فَلْيَبْتَلِعْ.

৩৩৮। আবদুল মালিক ইবনুস সাব্বাহ (র) থেকে এই সনদসূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে এরূপ করেনি তার কোন দোষ নেই। কারো মুখ থেকে কোন কিছু বের হলে সে যেন তা উদগীরণ করে ফেলে দেয়।

٣٣٩-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقَالَ لِيْ ائْتِ تِلْكَ الْاَشَاءَتَيْنِ قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِيْ النَّخْلَ الصِّغَارَ فَقُلْ لَهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا اَنْ تَجْتَمِعَا فَاجْتَمَعَتَا فَاسْتَتَرَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِيْ ائْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا لِتَرْجِعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا اِلٰى مَكَانِهَا فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا

৩৩৯। ইয়ালা ইবনে মুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি পায়খানা করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলেন ঃ এই গাছ দুইটিকে ডেকে আনো। ওয়াকী (র)-এর বর্ণনায় আছে, তা ছিল দু'টি ছোট খেজুর গাছ। তুমি গাছ দু'টিকে বলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উভয়কে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব গাছ দুইটি একত্র হলে তিনি তাদের দ্বারা আড়াল করলেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন। অতঃপর তিনি

আমাকে বলেন ঃ তুমি ওদের কাছে গিয়ে বলো, তারা যেন স্বস্থানে ফিরে যায়। অতএব আমি (গাছ দু'টির নিকট) গিয়ে তাই বললাম এবং এরা স্বস্থানে ফিরে গেল।

٣٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ اَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ اَوْ حَائِشُ نَخْلٍ .

৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার সময় উঁচু টিলা অথবা ঘন খেজুর বিথীর আড়ালে বসতে পছন্দ করতেন।

٣٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ حَدَّثَنِيْ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ حَتّٰى اِنِّيْ اٰوِيْ لَهُ مِنْ فَكِّ وَرِكَيْهِ حِيْنَ بَالَ .

৩৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করতে গিরিপথে চলে যেতেন। তিনি যখন পেশাব করতেন, তখন আমি তাঁর পিছন দিকে আঁড় হয়ে থাকতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلاَءِ وَالْحَدِيْثِ عِنْدَهُ

একত্রে বসে পায়খানা করাও নিষেধ এবং তখন পরস্পর কথা বলাও নিষেধ।

٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ اَنْبَانَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَتَنَاجٰى اثْنَانِ عَلٰى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اِلٰى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ .

৩৪২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তি যেন এমনভাবে পায়খানায় না বসে যে, একে অপরের আভরণীয় অঙ্গ দেখতে পায় এবং এই অবস্থায় পরস্পর বাক্যালাপ না করে। কারণ তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

٣٤٢(١)-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا سَلْمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْوَرَّاقُ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَهُوَ الصَّوَابُ .

৩৪২ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-সাল্‌ম ইবনে ইবরাহীম-ইকরিমা-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর-ইয়াদ ইবনে হেলাল (র) সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٢(ب)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ ابْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَهُ .

৩৪২ (খ)। মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ-আলী ইবনে আবু বাক্‌র-সুফিয়ান সাওরী-ইকরিমা ইবনে আম্মার-ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর-ইয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ (র) সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ।

٣٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

৩৪৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

٣٤٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

৩৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে।

٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمْزَةَ ثَنَا ابْنُ اَبِى فَرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ النَّاقِعِ .

৩৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পরিষ্কার পানিতে পেশাব না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الْبَوْلِ

পেশাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা।

٣٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِىْ يَدِهِ الدَّرَقَةَ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ اِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ اُنْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ وَيْحَكَ اَمَا عَلِمْتَ مَا اَصَابَ صَاحِبَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوْهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَعُذِّبَ فِىْ قَبْرِهِ .

৩৪৬। আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি ঢাল। তিনি সেটিকে (সামনে) রেখে বসেন এবং সে দিকে ফিরে পেশাব করেন। তাদের কোন এক ব্যক্তি বললো, তাঁকে দেখ! তিনি মহিলাদের মত পেশাব করছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কথা শুনে ফেলেন এবং বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়। তোমার কি জানা নেই যে, বনী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তির কি দশা হয়েছিল? তাদের শরীরের কোন অংশে পেশাব লাগলে তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। সে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে। ফলে তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হয়।

٣٤٦(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا الْاَعْمَشُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৪৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা-আমাশ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ .

৩৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি নতুন কবর অতিক্রম করাকালে বলেন ঃ তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতো।

٣٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ .

৩৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বেশির ভাগ কবর আযাব পেশাব থেকে অসতর্কতার কারণেই হয়ে থাকে।

٣٤٩-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِىْ بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْ جَدِّهِ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِى الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُعَذَّبُ فِى الْغِيْبَةِ .

৩৪৯। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবর অতিক্রম করার সময় বলেন ঃ নিশ্চয় এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসর্তকতার) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং অপরজনকে গীবত করার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُوْلُ

পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে।

٣٥٠- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِىُّ وَاَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ قَالاَ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ اَبِىْ سَاْسَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنَ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوْئِهِ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنْ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْكَ اِلاَّ اَنِّىْ كُنْتُ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ .

৩৫০। আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি উযু করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর উযু সমাপনান্তে বলেন ঃ আমি এজন্য তোমার সালামের উত্তর দেইনি যে, তখন আমি উযুবিহীন ছিলাম।

٣٥٠(الف)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا الْاَنْصَارِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৫০(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আল-আনসারী-সাঈদ ইবনে আবু আরূবা (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥١-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি পেশাব শেষ করে তাঁর দুই হাতের তালু মাটিতে মারেন এবং তায়াম্মুম করেন, অতঃপর তার সালামের উত্তর দেন।

٣٥٢- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتَنِىْ عَلٰى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالَةِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَىَّ فَاِنَّكَ اِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ لَمْ اَرُدَّ عَلَيْكَ .

৩৫২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে আমাকে সালাম করবে না। কারণ তুমি তাই করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দিতে পারবো না।

٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ اَبِى السَّرِىِّ الْعَسْقَلاَنِىُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيه .

৩৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

পানি দিয়ে শৌচ করা।

٣٥٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ اِلاَّ مَسَّ مَاءً .

৩৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো পানি ব্যবহার না করে পায়খানা থেকে বের হননি।

٣٥٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا عُتْبَةُ بْنُ اَبِى حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ (رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَثْنٰى عَلَيْكُمْ فِى الطُّهُوْرِ فَمَا طُهُوْرُكُمْ قَالُوْا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوْهُ .

৩৫৫। আবু আইউব আল-আনসারী, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলে (অনুবাদ) ঃ "সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন" (সূরা তওবা ঃ ১০৮), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আনসার

সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করো? তারা বলেন, আমরা নামাযের জন্য উযু করি, জানাবাতের (শারীরিক অপবিত্রতা দূরীকরণের) জন্য গোসল করি এবং পানি দিয়ে শৌচ করি। তিনি বলেন ঃ এটাই (প্রশংসার) কারণ। অতএব তোমরা এটাকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করো।

٣٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِى الصِّدِّيْقِ النَّاجِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلاَثًا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُوْرًا .

৩৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করে তাঁর পশ্চাদ্দার তিনবার ধৌত করতেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরাও তাই করেছি এবং এটাকে নিরাময় ও পবিত্রতার উপায় হিসাবে পেয়েছি।

٣٥٦(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنِ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا شَرِيْكٌ نَحْوَهُ .

৩৫৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম ও ইবরাহীম ইবনে সুলাইমান আল-ওয়াসিতী-আবু নুআইম-শারীক (র) থেকে এ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَتْ فِيْ اَهْلِ قُبَاءٍ (فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ) قَالَ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ .

৩৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াত কুবাবাসী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন" (সূরা তওবা ঃ ১০৮)। রাবী বলেন, তারা পানি দিয়ে শৌচ করতো। তাই তাদের প্রশংসায় এই আয়াত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالاَرْضِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ

যে ব্যক্তি শৌচ করার পর মাটিতে হাত ঘষলো।

৩৫৮- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجٰى مِنْ تَوْرٍ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالاَرْضِ .

৩৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার পর বদনার পানি দিয়ে শৌচ করতেন, অতঃপর তাঁর হাত মাটিতে ঘষতেন।

৩৫৮(الف)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِىُّ عَنْ شَرِيْكٍ نَحْوَهُ

৩৫৮(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-সাঈদ ইবনে সুলাইমান আল-ওয়াসিতী-শারীক (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩৫৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا اَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَاَتَاهُ جَرِيْرٌ بِاِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجٰى مِنْهَا وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ .

৩৫৯। জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঝোপের মাঝে প্রবেশ করেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেন। জারীর (রা) তাঁর নিকট এক পাত্র পানি নিয়ে আসেন। তা দিয়ে তিনি শৌচ করেন এবং তাঁর হাত মাটিতে ঘষেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ تَغْطِيَةِ الاِنَاءِ

পানপাত্র ঢেকে রাখা।

৩৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نُوكِىَ اَسْقِيَتَنَا وَنُغَطِّىَ اٰنِيَتَنَا .

৩৬০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পানির মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং পানপাত্রসমূহ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٦١- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَيَحْيٰ بْنُ حَكِيْمٍ قَالاَ ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ اَبِيْ حَفْصَةَ ثَنَا حَرِيْشُ بْنُ الْخِرِّيْتِ اَنَا ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَصْنَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ انِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً اِنَاءً لِطُهُوْرِهِ وَاِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَاِنَاءً لِشَرَابِهِ .

৩৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তিনটি পানির পাত্র মুখ বন্ধ করে রেখে দিতাম ঃ একটি তাঁর উযুর জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তাঁর পান করার জন্য।

٣٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ اَبِيْهِ اَبِيْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَكِلُ طُهُوْرَهُ اِلٰى اَحَدٍ وَلاَ صَدَقَتَهُ الَّتِيْ يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُوْنُ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَلاَّهَا بِنَفْسِهِ .

৩৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উযুর পানি ও তাঁর দান-খয়রাত করার মাল কারো নিকট গচ্ছিত রাখতেন না এবং সেই মালও সোপর্দ করতেন না, যা তিনি সদাকা করতেন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানেই তা সংরক্ষণ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ غَسْلِ الْاِنَاءِ مِنْ وُلُوْغِ الْكَلْبِ

কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র ধোয়া সম্পর্কে।

٣٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ اَنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اَنِّيْ اَكْذِبُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَكُوْنَ لَكُمُ الْمَهْنَاُ وَعَلَيَّ الْاِثْمُ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৩৬৩। আবু রাযীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি তার কপালে হাত মেরে বলেছেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা মনে করো যে, আমি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মিথ্যা আরোপ করছি, যাতে তোমরা সওয়াবের অধিকারী হও এবং আমি গুনাহ্‌র ভাগী হই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।

٣٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৩৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত ক'র।

٣٦٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ .

৩৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবারে তা মাটি দিয়ে ঘষো।

٣٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا ابْنُ مَرْيَمَ اَنْبَاَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

৩৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ الْوُضُوْءِ بِسُوْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উযু করা এবং তা জায়েয।

٣٦٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَنْبَاَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ اَخْبَرَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ

رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهَا صَبَّتْ لِاَبِىْ قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّاَ بِهِ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَةَ اَخِىْ اَتَعْجَبِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ اَوِ الطَّوَّافَاتِ .

৩৬৭। কাবশা বিনতে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবু কাতাদা (রা)-র পুত্রবধূ। তিনি আবু কাতাদা (রা)-র উযুর পানি ঢেলে দেন। তখন একটি বিড়াল এসে সেই পানি পান করে। আবু কাতাদা (রা) পানির পাত্রটি তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং আমি তার দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি বলেন, হে ভাতিজী! তুমি কি বিস্ময় বোধ করছো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিড়াল অপবিত্র নয়। এটা তো তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী (দা, তি, না)।

٣٦٨-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالاَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَوَضَّاُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ اَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذٰلِكَ .

৩৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করেছি, যা থেকে ইতিপূর্বে বিড়াল পানি পান করেছিল।

٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ يَعْنِىْ اَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِىَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ لاَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ .

৩৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিড়াল নামায নষ্ট করে না। কারণ তা ঘরের জিনিসপত্রের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وُضُوْءِ الْمَرْاَةِ

নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু করা জায়েয।

٣٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ

النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ اَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ الْمَاءُ لاَ يُجْنِبُ .

৩৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী একটি বড় পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল অথবা উযু করতে আসলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম (এবং এই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছি)। তিনি বলেন ঃ পানি অপবিত্র হয় না।

٣٧١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً مِّنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهَا.

৩৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক স্ত্রী নাপাকির গোসল করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু ও গোসল করেন।

٣٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالُوْا ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .

৩৭২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তার নাপাকির গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذٰلِكَ

এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা।

٣٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْأَةِ

৩৭৩। হাকাম ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু করতে নিষেধ করেছেন।[৫]

٣٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوْءِ الْمَرْاَةِ وَالْمَرْاَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلٰكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيْعًا . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ الصَّحِيْحُ هُوَ الْاَوَّلُ وَالثَّانِىْ وَهَمٌ .

৩৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে নারীর উযুর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে এবং নারীকে পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উযু-গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) একত্রে গোসল করতে পারে। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যই সঠিক এবং শেষোক্ত বক্তব্য ধারণামাত্র।

٣٧٤(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ وَاَبُوْ عُثْمَانَ الْمُحَارِبِىُّ قَالاَ ثَنَا الْمُعَلّٰى بْنُ اَسَدٍ نَحْوَهُ .

৩৭৪(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম ও আবু উসমান আল-মুহারিবী-আল মুআল্লা ইবনে আসাদ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَهْلُهُ يَغْتَسِلُوْنَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِه .

৩৭৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রী একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। তবে তাদের একজন অপরজনের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন না।

---

৫. ইমাম বুখারী (র) হাদীসটিকে সহীহ বলে স্বীকার করেননি। এটি সহীহ হাদীস হলে এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে (আবুল হাসান সিন্ধী)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ انَاءٍ وَّاحِدٍ

স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা।

٣٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ انَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

٣٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ انَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৭৭। ইবনে আব্বাস (রা)-র খালা মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْاَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اُمِّ هَانِىْءٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اغْتَسَلَ وَ مَيْمُوْنَةُ مِنْ انَاءٍ وَّاحِدٍ فِىْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ .

৩৭৮। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মাইমূনা (রা) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন, যাতে আটার দাগ লেগে ছিল।

٣٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِىُّ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُوْنَ مِنْ انَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৭৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

٣٨٠-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৮০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ يَتَوَضَّانِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ

স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানিতে উযু করা।

٣٨١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৩৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারী ও পুরুষেরা একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করতো।

٣٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النُّعْمَانِ وَهُوَ ابْنُ سَرْحٍ عَنْ اُمِّ صُبَيَةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِىْ وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْوُضُوْءِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ . قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ اُمُّ صُبَيَةَ هِىَ خَوْلَةُ بِنْتِ قَيْسٍ فَذَكَرْتُ لِاَبِىْ زُرْعَةَ فَقَالَ صَدَقَ

৩৮২। উম্মু সুব্য়া আল-জুহানিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই পাত্রের পানি দিয়ে উযু করার কারণে কখনো কখনো আমার হাতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের স্পর্শ লাগতো। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (র)-কে বলতে শুনেছি যে, উম্মু সুব্য়া হলেন খাওলা বিনতে কায়েস (রা)। আমি বিষয়টি আবু যুরআ (র)-র নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (র) সত্য বলেছেন।

٣٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ ثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُمَا كَانَا يَتَوَضَّاٰنِ جَمِيْعًا لِلصَّلاَةِ .

৩৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য একত্রে উযু করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

নাবীয নামক শরবত দিয়ে উযু করা।

٣٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِيْهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ عِنْدَكَ طَهُوْرٌ قَالَ لاَ اِلاَّ شَئٌ مِنْ نَبِيْذٍ فِىْ اِدَاوَةٍ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ فَتَوَضَّاَ . هٰذَا حَدِيْثُ وَكِيْعٍ .

৩৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ষেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াহ"ল্লাম লাইলাতুল জিন্ন-এ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার সাথে উযুর পানি আছে কি? তিনি বলেন, না, তবে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তিনি বলেন ঃ খেজুরও পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। অতঃপর তিনি উযু করলেন।[৬] এটা ওয়াকী (র)-এর বর্ণিত হাদীস।

٣٨٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ حُنَيْشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَكَ مَاءٌ قَالَ لاَ اِلاَّ نَبِيْذًا فِىْ سَطِيْحَةٍ

---

৬. নাবীয হলো খেজুরের দ্বারা তৈরী শরবত, যেমন আমাদের দেশে বেলের বা অন্য কোন ফলের শরবত। যে রাতে বাতনে নাখলা নামক স্থানে জিনেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে সেই রাতকে "লাইলাতুল জিন্ন" বলা হয় (অনুবাদক)।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ صُبَّ عَلَىَّ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّاَ بِهِ .

৩৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ (রা)-কে লাইলাতুল জিন্ন-এ বলেন ঃ তোমার সাথে পানি আছে কি? তিনি বলেন, না, তবে একটি পাত্রে নাবীয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খেজুরও পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। আমাকে তা ঢেলে দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁকে নাবীয ঢেলে দেই এবং তিনি তা দিয়ে উযু করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করা।

٣٨٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنِىْ صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ هُوَ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৩৮৬ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করে থাকি এবং আমাদের সাথে খুব কম পানি থাকে। যদি আমরা তা দিয়ে উযু করি, তাহলে পিপাসার্ত হবো। আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

٣٨٧-حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ ابْنِ الْفَرَاسِيِّ قَالَ كُنْتُ اَصِيْدُ وَكَانَتْ لِىْ قِرْبَةٌ اَجْعَلُ فِيْهَا مَاءً وَاِنِّىْ تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৩৮৭। ইবনুল ফিরাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শিকারে যেতাম এবং আমার একটি পানির মশক ছিল, তাতে (পানের) পানি নিতাম এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করতাম। আমি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বলেন ঃ তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطُّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

৩৮৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন ঃ তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

٣٨٨(١)-قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهَسْتَجَانِىُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ ثَنِىْ اِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৩৮৮(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আলী ইবনুল হাসান আল-হাসতাজানী-আহ্মাদ ইবনে হাম্বল-আবুল কাসেম ইবনে আবুয যিনাদ-ইসহাক ইবনে হাযেম-উবাইদুল্লাহ ইবনে মিকসাম-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَعِيْنُ عَلٰى وُضُوْئِهِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِ

উযু করতে অপরের সাহায্য গ্রহণ এবং তার পানি ঢেলে দেয়া।

٣٨٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى بِنَا .

৩৮৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন প্রয়োজনে (পায়খানায়) বের হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পানির বদনাসহ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিতে লাগলাম। তিনি তাঁর হস্তদ্বয় ধৌত করলেন, তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তিনি তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে চাইলে তাঁর জুব্বার হাতাদ্বয় সংকীর্ণ হওয়াতে তাঁর দুই হাত জুব্বার নিম্নভাগ দিয়ে বের করলেন এবং তা ধুইলেন, অতঃপর তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসেহ করলেন, তারপর আমাদের সাথে নামায পড়লেন।

٣٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِيْضَاةٍ فَقَالَ اسْكُبِيْ فَسَكَبْتُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَاَخَذَ مَاءً جَدِيْدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُوَخَّرَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৩৯০। আর-রুবাই বিনতে মুআব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উযুর পানি নিয়ে এলাম। তিনি বলেন ঃ পানি ঢালতে থাকো। আমি পানি ঢাললাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তিনি পুনরায় পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মাথা সম্মুখ ও পেছনভাগসহ মাসেহ করলেন এবং তাঁর উভয় পা প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেন।

٣٩١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى الْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِيْ حُذَيْفَةُ بْنُ اَبِيْ حُذَيْفَةَ الْاَزْدِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِى الْوُضُوْءِ .

৩৯১। সাফ্‌ওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ও বাড়িতে থাকাকালে আমি তাঁর উযুর পানি ঢেলে দিয়েছি।

٣٩٢- حَدَّثَنَا كُرْدُوْسُ بْنُ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ رَوْحٍ ثَنَا اَبِيْ رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ اَبِيْهِ اُمِّ عَيَّاشٍ وَكَانَتْ اَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ اُوَضِّئُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ .

৩৯২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা রুকাইয়া (রা)-র দাসী উম্মে আইয়্যাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি }লেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসছল্লামকে উযু করাতাম। আমি দাঁড়িয়ে পানি ঢালতাম(এবং তিনি বসে উযু করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَّنَامِهِ هَلْ يَدْخِلُ يَدَهُ فِى الاِنَاءِ قَبْلَ اَنْ يُّغْسِلَهَا

কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে তার হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করাবে না।

٣٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ .

৩৯৩। আবু হুরায়রা (রা) বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত দুই অথবা তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।

٣٩٤- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ وَجَابِرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا .

৩৯৪। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত ধোয়ার পূর্বে যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়।

٣٩٥-حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَكَّائِىُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ

مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِيْ وَضُوْئِهِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلاَ عَلٰى مَا وَضَعَهَا .

৩৯৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে উযু করার ইচ্ছা করলে সে যেন তার হাত ধোয়ার আগে তা তার উযুর পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে এবং সে তার হাত কিসের উপর রেখেছিল।

٣٩٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ .

৩৯৬। আল-হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তার দুই হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বেই ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوْءِ

উযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা।

٣٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالُوْا ثَنَا كَثِيْرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৩৯৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি উযুর সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করেনি তার উযু হয়নি।

٣٩٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا اَبُوْ ثِقَالٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ

سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ اَنَّهَا سَمِعَتْ اَبَاهَا سَعِيْدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৩৯৮। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার উযু হয়নি তার নামায হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয়নি।

৩৯৯- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৩৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার উযু হয়নি তার নামায হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয়নি।

٤٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُحِبُّ الْاَنْصَارَ .

৪০০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার উযু হয়নি তার নামায হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয়নি। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পড়েনি তার নামায এবং যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে না তার নামায হয় না।

٤٠٠(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عِيْسٰى (عُبَيْسُ) بْنُ مَرْحُوْمٍ الْعَطَّارُ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০০(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-ঈসা (উবাইস) ইবনে মারহূম আল-আত্তার-আবদুল মুহাইমিন ইবনে আব্বাস (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوْءِ

ডান থেকে উযূ আরম্ভ করা।

٤٠١- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وكِيْعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِى الطُّهُوْرِ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِى تَرَجُّلِهِ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِى انْتِعَالِهِ اِذَا انْتَعَلَ .

৪০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করাকালে ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। একইভাবে তিনি মাথার চুল আঁচড়ানো ও জুতা পরিধানও ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

٤٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىَ ثَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ النُّفَيْلِىُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِمَيَامِنِكُمْ .

৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা উযু করার সময় তোমাদের ডান থেকে শুরু করবে।

٤٠٢(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ نُفَيْلٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوْا ثَنَا زُهَيْرٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪০২(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম ইয়াহ্ইয়া-ইবনে সালেহ ও ইবনে নুফাইল প্রমুখ-যুহাইর (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ

এক আঁজলা পনি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা।

٤٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ .

৪০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করতেন ও নাক পরিষ্কার করতেন।

٤٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ .

৪০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাক পরিষ্কার করেন।

٤٠٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُو الْحَسَنِ الْعُكَلِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَنَا وَضُوْءًا فَاَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ .

৪০৫। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে উযুর পানি চান। আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করলেন ও নাক পরিষ্কার করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

اَلْمُبَالَغَةُ فِى الْاِسْتِنْشَاقِ وَالْاِسْتِنْثَارِ

নাকের ভিতর পানি পৌছানো এবং নাক উত্তমরূপে পরিষ্কার করা।

٤٠٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاْتَ فَانْثُرْ وَاِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاَوْتِرْ .

৪০৬। সালামা ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তুমি যখন উযু করবে তখন নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। আর যখন তুমি শৌচ করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করবে।

٤٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَلِيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَبَالِغْ فِى الْاَسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا .

৪০৭। লাকীত ইবনে সাবরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি পরিপূর্ণরূপে উযু করো এবং নাকের ভেতর উত্তমরূপে পানি পৌঁছাও। কিন্তু তুমি রোযাদার হলে তা করবে না।

٤٠٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا .

৪০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দুই বা তিনবার পানি দিয়ে উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করো।

٤٠٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّاَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ .

৪০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করে, সে যেন উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করে এবং যে ব্যক্তি শৌচ করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

একবার করে উযুর অংগসমূহ ধৌত করা।

٤١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ النَّخَعِىُّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ اَبِىْ صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا جَعْفَرٍ قُلْتُ لَهُ حُدِّثْتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ نَعَمْ .

৪১০। সাবিত ইবনে আবু সাফিয়্যা আস-সুমালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু জাফর (র)-কে জিজ্ঞাসা করে বললাম, আমার নিকট জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)

থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উযুর অংগ ধৌত করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, তিনি কি দুইবার অথবা তিনবার করে উযু অংগ ধৌত করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

٤١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ غُرْفَةً غُرْفَةً .

৪১১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক এক আঁজলা পানি দিয়ে উযুর এক একটি অঙ্গ ধৌত করতে দেখেছি।

٤١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ اَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيْلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ تَوَضَّاَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً .

৪১২। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাবূক অভিযানকালে উযুর প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা।

٤١٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ اَبِيْ لُبَابَةَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّانِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَيَقُوْلاَنِ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৪১৩। শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রা) ও আলী (রা)-কে তিনবার করে উযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করতে দেখেছি এবং তারা দু'জন বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু এরূপই ছিল।

٤١٣(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَابِتِ ابْنِ ثَوْبَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪১৩(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আবু নুআইম-আবদুর রহমান ইবনে সাবিত ইবনে সাওবান (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَرَفَعَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তিন বার করে উযুর অংগসমূহ ধৌত করেন এবং বলেন যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু।

٤١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى الْمُهَاجِرِ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪১৫। আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করতেন।

٤١٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ فَائِدٍ اَبِى الْوَرْقَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৫১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযুর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার করে ধৌত করতে দেখেছি এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন।

٤١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪১৭। আবু মালেক আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর অঙ্গগুলো তিন তিনবার করে ধৌত করতেন।

٤١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪১৮। রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার করে উযুর অংগগুলো ধৌত করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا

উযুর অঙ্গসমূহ একবার দুইবার বা তিনবার করে ধৌত করা।

٤١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنِىْ مَرْحُوْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَلاَةً اِلاَّ بِهِ ثُمَّ تَوَضَّاَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ هٰذَا وُضُوْءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوْءِ وَتَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَقَالَ هٰذَا اَسْبَغُ الْوُضُوْءِ وَهُوَ وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ خَلِيْلِ اللّٰهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ تَوَضَّاَ هٰكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

৪১৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার পর বলেন ঃ এটা হলো সেই উযু, যা ছাড়া আল্লাহ কারো নামায কবুল করেন না। অতঃপর তিনি দুইবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন ঃ এই উযুই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি তিনবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন ঃ এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ উযু। এটা আমার উযু এবং আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর উযু। যে ব্যক্তি এভাবে উযু করলো এবং উযুর শেষে বললো ঃ (কলেমা শাহাদাত) "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি

আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (প্রেরিত) বান্দা ও রাসূল," তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে এবং সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

٤٢٠- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قَعْنَبٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّاَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ هٰذَا وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ اَوْ قَالَ وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلاَةً ثُمَّ تَوَضَّاَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ اَعْطَاهُ اللّٰهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْاَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّاَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا فَقَالَ هٰذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْمُرْسَلِيْنَ مِنْ قَبْلِيْ .

৪২০। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করলেন, অতঃপর বলেন ঃ এটা হচ্ছে উযুর আবশ্যকীয় রূপ অথবা তিনি বলেন ঃ এটা হলো সেই ব্যক্তির উযু যে উযু করেনি এবং যা ব্যতীত আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না। অতঃপর তিনি উযুর অঙ্গগুলো দুইবার করে ধৌত করে বলেন ঃ এটা এমন উযু, যে ব্যক্তি এভাবে উযু করবে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। অতঃপর তিনি উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন ঃ এটা হলো আমার উযু এবং আমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উযু।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوْءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّعَدِّيِّ فِيْهِ

সঠিকভাবে উযু করা এবং তাতে সীমাতিরিক্ত কিছু করা মাকরূহ।

٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ .

৪২১। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় উযুর জন্য 'ওয়ালাহান' নামের একটি শয়তান আছে। অতএব তোমরা পানি প্রসূত সন্দেহ থেকে দূরে থাকো।

٤٢٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِىْ يَعْلٰى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ اَوْ تَعَدّٰى اَوْ ظَلَمَ .

৪২২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাকে তিনবার করে উযুর অঙ্গগুলো ধৌত করে দেখান, তারপর বলেন ঃ এই হলো উযু। যে ব্যক্তি এর চাইতে বেশি করলো সে অবশ্যই মন্দ কাজ করলো অথবা সীমা লংঘন করলো অথবা যুলুম করলো।

٤٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَوَضَّاَ مِنْ شَنَّةٍ وَضُوْءًا يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ .

৪২৩। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র ঘরে রাত কাটালাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘুম থেকে উঠে) দাঁড়ান এবং মশক থেকে অল্প অল্প পানি নিয়ে উযু করেন। তখন আমিও উঠলাম এবং তিনি যেরূপ করলেন আমিও তদ্রূপ করলাম।

٤٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً يَتَوَضَّاُ فَقَالَ لاَ تُسْرِفْ لاَ تُسْرِفْ .

৪২৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উযু করতে দেখে বলেন ঃ অপচয় করো না, অপচয় করো না।

٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعَافِرِىِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّاُ فَقَالَ مَا هٰذَا السَّرَفُ فَقَالَ اَفِى الْوُضُوْءِ اِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَاِنْ كُنْتَ عَلٰى نَهْرٍ جَارٍ .

৪২৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ (রা)-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি উযু করছিলেন। তিনি বলেন ঃ এই অপচয় কেন? সাদ (রা) বলেন, উযুতেও কি অপচয় আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে থাকো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ مَا جَاءَ فِى اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ

পূর্ণাঙ্গভাবে উযু করা।

٤٢٦-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ سَالِمٍ اَبُوْ جَهْضَمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ .

৪২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِهِ فِى الْحَسَنَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

৪২৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের পথ দেখাবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দিবেন এবং পুণ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গভাবে উযু করা, মসজিদের দিকে ঘন ঘন যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায়ের পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা।

٤٢٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَفَّارَاتُ الْخَطَايَا

اِسْبَاغُ الْوُضُــوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَاِعْمَالُ الْاَقْــدَامِ اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

৩২৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গভাবে উযু করা, মসজিদে যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায়ের পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা (এই তিনটি কাজ) গুনাহসূহের কাফফারাস্বরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ

দাড়ি খিলাল করা।

٤٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِيْ اُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عُمَرَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ .

৪২৯। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।

٤٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ خَالِدِ الْقَزْوِيْنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقٍ الْاَسَدِيِّ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ .

৪৩০। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তাঁর দাড়ি খিলাল করলেন।

٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ اَبُو النَّضْرِ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ اَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ .

৪৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তাঁর আঙ্গুলের ফাঁকসমূহও দুইবার খিলাল করতেন।

٤٣٢-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِاَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا .

৪৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তাঁর কপালের দুই পাশ আস্তে আস্তে মলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নীচের দিক থেকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।

٤٣٣- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيْعَةَ الْكِلاَبِيُّ ثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ عَنْ اَبِيْ سَوْرَةَ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

৪৩৩। আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করার সময় তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَسْحِ الرَّاْسِ

মাথা মসেহ করা।

٤٣٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى قَالاَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ اَنْبَاَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ

مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৪৩৪। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)-কে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন তা আপনি আমাকে দেখাতে পারেন কি? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বলেন, হাঁ। তিনি উযুর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তিনি তার হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত দুইবার ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর দুই হাত কনুইসহ দুইবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি উভয় হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত তার মাথা মসেহ করলেন। তিনি তাঁর মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করলেন এবং দুই হাত ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, অতঃপর পেছন দিক থেকে দুই হাত যেখান থেকে মসেহ শুরু করেন সেখানে নিয়ে আসেন, অতঃপর তার দুই পা ধৌত করেন।

٤٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৫। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখলাম এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মসেহ করেন।

٤٣٦- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা একবার মসেহ করেন।

٤٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِىُّ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

৪৩৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেন।

٤٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَسَحَ رَاْسَهُ مَرَّتَيْنِ .

৪৩৮। আর-রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং দুইবার মাথা মসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مَسْحِ الْاُذُنَيْنِ

উভয় কান মসেহ করা।

٤٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ادْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ اُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ ابْهَامَيْهِ الَى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا .

৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উভয় কান মসেহ করেন। তিনি তাঁর তর্জনীদ্বয় তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান এবং তাঁর বুড়ো আঙ্গুলদ্বয় দুই কানের বাইরের অংশে রাখেন। এভাবে তিনি দুই কানের ভেতরের ও বাইরের অংশ মসেহ করেন।

٤٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ اُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا .

৪৪০। আর-রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মসেহ করেন।

٤٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ جُحْرَىْ اُذُنَيْهِ .

৪৪১। আর-রুবাই বিনতে মুআব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করেন এবং তাঁর দুইটি আঙ্গুল তাঁর দুই কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান।

٤٤٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا .

৪৪২। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূ করেন, তাঁর মাথা মসেহ করেন এবং দুই কান ভেতর ও বাইরের অংশসমেত মসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ

কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٣- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৪৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ .

৪৪৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর মাথা একবার মসেহ করতেন এবং নাক সংলগ্ন চোখের কোটরদ্বয়ও মসেহ করতেন।

٤٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُلاَثَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ .

৪৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ تَخْلِيْلِ الْاَصَابِعِ

আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

٤٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِىُّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَخَلَّلَ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .

৪৪৬। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করেন।

٤٤٦(الف)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْىَ الْحُلْوَانِىُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪৪৬(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-খাল্লাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-হুলওয়ানী কুতাইবা-ইবনে লাহীআ (র) থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٤٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِىُّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ .

৪৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি নামায পড়তে দাঁড়াতে চাইলে পূর্ণরূপে উযু করবে এবং তোমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে পানি পৌঁছাবে।

٤٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِىُّ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ .

৪৪৮। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবিয়া (সাব্‌রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা পূর্ণরূপে উযু করো এবং আঙ্গুলসমূহের মধ্যখান খিলাল করো।

٤٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِىُّ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ ثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ .

৪৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (র) থেকে বর্ণিত তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার সময় তাঁর হাতের আংটি নাড়াচাড়া করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ غَسْلِ الْعَرَاقِيْبِ

পায়ের গোড়ালি ধৌত করা।

٤٥٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُوْنَ وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ .

৪৫০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে উযু করতে দেখলেন, কিন্তু তাদের পায়ের গোড়ালি (না ভেজায়) চমকাচ্ছিল। তিনি বলেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করো।

٤٥١- قَالَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ الْمُؤمِنِ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য দোযখের শাস্তি রয়েছে।

٤٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ .

৪৫২। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আবদুর রহমান (রা)-কে উযু করতে দেখে বলেন, পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করুন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

٤٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

٤٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْاَحْوَصُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْد بْنِ اَبِىْ كُرَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ .

৪৫৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

٤٥٥- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُثْمَانُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الْاَحْنَفِ عَنْ اَبِىْ سَلاَّمٍ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ اَلْاَشْعَرِيِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَشْعَرِىُّ عَنْ خَالِد بْنِ الْوَلِيْد وَيَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ وَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كُلٌّ هٰؤُلاَءِ سَمِعُوْا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتِمُّوا الْوُضُوْءَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ .

৪৫৫। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান, শুরাহবীল ইবনে হাসানা ও আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা পূর্ণরূপে উযু করো। পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে দোযখের শাস্তি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ غُسْلِ الْقَدَمَيْنِ

দুই পায়ের পাতা ধৌত করা।

٤٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَرَدْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ طُهُوْرَ نَبِيِّكُمْ ﷺ

৪৫৬। আবু হাইয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি তার উভয় পায়ের পাতা গোছা পর্যন্ত ধৌত করেন; অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু দেখাতে চাই।

٤٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَرِيْزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪৫৭। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর পদদ্বয় তিনবার করে ধৌত করেন।

٤٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ اَتَانِى ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَاَلَنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْنِىْ حَدِيْثَهَا الَّذِىْ ذَكَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّاسَ اَبَوْا اِلاَّ الْغَسْلَ وَلاَ اَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلاَّ الْمَسْحَ .

৪৫৮। আর-রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমার নিকট এলেন এবং আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ যে হাদীস আমি বর্ণনা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর পদদ্বয় ধৌত করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকেরা তো পা ধৌত করা ব্যতীত অন্য কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে মসেহ ব্যতীত কিছুই পাই না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ عَلٰى مَا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى

আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় উযু করা।

٤٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ اَبِىْ صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ اَبَا بُرْدَةَ فِى الْمَسْجِدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ فَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ .

৪৫৯। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশমত পূর্ণরূপে উযু করবে, তার ফরয নামাযসমূহ এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হবে।

٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ يَحْىَ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِاَحَدٍ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

৪৬০। রিফাআ ইবনে রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশমত পূর্ণাঙ্গরূপে উযু না করলে কারো নামায পরিপূর্ণ হবে না। সে তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুইসহ ধৌত করবে, তার মাথা মাসেহ করবে এবং পদদ্বয় গোছা পর্যন্ত ধৌত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

উযু করার পর পানি ছিটানো।

٤٦١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ مَنْصُوْرٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ ثُمَّ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَّاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ .

৪৬১। আল-হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেন। তিনি উযু শেষে এক আঁজলা পানি নিয়ে তা তাঁর লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেন।

٤٦٢-حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَّمَنِيْ جِبْرَائِيْلُ الْوُضُوْءَ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَنْضِحَ تَحْتَ ثَوْبِيْ لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ .

৪৬২। যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমাকে উযু করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি আমাকে আমার কাপড়ের নিচে পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন, উযু করার পর পেশাব বের হওয়ার সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য।

٤٦٢(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ح وَثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ التِّنِّيْسِيُّ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৪৬২(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম, (পুনরায়) আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ আত-তিন্নীসী-ইবনে লাহীআ (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٦٣- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْحُمَيْدِىُّ ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَاجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ .

৪৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি উযু করার পর (তোমার লজ্জাস্থানে) পানি ছিটিয়ে দিও।

٤٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا قَيْسٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

৪৬৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ الْمِنْدِيْلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ

উযু ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা।

٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى عَقِيْلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اُمَّ هَانِىْءٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ اَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ .

৪৬৬। উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতে দাঁড়ালেন। ফাতিমা (রা) তাকে আড়াল করে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে তা শরীরে পেচান (গা মোছেন)।

٤٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اَثَرِ الْوَرْسِ عَلٰى عُكَنِهِ .

৪৬৬। কায়েস ইবন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁর গোসলের পানি রাখলাম এবং তিনি গোসল করেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য একটি রঙ্গীন চাদর নিয়ে এলাম। তিনি তাঁর শরীরে সেটি পেচালেন। আমি যেন তাঁর পেটের উপর ওয়ারস ঘাসের বর্ণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

٤٦٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِثَوْبٍ حِيْنَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْقُصُ الْمَاءَ .

৪৬৭। মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কাপড় নিয়ে এলাম, তখন তিনি নাপাকির গোসল করছিলেন। তিনি সেটি ফেরত দেন এবং তাঁর শরীর থেকে পানি ঝাড়তে থাকেন।

٤٦٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ السَّمْطِ ثَنَا الْوَضِيْنُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ ابْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوْفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ

৪৬৮। সালমান আল-ফারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং তাঁর পরিধানের পশমী জুব্বা উল্টিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

উযু করার পর যে দোয়া পড়বে।

٤٦٩- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالُوْا ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبٍ وَاَبُوْ

سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ .

৪৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর তিনবার বলে (কলেমা শাহাদাত) ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল," তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।

٤٦٩ (الف)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَصْرٍ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ بِنَحْوِهِ .

৪৬৯(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা আল-কাত্তান-ইবরাহীম ইবনে নাসর-আবু নুআইম (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٧٠- حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَطَاءٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّاُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ .

৪৭০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর বলে (কলেমা শাহাদাত) ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শরীক নাই, তিনি একক এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল," তাঁর জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।

অনুচ্ছেদ : ৬১

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالصُّفْرِ

পিতলের পাত্রে উযু করা।

٤٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ الْمَاجَشُوْنِ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْىٰ عَن اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِىْ تَورٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّاَ بِهِ .

৪৭১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। আমরা একটি পিতলের পাত্রে তাঁর জন্য পানি পেশ করি। তিনি তা দিয়ে উযু করেন।

٤٧٢- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ .

৪৭২। যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতলের একটি পাত্র ছিল। তিনি বলেন, আমি তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল আচড়াতাম।

٤٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ فِىْ تَورٍ .

৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতলের একটি পাত্রে উযু করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

ঘুম থেকে উঠে উযু করা।

٤٧٤-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ حَتّٰى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى وَلاَ يَتَوَضَّأُ . قَالَ الطَّنَافِسِىُّ قَالَ وَكِيْعٌ تَعْنِىْ وَهُوَ سَاجِدٌ .

৪৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি ঘুম থেকে উঠে নামায পড়তেন এবং উযু করতেন না। আত-তানাফিসী (র) বলেন, ওয়াকী (র) বলেছেন, অর্থাৎ তিনি সিজদারত অবস্থায় (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন।

٤٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى .

৪৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি উঠে নামায পড়তেন।

٤٧٦-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ اَبِىْ مَطَرٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبَّادٍ اَبِىْ هُبَيْرَةَ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ نَوْمُهُ ذٰلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ .

৪৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘুম ছিল বসা অবস্থায়।

٤٧٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفّٰى الْحِمْصِىُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ الْاَزْدِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৭৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ চোখ হলো পশ্চাদ্দ্বারের বন্ধনস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায় সে যেন উযু করে (যদি নামায পড়তে চায়)।

٤٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لٰكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .

৪৭৮। সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, পায়খানা, পেশাব হলেও এবং ঘুমালেও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

লিঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করতে হবে কিনা।

٤٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৭৯। বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন উযু করে।

٤٨٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ .

৪৮০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন অবশ্যই উযু করে।

٤٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيْدٍ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৪৮১। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উযু করে।

٤٨٢- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ ثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

৪৮২। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উযু করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

লিঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করা জরুরী নয়।

٤٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ لَيْسَ فِيْهِ وُضُوْءٌ اِنَّمَا هُوَ مِنْكَ .

৪৮৩। কায়েস ইবনে তালক আল-হানাফী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ তাতে উযুর প্রয়োজন নেই। কেননা তা তোমার দেহের একটি অঙ্গ।

٤٨٤-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ حِذْيَةٌ (جُزْءٌ) مِنْكَ .

৪৮৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন ঃ এটা তোমার শরীরের একটি অঙ্গমাত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

بَابُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

আগুনের তাপে পরিবর্তিত জিনিস আহারের পর উযু করা।

٤٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَوَضَّئُوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيْمِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ اَخِىْ اِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ الْاَمْثَالَ .

৪৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উযু করো। ইবনে আব্বাস (রা) (আবু হুরায়রাকে) বলেন, আমরা কি গরম পানি পানের পরও উযু করবো? তিনি তাকে বলেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনলে তার সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করো না (তি)।

٤٨٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৪৮৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগুন যাকে স্পর্শ করেছে তা খাওয়ার পর তোমরা উযু করো।

٤٨٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الاَزْرَقُ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلى اُذُنَيْهِ وَيَقُوْلُ صُمَّتَا اِنْ لَمْ اَكُنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

৪৮৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার দুই কানে তার দুই হাত রেখে বলতেন, এই কানদ্বয় বধির হয়ে যাক! যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে না শুনে থাকি যে, "আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উযু করো'।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযুর প্রয়োজন নাই।

٤٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ النَّبِىُّ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلّٰى .

৪৮৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কাঁধের গোশত খাওয়ার পর তাঁর নিচে বিছানো কাপড়ে তাঁর উভয় হাত মোছেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান এবং নামায পড়েন।

٤٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرُو بْنِ دِيْنَارٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَكَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوْا .

৪৮৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা) রুটি ও গোশত খেলেন এবং তাঁরা উযু করেননি।

٤٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الاَوْزَاعِىُّ ثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيْدِ اَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَمَّا حَضَرَتِ

الصَّلاَةُ قَمْتُ لاَتَوَضَّأَ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ اَشْهَدُ عَلٰى اَبِىْ اَنَّهُ شَهِدَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَاَنَا اَشْهَدُ عَلٰى اَبِىْ بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

৪৯০। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়ালীদ অথবা আবদুল মালেকের সামনে রাতের খাবার পেশ করলাম। ইত্যবসরে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আমি উযু করতে উঠে দাঁড়ালাম। তখন জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়্যা (র) বলেন, আমি আমার পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর নামায পড়েন কিন্তু উযু করেননি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমিও আমার পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও তাই করেছেন।

٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِكَتِفِ شَاةٍ فَاَكَلَ مِنْهُ وَصَلّٰى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

৪৯১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বকরী রানের গোশত পরিবেশন করা হলো। তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর নামায পড়লেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করেননি।

٤٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ اَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِاَطْعِمَةٍ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَاَكَلُوْا وَشَرِبُوْا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ .

৪৯২। সুওয়াইদ ইবনে নোমান আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তারা আস-সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছে আসরের নামায পড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার নিয়ে ডাকলে ছাতু ছাড়া আর কিছুই পরিবেশন করা গেলো না। তাঁরা সকেল পানাহার করলেন। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং মুখে পানি নিয়ে কুলি করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন।

٤٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى .

৪৯৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন, অতঃপর কুলি করেন এবং তাঁর উভয় হাত ধোয়ার পর নামায পড়েন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

উটের গোশত খাওয়ার পর উযূ করা।

٤٩٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالاَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوْا مِنْهَا .

৪৯৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উটের গোশত খেয়ে উযূ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা তা খেয়ে উযূ করবে।

٤٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا زَائِدَةُ وَاِسْرَائِيْلُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ اَبِى الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَتَوَضَّاَ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ وَلاَ نَتَوَضَّاَ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ .

৪৯৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উটের গোশত খেয়ে উযূ করার এবং ছাগলের গোশত খেয়ে উযূ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٩٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ (وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ

الْحَكَمَ يَأْخُذُ عَنْهُ) ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَوَضَّئُوْا مِنْ اَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوْا مِنْ اَلْبَانِ الْاَبِلِ .

৪৯৬। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বকরীর দুধ পান করার পর উযু করবে না এবং উটের দুধ পান করার পর উযু করবে।

٤٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهٖ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمرٍو يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَوَضَّئُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْاَبِلِ وَلاَ تَتَوَضَّئُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوْا مِنْ اَلْبَانِ الْاَبِلِ وَلاَ تَوَضَّئُوْا مِنْ اَلْبَانِ الْغَنَمِ وَصَلُّوْا فِىْ مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ مَعَاطِنِ الْاَبِلِ .

৪৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উটের গোশত খেয়ে উযু করো, বকরীর গোশত খেয়ে উযু করো না; উস্ট্রীর দুধ পান করে উযু করো এবং ছাগলের দুধ পান করে উযু করো না। তোমরা বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়বে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

بَابُ الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

দুধপান করার পর কুলি করা।

٤٩٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَضْمِضُوْا مِنَ اللَّبَنِ فَاِنَّ لَهُ دَسَمًا .

৪৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দুধ পান করে কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে।

٤٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوْا فَاِنَّ لَهُ دَسَمًا .

৪৯৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে।

٥٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَضْمِضُوْا مِنَ اللَّبَنِ فَاِنَّ لَهُ دَسَمًا .

৫০০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কারণ তাতে চর্বি আছে।

٥٠١- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ السَّوَّاقُ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَلَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاةً وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا .

৫০১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বকরী দোহন করে তার দুধ পান করেন, অতঃপর পানি চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে কুলি করেন এবং বলেন ঃ তাতে চর্বি আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

চুমা দেয়ার পর উযু করা।

٥٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَا هِىَ اِلاَّ اَنْتِ فَضَحِكَتْ .

৫০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীকে চুমা দিলেন, অতঃপর নামায পড়তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু উযু করেননি। আমি (উরওয়া) বললাম, আপনিই সেই ব্যক্তি। এতে তিনি (আয়েশা) হাসলেন (দা, না)।

٥٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّاُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّىْ وَلاَ يَتَوَضَّاُ وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِىْ .

৫০৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করার পর চুমা দিতেন, অতঃপর উযু না করেই নামায পড়তেন। বহুবার তিনি আমার সাথে এরূপ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَذْىِ

মযী নির্গত হলে উযু করা।

٥٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ وَفِى الْمَنِىِّ الْغُسْلُ .

৫০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তা নির্গত হলে উযু করতে হবে এবং বীর্য নির্গত হলে গোসল করতে হবে।[৭]

٥٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُوْ مِنِ امْرَاَتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ قَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ يَعْنِىْ لِيَغْسِلْهُ وَيَتَوَضَّاْ .

৫০৫। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু

৭. মযী হলো বীর্যরস যা বীর্যপাতের পূর্বে নির্গত হয় (অনুবাদক)।

বীর্যপাত হয়নি। তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কারো এরূপ হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং উযু করে।[৮]

٥٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ اَلْقٰى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً فَاُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ كَفٌّ مِّنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهُ اَصَابَ .

৫০৬। সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রচুর মযী নির্গত হতো, তাই বহুবার গোসল করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এতে তোমার জন্য উযুই যথেষ্ট। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা আমার কাপড়ে লেগে গেলে কি করতে হবে? তিনি বলেন ঃ তোমার কাপড়ের যে অংশে তা লাগা দেখবে সেই অংশ এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দ্বারা ধৌত করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট।

٥٠٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ اَبِىْ حَبِيْبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَتٰى اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ عُمَرُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ اِنِّىْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِىْ وَتَوَضَّاْتُ فَقَالَ عُمَرُ اَوَيُجْزِئُ ذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৫০৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার (রা)-কে সাথে করে উবাই ইবনে কাব (রা)-র নিকট এলেন। তিনি তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বলেন ঃ আমার মযী নির্গত হয়েছিল, তাই আমার লজ্জাস্থান ধৌত করলাম এবং উযু করলাম। উমার (রা) বললেন, তাই কি যথেষ্ট? তিনি বলেন, হাঁ। উমার (রা) বললেন, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

---

৮. সঙ্গমে রত না হলে এবং উত্তেজনাবশত মযী নির্গত হলে উযু করাই যথেষ্ট। কিন্তু সঙ্গমে রত হলে বীর্যপাত না হলেও উভয়ের গোসল করা ফরয (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

بَابُ وُضُوْءِ النَّوْمِ

ঘুমানোর পূর্বে উযু করা।

৫০৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ لِزَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ يَا أَبَا الصَّلْتِ هَلْ سَمِعْتَ فِيْ هٰذَا شَيْئًا فَقَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَدَخَلَ الْخَلاَءَ فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ .

৫০৮। সুফিয়ান (র) যায়েদা ইবনে কুদামাকে বলেন, হে আবুস সালত! এ বিষয়ে আপনি কি কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, সালামা ইবনে কুহাইল-কুরাইব-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা উঠে পায়খানায় প্রবেশ করলেন এবং নিজের প্রয়োজন সারলেন, অতঃপর নিজের মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর ঘুমালেন।

৫০৮(১)-حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ أَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَنَا بُكَيْرٌ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ فَلَقِيْتُ كُرَيْبًا فَحَدَّثَنِيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৫০৮(১)। আবু বাক্‌র ইবনে খাল্লাদ আল-বাহিলী-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ-শোবা-সালামা ইবনে কুহাইল-বুকাইর-কুরাইব-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

بَابُ الْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَالصَّلَوَاتُ كُلُّهَا بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ

প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য উযু করা এবং একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়া।

৫০৯- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ .

৫০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য উযু করতেন এবং আমরা একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তাম।

٥١٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ .

৫১০। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য উযু করতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়েছেন।

٥١١- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ رَاَيْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰذَا فَاَنَا اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৫১১। আল-ফাদল ইবনে মুবাশশির (র) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়তে দেখেছি। আমি বললাম, একি ব্যাপার? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ করেছেন, আমিও তদ্রূপ করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

بَابُ الْوُضُوْءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

উযু থাকা অবস্থায় পুনরায় উযু করা।

٥١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فِىْ مَجْلِسِهِ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ اِلٰى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ اِلٰى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ اِلٰى مَجْلِسِهِ فَقُلْتُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ اَفَرِيْضَةٌ اَمْ سُنَّةٌ الْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قَالَ اَوَفَطِنْتَ اِلَىَّ وَاِلٰى هٰذَا مِنِّىْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لاَ لَوْ تَوَضَّاْتُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَالَمْ اُحْدِثْ

وَلٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَاِنَّمَا رَغِبْتُ فِى الْحَسَنَاتِ .

৫১২। আবু গুতাইফ আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট মসজিদে তার বৈঠকে শুনেছি ঃ যখন নামাযের সময় উপস্থিত হলো তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং নামায পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। অতঃপর আসরের নামাযের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং নামায পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। পুনরায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উযু করেন এবং নামায পড়েন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (নতুনভাবে) উযু করা ফরয না সুন্নাত? তিনি বলেন, তুমি কি ধারণা করেছ যে, এটা আমার নিজের থেকে করেছি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, না। যদি আমি ফজরের নামাযের জন্য উযু করতাম, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে সকল ওয়াক্তের নামায পড়তাম, যাবত না আমার উযু ভংগ হয়। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি উযু থাকা অবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে, তার জন্য রয়েছে দশটি নেকী"। আমি নেকীর প্রতিই আগ্রহী।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

بَابُ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ حَدَثٍ

উযু ভংগ হলেই কেবল উযু করা জরুরী।

٥١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ حَتّٰى يَجِدَ رِيْحًا اَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا .

৫১৩। আব্বাদ ইবনে তামীমের চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ করা হলো যে, কোন ব্যক্তি তার নামাযের মধ্যে কিছু পাওয়ার (বায়ু নির্গত হওয়ার) আশঙ্কা করছে। তিনি বলেন ঃ না (উযু ভংগ হয় না) যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গত হওয়ার গন্ধ পায় অথবা শব্দ শোনে।[৯]

৯. পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ূ নির্গত হলেই উযু নষ্ট হয়, তাতে গন্ধ থাক বা না থাক অথবা সশব্দে হোক বা না হোক। তবে বায়ু নির্গত হওয়ার সন্দেহের ভিত্তিতে নামায ছেড়ে দিবে না বা উযু করতে হবে না, যাবত না নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বায়ু নির্গত হয়েছে (অনুবাদক)

٥١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَنْبَانَا سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ لاَ يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا .

৫১৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে (বায়ু নির্গত হওয়ার) সন্দেহ হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ সে শব্দ না শোনা অথবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত নামায ছাড়বে না।

٥١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ .

৫১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত উযু নষ্ট হয় না বা পুনরায় উযু করতে হয় না।

٥١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ رَاَيْتُ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيْدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ مِمَّ ذٰلِكَ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ رِيْحٍ اَوْ سِمَاعٍ .

৫১৬। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা)-কে তার কাপড় শুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ করছেন কেন? তিনি বলেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বায়ুর দুর্গন্ধ পাওয়া বা আওয়াজ শোনা ব্যতীত (পুনরায়) উযু করতে হবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِيْ لاَ يَنْجَسُ

যে পরিমাণ পানি হলে অপবিত্র হয় না।

٥١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بِالْفَلاَةِ مِنَ الاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৫১৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জঙ্গলের কুয়ার পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যা থেকে হিংস্র প্রাণী ও গৃহপালিত পশু পানি পান করে এবং তাতে নামে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তাকে কোন কিছুই অপবিত্র করে না।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৫১৭(১)। আমর ইবনে রাফে–আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥١٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

৫১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পানি দুই বা তিন কুল্লা পরিমাণ হলে, একে কোন কিছু অপবিত্র করে না।

٥١٨(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৫১৮(১)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আবু হাতেম-আবুল ওয়ালীদ-আবু সালামা ও ইবনে আয়েশা আল-কুরাশী-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

بَابُ الْحِيَاضِ

কূপ বা জলাশয়।

৫১৯- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِىْ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلاَبُ وَالْحُمُرُ وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُوْرٌ .

৫১৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কূপ বা জলাশয়, যা থেকে হিংস্র প্রাণী, কুকুর ও গাধা পানি পান করে এবং তার পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বলেন ঃ সেগুলো যা তাদের পেটে পুরেছে তা সেগুলোর জন্যই এবং তাছাড়া যা আছে তা আমাদের জন্য পবিত্র।

৫২০- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ طَرِيْفِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ انْتَهَيْنَا اِلٰى غَدِيْرٍ فَاِذَا فِيْهِ جِيْفَةُ حِمَارٍ قَالَ فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ فَاسْتَقَيْنَا وَاَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا .

৫২০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে পৌছলাম, যাতে একটি গাধার লাশ পতিত ছিল। তিনি বলেন, আমরা তার পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকি, যাবত না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে পৌছেন। তিনি বললেন ঃ "কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না"। আমরা পানি পান করলাম, পরিতৃপ্ত হলাম এবং তা আমাদের সাথে করে নিলাম।

৫২১- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالاَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ اَنْبَاَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ اِلاَّ مَا غَلَبَ عَلٰى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ .

৫২১। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না, যতক্ষণ না তার ঘ্রাণে, স্বাদে ও রং-এর পরিবর্তন আসে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِيْ لَمْ يَطْعِمْ

যে শিশু শক্ত খাবার ধরেনি তার পেশাব সম্পর্কে।

٥٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوْسَ بْنِ اَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ فَقَالَ اِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى .

৫২২। লুবাবা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-র পুত্র হুসাইন (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে পেশাব করে দিলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরিধেয় বস্ত্রটি আমাকে দিন এবং এটা ছাড়া অন্য একটি বস্ত্র পরে নিন। তিনি বললেন ঃ দুগ্ধপোষ্য বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটালেই চলবে কিন্তু বালিকার পেশাব ধুইতে হবে।

٥٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি (দুগ্ধপোষ্য) শিশু আনা হলো। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দেন এবং তা ধৌত করেননি।

٥٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ .

৫২৪। মিহসান কন্যা উম্মু কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার (দুগ্ধপোষ্য) শিশু পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। সে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি নিয়ে ডাকেন এবং তা তাতে ছিটিয়ে দেন।

٥٢٥- حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ اَنْبَانَا اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِىْ بَوْلِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ .

৫২৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটালেই চলবে, কিন্তু কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

٥٢٥(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُوْسَى بْنِ مَعْقِلٍ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْمِصْرِىُّ قَالَ سَاَلْتُ الشَّافِعِىَّ عَنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَالْمَاءَانِ جَمِيْعًا وَاحِدٌ قَالَ لِاَنَّ بَوْلَ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ ثُمَّ قَالَ لِىْ فَهِمْتَ اَوْ قَالَ لَقِنْتَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ اٰدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلَعِهِ الْقَصْرِ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلاَمِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ قَالَ وَقَالَ لِىْ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِىْ نَفَعَكَ اللّٰهُ بِهِ .

৫২৫(১)। আবুল হাসান ইবনে সালামা-আহ্মাদ ইবনে মূসা ইবনে মাকিল-আবুল ইয়ামান আল-মিসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ (র)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস "দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটাতে হবে এবং কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখানে উভয়ের পানি (পেশাব হিসাবে) একই পর্যায়ের। তিনি বলেন, কেননা পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে নির্গত এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে নির্গত। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি

হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ অথবা তিনি বলেন, তোমার কি বোধগম্য হয়েছে? আল-মিসরী বলেন, আমি বললাম, না। শাফিঈ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পাঁজরের ক্ষুদ্র হাঁড় থেকে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এ হিসাবে পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে তৈরি হয় এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে নির্গত হয়। আল-মিসরী বলেন, শাফিঈ (র) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এবার তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ এই জ্ঞান দ্বারা তোমাকে উপকৃত করুন।[১০]

٥٢٦-حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ اَخْبَرَنَا اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ اَوِ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلٰى صَدْرِهِ فَاَرَادُوْا اَنْ يَّغْسِلُوْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُشَّهُ فَاِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ .

৫২৬। আবুস সাম্হ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলাম। তাঁর নিকট হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে নিয়ে আসা হলো। সে তাঁর বুকের উপর পেশাব করে দেয়। উপস্থিত লোকেরা তা ধোয়ার উদ্যোগ নিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তাতে পানি ছিটিয়ে দাও। কেননা শিশু কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধৌত করতে হয় এবং পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।

٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اُمِّ كُرْزٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ .

---

১০. শিশুর পেশাব সম্পর্কে এটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রসূত ব্যাখ্যামাত্র। অন্যথায় নারী-পুরুষের পেশাবের উৎস একই। হানাফী মাযহাব মতে এখানে পানি ছিটানো অর্থ হাল্কাভাবে ধোয়া। তাই শিশু পুত্র বা কন্যা যাই হোক, দেহ ও পোশাক থেকে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব সম্পর্কেই এই মতভেদ। কিন্তু শিশু শক্ত খাবার ধরলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলার ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই, সে ক্ষেত্রে শুধু পানি ছিটালেই দেহ ও পোশাক পবিত্র হবে না (অনুবাদক)।

৫২৭। উম্মু কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (দুগ্ধপোষ্য শিশু) বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটাতে হবে এবং বালিকার পেশাব ধুইতে হবে।[১১]

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮

بَابُ الاَرْضِ يُصِيْبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ

পেশাবে সিক্ত মাটি কিভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

٥٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا ثَابِتُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَثَبَ اِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزْرِمُوْهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে (নববীতে) পেশাব করে দিল। কতক লোক তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাকে পেশাব করতে বাঁধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

٥٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ اَعْرَابِيُّ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِمُحَمَّدٍ وَلاَ تَغْفِرْ لِاَحَدٍ مَّعَنَا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَّى حَتّٰى اِذَا كَانَ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُوْلُ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ بَعْدَ اَنْ فَقِهَ فَقَامَ اِلَيَّ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَسْجِدَ لاَ يُبَالُ فِيْهِ وَاِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَلِلصَّلاَةِ ثُمَّ اَمَرَ بِسَجْلٍ مِّنْ مَاءٍ فَاُفْرِغَ عَلٰى بَوْلِهِ .

---

১১. মূল হাদীসে "নাদাহা" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তার অর্থ "পানি ছিটানো"ও হতে পারে এবং ধোয়াও হতে পারে। ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ প্রথম অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা (র) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ হাল্কাভাবে ধুয়ে নিতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে পেশাব মাত্রই নাপাক, তা যারই হোক (অনু.)।

৫২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করলো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। সে বললো, হে আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে ক্ষমা না করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিয়ে বললেন ঃ তুমি একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে। অতঃপর সে ফিরে মোড় ঘুরে মসজিদের এক কোণায় গিয়ে পেশাব করতে লাগলো। বেদুঈন তার অশিষ্ট আচরণ উপলব্ধি করে আমার নিকট দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। তিনি তাকে ধমকও দেননি এবং গালি-গালাজও করেননি। তিনি শুধু বললেন ঃ এই মসজিদ, এতে পেশাব করা সংগত নয়, বরং তা নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র যিকির ও নামাযের জন্য। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়।

٥٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْهُذَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ اَبِيْ حُمَيْدٍ اَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْهُذَلِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تُشْرِكْ فِيْ رَحْمَتِكَ اِيَّانَا اَحَدًا فَقَالَ لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا وَيْحَكَ اَوْ وَيْلَكَ قَالَ فَشَجَ يَبُوْلُ فَقَالَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِّنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ .

৫৩০। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ! আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং বিশেষ করে আমাদের সাথে আপনার রহমতের মধ্যে অন্য কাউকে যোগ না করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি প্রশস্তকে সংকীর্ণ করে ফেলেছ। রাবী বলেন, এরপর সে সরে গিয়ে পেশাব করতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বলেন, থামো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাকে ত্যাগ করো। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।

অনুচ্ছেদ ৭৯

بَابُ الْاَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

মাটির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে।

٥٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اُمِّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهَا سَاَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اِنِّيْ امْرَاَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِيْ فَاَمْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ .

৫৩১। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র)-র উম্মু অলাদ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে বললেন, আমার পরিধেয় বস্ত্রের আচল বেশ লম্বা। এ অবস্থায় আমি আবর্জনার স্থান দিয়ে যাতায়াত করি। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তার পরের স্থান একে পবিত্র করে দেয়।

٥٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْيَشْكُرِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرِيْدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَاُ الطَّرِيْقَ النَّجِسَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا .

৫৩২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মসজিদে যাতায়াতকালে আবর্জনার স্থানও অতিক্রম করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভূমির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে।

٥٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ امْرَاَةٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقًا قَذِرَةً قَالَ فَبَعْدَهَا طَرِيْقٌ اَنْظَفُ مِنْهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ .

৫৩৩। আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চেয়ে বললাম, আমার ও মসজিদের মাঝখানে আবর্জনাপূর্ণ কিছু পথ আছে। তিনি বলেন ঃ তার পরবর্তী পথ হয়ত পরিচ্ছন্ন হবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এই অংশ ঐ অংশের সমান বা পরিপূরক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০

بَابُ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

নাপাক ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা।

٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَرِيْقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَفَقَدَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقِيْتَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ حَتّٰى اَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجَسُ .

৫৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার কোন এক পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নাপাক অবস্থায় তার সাক্ষাত হয়। তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন আমাকে দেখেছেন তখন আমি নাপাক ছিলাম। এমতাবস্থায় গোসল না করে আপনার সাথে বসা আমি সংগত মনে করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি নাপাক হয় না।

٥٣٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ الْاَحْدَبِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَقِيَنِىْ وَاَنَا جُنُبٌ فَحِدْتُ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ كُنْتُ جُنُبًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ .

৫৩৫। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। তাই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে গোসল করতে গেলাম। অতঃপর আমি ফিরে এলে তিনি বলেন ঃ

তোমার কি হলো? আমি বললাম, আমি নাপাক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম ব্যক্তি নাপাক হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১

بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লাগলে।

٥٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ سَالْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِىُّ اَنَغْسِلُهُ اَوْ نَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِىْ ثَوْبِهِ اِلَي الصَّلاَةِ وَاَنَا اَرٰى اَثَرَ الْغُسْلِ فِيْهِ .

৫৩৬। আমর ইবনে মাইমূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র)-কে বীর্য লেগে যাওয়া পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা কি শুধু বীর্য লেগে যাওয়া অংশ ধৌত করবো, না গোটা কাপড়টিই ধৌত করবো? সুলায়মান (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লেগে গেলে তিনি তা পরিধেয় থেকে ধুয়ে ফেলতেন, অতঃপর ঐ কাপড় পরেই নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন এবং আমি তাতে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২

بَابُ فِىْ فَرْكِ الْمَنِىِّ مِنَ الثَّوْبِ

কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলা।

٥٣٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيْعًا عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ .

৫৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলতাম।

٥٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَاَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَاحْتَلَمَ فِيْهَا فَاسْتَحْىٰ اَنْ يُّرْسِلَ بِهَا وَفِيْهَا اَثَرُ الْاِحْتِلاَمِ فَغَمَسَهَا فِى الْمَاءِ ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ اَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّفْرُكَهُ بِاِصْبَعِهِ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاِصْبَعِىْ .

৫৩৮। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর ঘরে একজন মেহমান আসলে তিনি তার জন্য একটি হলুদ বর্ণের তোষক বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাতে মেহমানের স্বপ্নদোষ হলো এবং স্বপ্নদোষের চিহ্ন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে তোষকটি ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করে। তাই সে তা পানিতে ডুবিয়ে ধৌত করার পর সেটি তাকে ফেরত পাঠায়। তখন আয়েশা (রা) বলেন, সে আমাদের কাপড়টি কেন নষ্ট করলো? তার জন্য তো আঙ্গুল দিয়ে তাঁ খুঁটে ফেলাই যথেষ্ট ছিল। কখনো কখনো আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলেছি।

٥٣٩-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ اَجِدُهُ فِىْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَحُتُّهُ عَنْهُ .

৫৩৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড়ে বীর্যের চিহ্ন দেখে তা নিজ হাতে খুঁটে তুলে ফেলেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩

بَابُ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامَعُ فِيْهِ

সহবাসকালের পরিধেয় বস্ত্রে নামায পড়া।

٥٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَاَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُ فِيْهِ قَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ اَذًى .

৫৪০। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাপড় পরে সহবাস করতেন তা পরেই কি তিনি নামাযও পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ, যদি তাতে নাপাকী না লাগতো।[১২]

٥٤١-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْاَزْرَقُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَ الْخُشَنِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلّٰى بِنَا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُصَلِّي بِنَا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ اُصَلِّيْ فِيْهِ وَفِيْهِ اَيْ قَدْ جَامَعْتُ فِيْهِ .

৫৪১। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা থেকে পানির ফোটা পতিত হওয়া অবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন। তিনি আমাদের এক কাপড়ে নামায পড়ালেন, যার দুই প্রাপ্ত দুই (কাঁধে) বিপরীত দিকে ছিল। তিনি নামায শেষ করলে পর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে এক কাপড়ে নামায পড়ালেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তাতেই নামায পড়েছি এবং এই কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমি সহবাস করেছি।

٥٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا يَحْيَ بْنُ يُوْسُفَ الزِّمِّيُّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ حَكِيْمٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الرَّقِّيُّ قَالاَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ يَاْتِيْ فِيْهِ اَهْلَهُ قَالَ نَعَمْ اِلاَّ اَنْ يَّرٰى فِيْهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ .

৫৪২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন ব্যক্তি যে কাপড় পরে সহবাস করেছে সে কাপড় পরেই কি সে নামায পড়তে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে তাতে নাপাকী দৃষ্টিগোচর হলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

---

১২. সহবাস করাতে শুধু গোসল করা ফরয হয়। যে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় সহবাস করা হয়, তাতে নাপাক জিনিস লাগলেই কেবল তা নাপাক হয়। নাপাক না লাগলে তা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা।

٥٤٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ اَتَفْعَلُ هٰذَا قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ قَالَ اِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِاَنَّ اِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

৫৪৩। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) পেশাব করার পর উযু করলেন এবং তার চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন। তাকে বলা হলো, আপনিও কি এরূপ করেন? তনি বলেন, আমাকে কোন জিনিস তাতে বাধা দিবে? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (র) বলেন, জারীর (রা)-র হাদীস শুনে লোকেরা বিস্মিত হতো। কারণ তিনি সূরা আল-মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

٥٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ ثَنَا اَبِي وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ اَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

৫৪৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তার চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন।

٥٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ اَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৪৫। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতে বের হলেন। মুগীরা (রা) এক পাত্র পানিসহ তাঁর অনুসরণ করেন। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সেরে উযু করেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

٥٤٦- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَاى سَعْدَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ فَاجْتَمَعَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ اَفْتِ ابْنَ اَخِيْ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَمْسَحُ عَلٰى خِفَافِنَا لاَ نَرى بِذٰلِكَ بَاْسًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ نَعَمْ .

৫৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবনে মালেক (রা)-কে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করতে দেখে বলেন, আপনারাও এটা করছেন! এরপর তারা উভয়ে উমার (রা)-এর নিকট একত্র হলেন। সাদ (রা) উমার (রা)-কে বলেন, আমার এই ভাতিজাকে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ সম্পর্কে ফতওয়া দিন। উমার (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকাকালে আমাদের চামড়ার মোজার উপর মাসেহ করতাম। আমরা একে আপত্তিকর দেখতে পাইনি। ইবনে উমার (রা) বলেন, আর যদি সে পায়খানা সেরে আসে? তিনি বলেন, হাঁ (সে ক্ষেত্রেও)।

٥٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৪৭। আবদুল মুহাইমিন ইবনুল আব্বাস ইবনে সাহ্ল আস্-সাইদী (রা) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেছেন এবং আমাদেরকেও মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٥٤٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ فَاَمَّهُمْ .

৫৪৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, পানি আছে কি? তিনি উযু করেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন, অতঃপর সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাদের নামাযে ইমামতি করেন।

٥٤٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْكِنْدِيِّ عَنْ اَبِىْ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِيَّ اَهْدٰى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا .

৫৪৯। আবু বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। (হাবশা-রাজ) নাজাসী (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কালো রংয়ের একজোড়া চামড়ার মোজা উপহার পাঠান। তিনি তা পরিধান করেন, অতঃপর উযু করেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫

بَابُ فِيْ مَسْحِ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلِهِ

মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করা।

٥٥٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ .

৫৫০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসেহ করেন।

٥٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُنْذِرٌ ثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّاُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ دَفَعَهُ اِنَّمَا اُمِرْتُ بِالْمَسْحِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ هٰكَذَا مِنْ اَطْرَافِ الْاَصَابِعِ اِلٰى اَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالْاَصَابِعِ .

৫৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন সে উযু করছিল এবং তার চামড়ার

মোজাদ্বয় ধৌত করছিল। তিনি তাকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ আমাকে মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন ঃ এভাবে আঙ্গুলের মাথা থেকে নলার মূল পর্যন্ত এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা রেখা টানেন (পায়ের নলা পর্যন্ত)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ لِلْمُقِيْمِ وَالْمُسَافِرِ

মুকীম ও মোসাফিরের জন্য মাসেহ করার সময়সীমা।[১৩]

٥٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَانَّهُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنِّيْ فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ نَمْسَحَ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ .

৫৫২। শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি আলীর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো। কারণ তিনি এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব আমি আলী (রা)-এর নিকট পৌঁছে তাকে মাসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মাসেহ করার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ মুকীমের জন্য একাধারে এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য পূর্ণ তিন দিন পর্যন্ত।

٥٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثًا وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلٰى مَسْاَلَتِه لَجَعَلَهَا خَمْسًا .

৫৫৩। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন (মাসেহ করার মেয়াদ) নির্ধারণ করেছেন। যদি প্রশ্নকারী আবেদন করতে থাকতো তাহলে তিনি হয়তো পাঁচ দিন নির্ধারণ করতেন।

---

১৩. নিজ এলাকায় উপস্থিত ব্যক্তিকে 'মুকীম' এবং নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র (তিন দিন পদব্রজে গমনের দূরত্বের সমপরিমাণ দূরবর্তী স্থানে) গেলে তাকে 'মুসাফির' (ভ্রমণকারী) বলা হয় (অনুবাদক)।

٥٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ اَحْسِبُهُ قَالَ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

৫৫৪। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'তিন দিন' (রাবী বলেন) আমার ধারণামতে তিনি 'তিন রাত'ও বলেছেন, মুসাফিরের জন্য মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করার মেয়াদ।

٥٥٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ خَثْعَمٍ الثُّمَالِيُّ قَالَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الطُّهُوْرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ .

৫৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মোজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ কত? তিনি বলেন ঃ মুসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত।

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَبِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ قَالَ ثَنَا الْمُهَاجِرُ اَبُوْ مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ اِذَا تَوَضَّاَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ اَحْدَثَ وُضُوْءًا اَنْ يَّمْسَحَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةً .

৫৫৬। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। উযু করে মোজা পরিধানের পর উযু ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيْتٍ

অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাসেহ করা।

৫৫৭- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا يَحْىَ بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ رَزِيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ اُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ صَلِّى فِىْ بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلاَثًا حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ وَمَا بَدَا لَكَ .

৫৫৭। উবাই ইবনে ইমারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাড়িতে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমি কি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। রাবী বলেন, এক দিন? তিনি বলেন ঃ দুই দিন। রাবী বলেন, তাহলে তিন দিন? এভাবে তিনি সাত (দিন) পর্যন্ত পৌঁছেন। তিনি তাকে বলেন ঃ যত দিন তোমার ইচ্ছা হয়।[১৪]

৫৫৮- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَلَوِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَدِمَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ اَصَبْتَ السُّنَّةَ .

৫৫৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিসর থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসেন। উমার (রা) বলেন, কবে থেকে তুমি মোজা খোলনি? তিনি বলেন, এক জুমুআর দিন থেকে পরবর্তী জুমুআর দিন পর্যন্ত। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাতকে পেয়ে গেছো।

---

১৪. মাত্র তিন দিনই মোজার উপর মাসেহ করা যাবে। মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমত অনুযায়ী এটি যঈফ হাদীস (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

সুতি মোজা ও জুতার উপরিভাগ মাসেহ করা।

٥٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ عَنِ الْهُذَيْلِ ابْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

৫৫৯। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং সুতি মোজাদ্বয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসেহ করেন।[১৫]

٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ وَبِشْرُ بْنُ اٰدَمَ قَالاَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ عِيْسَى بْنِ سِنَانٍ عَنِ الضَّحَّاكِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . قَالَ الْمُعَلَّى فِيْ حَدِيْثِهِ لاَ اَعْلَمُهُ الاَّ قَالَ وَالنَّعْلَيْنِ

৫৬০। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং সুতি মোজাদ্বয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসেহ করেন। মুআল্লা (র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, আমি অবশ্যি জানি যে, তিনি জুতা জোড়ার কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

পাগড়ির উপর মাসেহ করা।

٥٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

---

১৫. আরবী ভাষায় চামড়ার মোজাকে বলে 'খুফ্ফ' এবং মোটা কাপড়ের মোজাকে বলে 'জাওরাব'। কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করা যাবে কি না এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে (অনু.)।

৫৬১। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসেহ করেছেন।

٥٦٢- حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ .

৫৬২। জাফর ইবনে আমর (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চামড়ার মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

٥٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِى الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ مَوْلٰى زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَاى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوْءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلٰى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

৫৬৩। যায়েদ ইবনে সূহান (রা)-র মুক্তদাস আবু মুসলিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান (রা)-র সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে উযু করার উদ্দেশে তার চামড়ার মোজাদ্বয় খুলতে দেখে তাকে বলেন, তুমি তোমার মোজাদ্বয়ের উপর, তোমার পাগড়ীর উপর ও তোমার মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মোজাদ্বয় ও পাগড়ীর উপর মাসেহ করতে দেখেছি।

٥٦٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ طَاهِرٍ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ مَعْقِلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّاَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .

৫৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতরী পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উযু করতে দেখেছি। তিনি তাঁর পাগড়ীর নিম্নভাগ দিয়ে তাঁর হাত প্রবেশ করিয়ে তাঁর মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করেন এবং পাগড়ী খুলেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّيَمُّمِ

তাইয়াম্মুমের বিবরণ।

٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ قَالَ سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ فَتَخَلَّفَتْ لاِلْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِىْ حَبْسِهَا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَةَ فِى التَّيَمُّمِ قَالَ فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ اِلَى الْمَنَاكِبِ قَالَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ اِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ .

৫৬৫। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-র গলার হার হারিয়ে গেলে তিনি তার সন্ধানে পেছনে থেকে গেলেন। আবু বাক্‌র (রা) আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে লোকদের অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটানোর জন্য তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তখন মহামহিম আল্লাহ তাইয়াম্মুমের অনুমতি সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। রাবী বলেন, আমরা সেদিন থেকে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করে আসছি। রাবী বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আয়েশা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি জানতাম না যে, তুমি এত কল্যাণময়ী।

٥٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ ابْنِ يَاسِرٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَنَاكِبِ .

৫৬৬। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাঁধ পর্যন্ত মাসেহ করেছি।

٥٦٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيْعًا عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ لِيَ الاَرْضُ مَسْجِداً وَّطَهُوْراً .

৫৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।

٥٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِيْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَلَمَّا اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ ابْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْراً فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً .

৫৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসমা (রা)-র নিকট থেকে একটি হার ধার নেন এবং সেটি হারিয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটির খোঁজে লোক পাঠান। ইত্যবসরে তাদের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা বিনা উযুতে নামায পড়েন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) আয়েশা (রা)-কে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্‌র শপথ! যখনই আপনার উপর কোন কঠিন বিপদ এসেছে, তখনই আল্লাহ তা থেকে আপনার জন্য নাজাতের পথ বের করে দিয়েছেন এবং তাতে মুসলমানদের জন্য বরকত রেখেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَّاحِدَةً

তাইয়াম্মুম করার জন্য মাটিতে একবার হাত মারবে।

٥٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنِّيْ اَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ اَمَا تَذْكُرُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ اَنَا وَاَنْتَ فِيْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَاَمَّا اَنْتَ

فَلَمْ تُصَلِّ وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِى التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ .

৫৬৯। আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এসে বললো, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাচ্ছি না (এখন কি করি)? উমার (রা) বলেন, তুমি নামায পড়ো না। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ আছে, আমি ও আপনি যখন এক যুদ্ধাভিযানে যোগদান করেছিলাম, আমরা অপবিত্র হয়ে পড়লাম, কিন্তু পানি পাইনি? তখন আপনি নামায পড়েননি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করি, অতঃপর নামায পড়ি। এরপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ঐ ঘটনা বর্ণনা করি। তিনি বলেন ঃ এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করার পর তাতে ফুঁ দেন, তারপর দুই হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করেন।

٥٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ اَنَّهُمَا سَاَلاَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفٰى عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ عَمَّاراً اَنْ يَّفْعَلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَمَسَحَ عَلٰى وَجْهِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَيَدَيْهِ وَقَالَ سَلَمَةُ وَمِرْفَقَيْهِ .

৫৭০। আল-হাকাম ও সালামা ইবনে কুহাইল (র) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট তাইয়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মার (রা)-কে এভাবে তাইয়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় ঝেড়ে তার মুখমণ্ডল ও (হাকামের বর্ণনায়) উভয় হাত মাসেহ করেন। সালামা (র) বলেন, তিনি তার দুই হাতের কনুই সমেত মাসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২

بَابُ فِى التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

তাইয়াম্মুমে মাটিতে দুইবার হাত মারা।

٥٧١- حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو السَّرْحِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ

يَاسِرٍ حِيْنَ تَيَمَّمُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ الْمُسْلِمِيْنَ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِوُجُوْهِهِمْ مَسْحَةً وَّاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً أُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ .

৫৭১। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। যখন মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে তাইয়াম্মুম করেন, তখন তিনি মুসলমানদের নির্দেশ দিলে তারা তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন, কিন্তু মাটি থেকে কিছুই নেননি। এরপর তারা তাদের মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করেন। তারা পুনর্বার তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন এবং তাদের হাতসমূহ মাসেহ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩

بَابُ فِى الْمَجْرُوْحِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلٰى نَفْسِهِ اِنِ اغْتَسَلَ

আহত ব্যক্তি অপবিত্র হওয়ার পর গোসল করলে তার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করলে।

٥٧٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ ابْنُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى الْعِشْرِيْنَ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ اَنَّ رَجُلاً اَصَابَهُ جُرْحٌ فِىْ رَأْسِهِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَصَابَهُ احْتِلاَمٌ فَاُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِىِّ السُّؤَالُ قَالَ عَطَاءٌ وَبَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ اَصَابَهُ الْجِرَاحُ .

৫৭২। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হলো, অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলো। তাকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হলে সে গোসল করলো। ফলে সে সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলো। এই সংবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক কি জিজ্ঞাসা নয়? আতা (র) বলেন, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে যদি তার শরীর ধৌত করতো এবং তার মাথা বাদ দিতো!

অনুচ্ছেদ : ৯৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অপবিত্রতার গোসল।

٥٧٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَاَ الْاِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

৫৭৩। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রেখে দিলে তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন। তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে পানির পাত্রটি কাত করে তাঁর ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দুই হাতের তালু কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় মাটিতে ঘষেন, অতঃপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং দুই হাত তিন বার ধুইলেন, অতঃপর নিজের সমস্ত শরীরে পানি ঢালেন, তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর দুই পা ধৌত করেন।

٥٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا صَدَقَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ الْحَنَفِىُّ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِىُّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِىْ وَخَالَتِىْ فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَاَلْنَاهَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يُفِيْضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُدْخِلُهَا الْاِنَاءَ ثُمَّ يَغْسِلُ رَاْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَقُوْمُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاَمَّا نَحْنُ فَاِنَّا نَغْسِلُ رُءُوْسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ مِنْ اَجْلِ الضَّفْرِ .

৫৭৪। জুমাই ইবনে উমাইর আত-তাইমী (র) বলেন, আমি আমার ফুফু ও খালার সাথে আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্রতার গোসলে কি কি করতেন? আয়েশা (রা) বলেন, তিনি প্রথমে তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালতেন, অতঃপর হাত পানির পাত্রে ঢুকাতেন, অতঃপর তিনবার মাথা ধৌত করতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়াতেন। আর আমরা আমাদের মাথার চুল ঘন হওয়ায় তা পাঁচবার ধৌত করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫

بَابُ الْوُضُوْءِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

গোসলের পর উযু করা।

٥٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلاَثَ اَكُفٍّ .

৫৭৫। জুবাইর ইবনে মুত্ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি তো হাত ভর্তি করে তিনবার আমার মাথায় পানি ঢেলে থাকি।

٥٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيْعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلاَثًا فَقَالَ الرَّجُلُ اِنَّ شَعْرِىْ كَثِيْرٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَكْثَرَ شَعْرًا مِّنْكَ وَاَطْيَبَ .

৫৭৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনবার। লোকটি বললো, আমার মাথার চুল তো বেশ ঘন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল তোমার চুলের চাইতে অধিক ঘন ছিল এবং তিনি (তোমার চাইতে) অধিক পবিত্রতা সচেতন ছিলেন।

٥٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا فِىْ اَرْضٍ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ﷺ اَمَّا اَنَا فَاَحْثُوْ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلاَثًا .

৫৭৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি শীতপ্রধান অঞ্চলে কিভাবে নাপাকির গোসল করবো?। তিনি বলেন ঃ আমি তো হাতে পানি নিয়ে তিনবার আমার মাথায় ঢেলে থাকি।

٥٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَاَلَهُ رَجُلٌ كَمْ اُفِيْضُ عَلٰى رَاْسِىْ وَاَنَا جُنُبٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْثُوْ عَلٰى رَاْسِهٖ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ قَالَ الرَّجُلُ اِنَّ شَعْرِىْ طَوِيْلٌ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرَ شَعْرًا مِّنْكَ وَاَطْيَبَ .

৫৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, অপবিত্রতার গোসলে আমি আমার মাথায় কতবার পানি ঢালবো? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত ভর্তি করে তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। লোকটি বললো, আমার চুল তো খুব লম্বা। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল ছিল তোমার চুলের চাইতে অধিক (লম্বা) এবং (তিনি ছিলেন) অধিক পবিত্রতা সচেতন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬

بَابُ فِى الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

গোসলের পর উযুর প্রয়োজন নাই।

٥٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِىُّ قَالُوْا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّاُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

৫৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসলের পর উযু করতেন না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭

بَابُ فِى الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَاَتِهٖ قَبْلَ اَنْ تَغْتَسِلَ

নাপাকির গোসল সেরে স্ত্রীর গোসলের পূর্বে তাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করা।

٥٨٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِىْ قَبْلَ اَنْ اَغْتَسِلَ .

৫৮০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসল করার পর এবং আমার গোসলের পূর্বে আমাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮

بَابُ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً

নাপাকির গোসল না সেরে ঘুমানো।

٥٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً حَتّٰى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلَ .

৫৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হতেন, তারপর গোসল না করেই ঘুমিয়ে যেতেন, অতঃপর উঠে গোসল করতেন।

٥٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَتْ لَهُ اِلٰى اَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .

৫৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন মনে করলে তা পূর্ণ করতেন, অতঃপর সেই অবস্থায় গোসল না করে ঘুমিয়ে যেতেন।

٥٨٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُ الْحَدِيْثَ يَوْمًا فَقَالَ لِيْ اِسْمَاعِيْلُ يَا فَتًى يُشَدُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِشَيْءٍ .

৫৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হতেন, অতঃপর গোসল না করে সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি একদিন এই হাদীস বর্ণনা করলে ইসমাঈল (র) আমাকে বলেন, হে যুবক! হাদীসটি কোন কিছুর সাথে মজবুত করে বেঁধে রাখা হোক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَنَامُ الْجُنُبُ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ

যে ব্যক্তি বলে, নাপাক ব্যক্তি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করা ব্যতীত ঘুমাবে না।

٥٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫৮৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপবিত্র হওয়ার পর ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তার পূর্বে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন।

٥٨٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّاَ .

৫৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, সে উযু করে নিলে পারবে।

٥٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثْمَانَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ كَانَ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَيُرِيْدُ اَنْ يَّنَامَ فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّتَوَضَّاَ ثُمَّ يَنَامَ .

৫৮৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাতের বেলা অপবিত্র হতেন, অতঃপর ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উযু করে ঘুমানোর নির্দেশ দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০

بَابُ فِي الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

নাপাক ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করতে চাইলে আগে উযু করে নিবে।

٥٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ .

৫৮৭। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ স্ত্রীসহবাসের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উযু করে নেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَّغْتَسِلُ مِنْ جَمِيْعِ نِسَائِهِ غُسْلاً وَّاحِداً

যে ব্যক্তি সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করে।

٥٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ وَاَبُوْ اَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ .

৫৮৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাসশেষে একবার গোসল করতেন।

٥٨٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيْعِ نِسَائِهِ فِىْ لَيْلَةٍ

৫৮৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোসলের পানি প্রস্তুত করে রাখলাম। তিনি একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২

بَابُ فِيْمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلاً

যে ব্যক্তি প্রতিবার সহবাসের পর গোসল করে।

٥٩٠- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَانَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمٰى عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ طَافَ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ لَيْلَةٍ وكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَّاحِداً فَقَالَ هُوَ اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ

৫৯০। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাতে তাঁর স্ত্রীগণের সাথে সহবাস করলেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাসের পর পর গোসল করেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? তিনি বলেন ঃ সেটি অধিকতর বিশুদ্ধ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩

بَابُ فِى الْجُنُبِ يَاْكُلُ وَيَشْرَبُ

যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় পানাহার করে।

٥٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَوَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّاَ .

৫৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিতেন।

٥٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ صُبَيْحٍ ثَنَا اَبُوْ اُوَيْسٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ اَوْ يَاْكُلُ اَوْ يَشْرَبُ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .

৫৯২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপবিত্র ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, সে কি ঘুমাতে বা পানাহার করতে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যদি সে তার নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪

بَابُ مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

যে ব্যক্তি বলে, তার দুই হাত ধোয়াই যথেষ্ট।

٥٩٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ .

৫৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করলে তাঁর দুই হাত ধুয়ে নিতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ

বিনা উযুতে কুরআন তিলাওয়াত করা।

٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِى الْخَلاَءَ فَيَقْضِى الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَاْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ وَلاَ يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ وَلاَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ اِلاَّ الْجَنَابَةُ .

৫৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে বের হয়ে এসে আমাদের সাথে রুটি ও গোশত খেতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁকে কোন জিনিস এ থেকে বিরত রাখতো না। রাবী কখনো কখনো বলতেন, গোসলের প্রয়োজন হয় এরূপ নাপাক অবস্থা ব্যতীত কোন জিনিস তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতো না।

٥٩٥-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ .

৫৯৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক কুরআন তিলাওয়াত করবে না।

٥٩٦- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ وَثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْاٰنِ .

৫৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক কুরআনের কিছুই তিলাওয়াত করবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬

بَابُ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

প্রতিটি লোমকূপে নাপাক আছে।

٥٩٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَاَنْقُوا الْبَشَرَةَ .

৫৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে। অতএব তোমরা লোমকূপ উত্তমরূপে ধৌত করো এবং দেহের চামড়া পরিষ্কার করো।

٥٩٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِىْ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا اَدَاءُ الْاَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَاِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً .

৫৯৮। আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং আমানত ফেরত দেয়া এদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। আমি বললাম, আমানত ফেরত দেয়ার অর্থ কি? তিনি বলেন ঃ নাপাকির গোসল করা। কেননা প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে।

৫৯৯- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْاَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِّنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِىْ وَكَانَ يَجُزُّهُ .

৫৯৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নাপাকির গোসলে তার দেহের একটি পশমও (না ধুয়ে) ছেড়ে দেয়, সে গোসলই করেনি। তাকে দোযখের এই এই শাস্তি দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, এরপর থেকে আমি আমার চুলের সাথে শত্রুতা করে আসছি। তিনি তার মাথা মুণ্ডন করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭

بَابُ فِى الْمَرْاَةِ تَرٰى فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও স্বপ্নদোষ হয়।

٦٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَاَلَتْهُ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرى فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ فَقُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا اِذاً .

৬০০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলাইম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন যে, স্ত্রীলোকের যদি পুরুষ লোকের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয় তবে কি করবে? তিনি বলেন ঃ হাঁ, সে পানি (বীর্য) দেখতে পেলে যেন গোসল করে। আমি বললাম, তুমি তো নারীদের অবমাননা করলে। মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার হাত ধুলিমলিন হোক, তা না হলে সন্তান মাতৃসদৃশ হয় কেন?

٦٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرٰى

فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَتْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَكُوْنُ هٰذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَاَيُّهُمَا سَبَقَ اَوْ عَلاَ اَشْبَهَهُ الْوَلَدُ .

৬০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মু সুলাইম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেন, পুরুষের ন্যায় কোন নারীর স্বপ্নদোষ হলে সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তার স্বপ্নদোষ হয় এবং তার বীর্যপাত হয়, তবে তাকে গোসল করতে হবে। উম্মু সালামা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাই কি হয়? তিনি বলেন ঃ হাঁ। পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা হলদে রংবিশিষ্ট। সুতরাং এদের মধ্যে যার বীর্য আগে স্খলিত হয়, সন্তান তার সদৃশ হয়।

٦٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرَى فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتّٰى تُنْزِلَ كَمَا اَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتّٰى يُنْزِلَ .

৬০২। খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, পুরুষের ন্যায় নারীর স্বপ্নদোষ হলে? তিনি বলেন ঃ বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোসল করা তার কর্তব্য নয়, যেমন পুরুষের বীর্যপাত না হলে গোসল করতে হয় না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

মহিলাদের নাপাকির গোসল।

٦٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ فَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىَ عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِّنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِىْ عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِيْنَ اَوْ قَالَ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ .

৬০৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার চুলের খোপা খুব শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি নাপাকির গোসল করতে কি তা খুলে নিব? তিনি বলেন ঃ তোমার হাতে করে তিনবার মাথায় পানি ঢাললেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর তুমি তোমার সমস্ত দেহে পানি ঢেলে দিবে এবং তাতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে অথবা তিনি বলেছেন ঃ এরূপ করলেই তুমি পবিত্র হয়ে গেলে।

٦٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ اِذَا اغْتَسَلْنَ اَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوْسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هٰذَا اَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ اَنْ يَّحْلِقْنَ رُءُوْسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فَلاَ اَزِيْدُ عَلٰى اَنْ اُفْرِغَ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلاَثَ اِفْرَاغَاتٍ .

৬০৪। উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) তার স্ত্রীদের (নাপাকির) গোসলের সময় তাদের মাথার চুলের খোপা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমরের পুত্রের এ কাজে আশ্চর্য বোধ করছি। সে তার স্ত্রীগণকে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় না কেন? অবশ্যই আমি ও আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করেছি। আমি আমার হাতে তিনবার পানি নিয়ে আমার মাথায় ঢেলেছি, এর বেশি নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯

بَابُ الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ اَيُجْزِئُهُ

নাপাক ব্যক্তি পানিতে ঝাপিয়ে পড়লে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে কি?

٦٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسٰى وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً .

৬০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে নাপাকির গোসল না করে। তিনি বলেন, তাহলে সে কিভাবে গোসল করবে, হে আবু হুরায়রা! তিনি বলেন, কোন পাত্রে পানি তুলে নিয়ে গোসল করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০

بَابُ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ

বীর্যপাতে গোসল অপরিহার্য হয়।

٦٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ ثَنَا غُنْدَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ لَعَلَّنَا اَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ اُقْحِطْتَ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ .

৬০৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর নিকট দিয়ে গেলেন এবং তাকে ডেকে পাঠালেন। সে বেরিয়ে এলো এবং তখন তার মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি বলেন ঃ সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি? সে বললো, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলেন ঃ যখন তোমার তাড়াহুড়া করতে হয় এবং তোমার বীর্যপাত না হয়, তখন তোমার জন্য গোসল অপরিহার্য নয়, তুমি উযু করে নিবে।

٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سُعَادٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ .

৬০৭। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وُجُوْبِ الْغُسْلِ اذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান একত্র হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

٦٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ اَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا .

৬০৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়। আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছি এবং আমরা গোসল করেছি।

٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ عُمَرَ اَنْبَانَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنْبَانَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةٌ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلاَمِ ثُمَّ اُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ .

৬০৯। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব ছিল না। অতঃপর আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়।

٦١٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৬১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট হয় এবং তার সাথে সংগম করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়।

٦١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا الْتَقَي الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ .

৬১১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২

بَابُ مَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً

যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু সে ভিজা দেখতে পায় না।

٦١٢-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَاٰى بَلَلاً وَلَمْ يَرَ اَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَاِذَا رَاٰى اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ

৬১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠে ভিজা দেখতে পায় কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে না পড়ে তাহলে সে গোসল করবে। অপরদিকে তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হলে, কিন্তু ভিজা দেখতে না পেলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩

بَابُ مَا جَاءَ فِى الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

গোসলের সময় আড়ালের ব্যবস্থা করা।

٦١٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ وَاَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ الْفَلاَّسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى قَالُوْا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ الْوَلِيْدِ اَخْبَرَنِىْ مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِىْ فَاُوَلِّيْهِ قَفَاىَ وَاَنْشُرُ الثَّوْبَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ .

৬১৩। আবুস সাম্‌হ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। তিনি গোসলের ইচ্ছা করলে বলতেন ঃ আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াও। আমি তাঁর দিকে আমার পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতাম এবং কাপড় লম্বা করে তা দিয়ে তাকে আড়াল করতাম।

٦١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ نَوْفَلٍ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَبَّحَ فِىْ سَفَرٍ فَلَمْ اَجِد اَحَدًا يُخْبِرُنِىْ حَتّٰى اَخْبَرَتْنِىْ اُمُّ هَانِىءٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ فَاَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ .

৬১৪। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সফররত অবস্থায় চাশতের নামায পড়তেন? আমাকে অবহিত করার মত কাউকে আমি পেলাম না। অবশেষে উম্মু হানী বিনতে আবু তালিব (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে আসেন। তিনি আড়াল করার জন্য নির্দেশ দেন। সেমতে তাঁর জন্য আড়ালের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি গোসল করেন, অতঃপর আট রাকআত (চাশতের) নামায পড়েন।

٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ اَبُوْ يَحْيَ الْحِمَّانِىُّ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عِمَارَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلَنَّ اَحَدُكُمْ بِاَرْضٍ فَلاَةٍ وَّلاَ فَوْقَ سَطْحٍ لاَ يُوَارِيْهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ يَرٰى فَاِنَّهُ يُرٰى .

৬১৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন আড়ালের ব্যবস্থা না করে উন্মুক্ত ময়দানে কিংবা ছাদের উপরে গোসল না করে। কারণ সে তাঁকে না দেখলেও তিনি (আল্লাহ) তাকে দেখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى النَّهْىِ لِلْحَاقِنِ اَنْ يُّصَلِّىَ

পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া নিষেধ।

٦١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَاْ بِهِ .

৬১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পায়খানায় যাওয়ার মনস্থ করলে এবং নামাযের ইকামতও হতে থাকলে সে যেন প্রথমে পায়খানা সেরে নেয়।

٦١٧-حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السَّفْرِ ابْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ .

৬১৭। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٦١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ اِدْرِيْسَ الاَوْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلاَةِ وَبِهِ اَذًى .

৬১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামাযে না দাঁড়ায়।

٦١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ حَيِّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَقُوْمُ اَحَدُ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ .

৬১৯। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলমানের পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সে যেন তা থেকে হালকা না হয়ে নামাযে না দাঁড়ায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِىْ قَدْ عُدَّتْ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا قَبْلَ اَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

ঋতুবর্তী নারীর হায়েযের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হলে।

٦٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ

اَبِىْ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِىْ اِذَا اَتٰى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّى فَاِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِى ثُمَّ صَلِّىْ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ .

৬২০। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) তাকে বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে ঋতুস্রাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ। সুতরাং তুমি লক্ষ্য রাখবে যে, তোমার হায়েয শুরু হলে নামায পড়বে না। হায়েযকাল উত্তীর্ণ হলে পর তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে, অতঃপর দুই হায়েযের মধ্যবর্তী কালে নামায পড়বে।

٦٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ هٰذَا حَدِيْثُ وَكِيْعٍ .

৬২১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অনবরত রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না, বরং এটি হচ্ছে একটি শিরাজনিত রোগ এবং এটা হায়েযের রক্ত নয়। অতএব তোমার ঋতুস্রাব দেখা দিলে তুমি নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তুমি রক্ত ধুয়ে ফেলে নামায পড়বে।

٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اِمْلاَءً عَلَىَّ مِنْ كِتَابِهِ وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِى اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً طَوِيْلَةً قَالَتْ فَجِئْتُ اِلَي النَّبِىِّ ﷺ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ

قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ اُخْتِىْ زَيْنَبَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَمَا هِىَ اَىْ هَنْتَاهُ قُلْتُ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيْلَةً كَبِيْرَةً وَقَدْ مَنَعَتْنِىَ الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ فَمَا تَأْمُرُنِىْ فِيْهَا قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قُلْتُ هُوَ اَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ .

৬২২। উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইস্তিহাযার রক্ত খুব বেশি দিন ধরে নির্গত হতো। আমি এ ব্যাপারে সমাধান জানতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে আমার বোন যয়নবের নিকট পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন ঃ তা কি, হে আমার প্রিয় শ্যালিকা? আমি বললাম, আমার খুব বেশি পরিমাণে দীর্ঘ সময় ধরে ইস্তিহাযার রক্ত আসে, যা আমাকে নামায-রোযা থেকে বিরত রাখে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেন, আমি তোমাকে তুলার পট্টি ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তা রক্ত প্রতিরোধক। আমি বললাম, তা পরিমাণে আরও বেশি।... পরবর্তী বর্ণনা শারীকের হাদীসের অনুরূপ।

٦٢٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا اُسَامَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَاَةٌ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ دَعِى قَدْرَ الْاَيَّامِ وَاللَّيَالِى الَّتِىْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَاسْتَذْفِرِى (وَاسْتَثْفِرِىْ) بِثَوْبٍ وَصَلِّى .

৬২৩। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহীলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমাধান জানতে চেয়ে বলেন, আমার অনবরত রক্তস্রাব হয়, আমি কখনো পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না, বরং তুমি তোমার হায়েযের মেয়াদে নামায ত্যাগ করো। আবু বাক্‌র (র)-এর রিওয়ায়াতে আছে ঃ প্রতি মাসে হায়েযের সমপরিমাণ মেয়াদ নির্ধারণ করো, অতঃপর গোসল করে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায পড়ো।

٦٢٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ

فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَاَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيضَةِ اجْتَنِبِى الصَّلاَةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ .

৬২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামায ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন ঃ না, এটা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ, এটা হায়েযের রক্ত নয়। তুমি তোমার হায়েযের মেয়াদকাল নামায থেকে বিরত থাকো, অতঃপর গোসল করো এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়ো, যদিও নামাযের পাটিতে রক্ত পড়ে।

٦٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْمَاعِيْلُ ابْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّىْ

৬২৫। আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইস্তিহাযায় (রক্তপ্রদরে) আক্রান্ত নারী তার হায়েযের মেয়াদকাল নামায ত্যাগ করবে। এরপর সে গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে এবং নামায-রোযা করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ اِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلٰى اَيَّامِ حَيْضِهَا

কোন নারীর ইস্তিহাযা ও হায়েযের রক্ত গোলমাল হয়ে গেলে হায়েযের মেয়াদের উপর নির্ভর করা যাবে না।

٦٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اسْتُحِيْضَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِىَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِيْنَ

فَشَكَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِيْ مِرْكَنٍ لِاُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى اِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُوا الْمَاءَ .

৬২৬। উরওয়া ইবনুয যুবাইর ও আমরা বিনতে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ (রা)-র ইস্তিহাযা (রক্তপ্রদর) হলো। তিনি সাত বছর তার স্ত্রীত্বে ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করলে তিনি বলেন ঃ এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং তা একটি শিরাজনিত রোগ। তোমার হায়েয শুরু হলে তুমি নামায ছেড়ে দিবে এবং হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে তুমি গোসল করে নামায পড়বে। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর তিনি প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করে নামায পড়তেন। তিনি তার বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-এর পানির পাত্রে বসতেন, এমনকি রক্তের লাল রংয়ে পানি রঞ্জিত হয়ে যেত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ اِذَا ابْتَدَئَتْ مُسْتَحَاضَةً اَوْ كَانَ لَهَا اَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

যে কুমারী মেয়ের প্রথমেই ইস্তিহাযা এসেছে অথবা সে তার হায়েযের মেয়াদ ভুলে গেছে।

٦٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَأَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا اسْتُحِيْضَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيْدَةً قَالَ لَهَا احْتَشِيْ كُرْسُفًا قَالَتْ لَهُ اِنَّهُ اَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اِنِّيْ اَثُجُّ ثَجًّا قَالَ تَلَجَّمِيْ وَتَحَيَّضِيْ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ غُسْلاً فَصَلِّيْ

وَصُومِيْ ثَلاَثَةً وَعِشْرِيْنَ اَوْ اَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ وَاَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِيْ لَهُمَا غُسْلاً وَاَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِيَ لَهُمَا غُسْلاً وَهٰذَا اَحَبُّ الاَمْرَيْنِ اِلَيَّ .

৬২৭। হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তার ইস্তিহাযা শুরু হলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমার প্রচুর পরিমাণে হায়েযের রক্ত আসে। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি তুলার পট্টি ব্যবহার করো। হামনা (রা) তাকে বলেন, তা অত্যধিক। আমার সারাক্ষণই স্রাব হতে থাকে। তিনি বলেন ঃ তাহলে স্রাব নির্গত স্থানে কাপড়ের পট্টি বাঁধো এবং প্রতি মাসের ছয় বা সাত দিন হায়েযের মেয়াদ গণ্য করো, যোহরের নামায বিলম্বে (ওয়াক্তের শেষ দিকে) ও আসরের নামায জলদি (ওয়াক্তের প্রথমভাগে) পড়ো এবং এই নামাযদ্বয়ের জন্য একবার গোসল করো। অনুরূপভাবে মাগরিবের নামায বিলম্বে ও এশার নামায জলদি পড়ো এবং এই দুই নামাযের জন্য একবার গোসল করো। এই পন্থা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮

بَابُ فِيْ مَا جَاءَ فِيْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

পরিধেয় বস্ত্রে হায়েযের রক্ত লাগলে।

٦٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ اَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِيْهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيْهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ .

৬২৮। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিধানের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তা পানি ও বরই পাতা দিয়ে ধৌত করো এবং কাঠি দিয়ে হলেও তা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করো।

٦٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُوْنُ فِي الثَّوْبِ قَالَ اقْرُصِيْهِ وَاغْسِلِيْهِ وَصَلِّي فِيْهِ .

৬২৯। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পরিধানের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তার বিধান জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ তা খুঁটে ফেলে ধৌত করো এবং তা পরেই নামায পড়ো।

٦٣٠- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ .

৬৩০। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় পৌঁছে সে তার পরিধেয় থেকে রক্তের দাগ খুঁটে তুলে রগড়িয়ে ধৌত করতো, অতঃপর গোটা কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিতো, অতঃপর সেই কাপড়ে নামায পড়তো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯

بَابُ الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

হায়েযগ্রস্ত নারী কাযা নামায আদায় করবে না।

٦٣١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ تَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

৬৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি কাযা নামায আদায় করবে? আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তুমি কি হারূরিয়া (খারিজী) নারী? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদের হায়েয হতো, অতঃপর আমরা পবিত্র হতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কাযা নামায আদায় করার নির্দেশ দেননি।[১৬]

---

১৬. নারীদের মাসিক ঋতুস্রাবকে হায়েয বলে। এ অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা জায়েয নেই। পবিত্র হওয়ার পর রোযা কাযা করতে হবে এবং ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করতে হবে না। পবিত্র কুরআন মজীদও তিলাওয়াত করা যাবে না। তবে কুরআনের দোয়া সম্পর্কিত আয়াত ও দোয়া-দুরূদ পড়া যবে। ছাত্রীগণ, বিশেষত পরীক্ষার মৌসুমে, উক্ত অবস্থায় কুরআন থেকে তাদের পাঠ্যভুক্ত অংশ পড়তে পারবেন (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০

بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদ থেকে কিছু নেয়া।

٦٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ اِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِيْ يَدِكِ .

৬৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ মসজিদ থেকে চাটাইটি তুলে আমাকে এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো হায়েযগ্রস্ত। তিনি বললেন ঃ তোমার হায়েযের নাপাক তো আর তোমার হাতে লেগে নেই।

٦٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْنِيْ رَأْسَهُ اِلَيَّ وَاَنَا حَائِضٌ وَهُوَ مُجَاوِرٌ يَعْنِيْ مُعْتَكِفًا فَاَغْسِلُهُ وَاُرَجِّلُهُ .

৬৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথা আমার নিকট এগিয়ে দিতেন। আমি তখন ঋতুবতী ছিলাম। আমি তাঁর মাথা ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিতাম।

٦٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِيْ حِجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ .

৬৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়েযগ্রস্ত থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথা আমার কোলে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২১

بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَاَتِهِ اِذَا كَانَتْ حَائِضًا

হায়েযগ্রস্ত নারীর থেকে তার স্বামী সেবা গ্রহণ করতে পারে।

٦٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ يَحْىَ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَاْتَزِرَ فِىْ فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ .

৬৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার লজ্জাস্থানে শক্ত করে পাজামা বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তিনি তার সাথে আলিঙ্গন করতেন।[১৭] তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম ছিলেন!

٦٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا حَاضَتْ اَمَرَهَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تَاْتَزِرَ بِاِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৬৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার (লজ্জাস্থানে) পাজামা শক্তভাবে বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তাকে আলিঙ্গন করতেন।

٦٣٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا اَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ لِحَافِهِ فَوَجَدْتُ مَا

---

১৭. 'তাকে আলিঙ্গন করতেন' মূলে আছে "ইউবাশিরুহা" তার অর্থ "তার সাথে একই বিছানায় ঘুমাতেন' হতে পারে অথবা সহবাস ব্যতীত অন্য কিছু করাও হতে পারে (অনুবাদক)।

تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللِّحَافِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَفِسْتِ قُلْتُ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ قَالَ ذٰلِكَ مَا كَتَبَ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ قَالَتْ فَانْسَلَلْتُ فَاَصْلَحْتُ مِنْ شَاْنِىْ ثُمَّ رَجَعْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَالِىْ فَادْخُلِىْ مَعِىْ فِى اللِّحَافِ قَالَتْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ .

৬৩৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একত্রে তাঁর লেপের ভিতর ছিলাম। নারীদের যে হায়েয হয় আমার তা শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে, আমি লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হায়েয হয়েছে? আমি বললাম, নারীদের যেরূপ হায়েয হয়, আমিও সেরূপ অনুভব করছি। তিনি বলেন ঃ এটা তো এমন জিনিস, যা আল্লাহ আদম (আ)-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি বের হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা ঠিকঠাক করে ফিরে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ এসো এবং আমার সংগে লেপের মধ্যে ঢোকো। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে লেপের মধ্যে ঢুকলাম।

٦٣٨- حَدَّثَنَا الْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَاَلْتُهَا كَيْفَ تَصْنَعِيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْحَيْضَةِ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا فِىْ فَوْرِهَا اَوَّلَ مَا تَحِيْضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا اِزَارًا اِلٰى اَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৬৩৮। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঋতুবর্তী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কিরূপ করো? তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়েয শুরু হলে, তখনই তিনি তার পাজামা দুই উরুর মাঝ বরাবর শক্ত করে বেঁধে নিতেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শুয়ে পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২২

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِتْيَانِ الْحَائِضِ

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ।

٦٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيْمٍ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِىْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَتٰى حَائِضًا اَوِ امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ

৬৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহ্র কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩

بَابُ فِىْ كَفَّارَةِ مَنْ اَتٰى حَائِضًا

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে তার জরিমানা (কাফ্‌ফারা)।

٦٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِىْ عَلِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الَّذِىْ يَأْتِى امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

৬৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো, তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে এক দীনার বা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪

بَابُ فِى الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْسِلُ

ঋতুবতী নারীর গোসলের নিয়ম।

٦٤١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا انْقُضِى شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِىْ قَالَ عَلِيٌّ فِىْ حَدِيْثِهِ انْقُضِى رَأْسَكِ .

৬৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় বলেন ঃ তোমার মাথার চুল খুলে গোসল করো। অধস্তন রাবী আলী (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তোমার মাথার চুল খুলে ফেলো।

٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَحِيْضِ فَقَالَ تَأْخُذُ اِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ اَوْ تَبْلُغُ فِى الطُّهُوْرِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَاْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتَّى يَبْلُغَ شُئُوْنَ رَاْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطْهُرُ بِهَا قَالَتْ اَسْمَاءُ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ كَاَنَّهَا تُخْفِىْ ذٰلِكَ تَبْتَغِىْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ قَالَتْ وَسَاَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ اِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطْهُرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ اَوْ تَبْلُغُ فِى الطُّهُوْرِ حَتّٰى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلٰى رَاْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتّٰى يَبْلُغَ شُئُوْنَ رَاْسِهَا ثُمَّ تُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى جَسَدِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَّتَفَقَّهْنَ فِى الدِّيْنِ .

৬৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের যে কোন নারী বড়ই পাতাযুক্ত পানি নিয়ে যেন উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে যতটা উত্তমরূপে সম্ভব; অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে তা মর্দন করবে, যেন তার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়, অতঃপর তার গোটা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে এক টুকরা সুগন্ধিযুক্ত পশমী কাপড় অথবা তুলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা (রা) বলেন, আমি তার সাহায্যে কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! তার সাহায্যেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়েশা (রা) চুপিসারে বলেন, তুমি তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। আসমা (রা) বলেন, আমি তাঁকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের যে কোন নারী তার গোসলের পানি নিয়ে যেন যতটা সম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর তার মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে মর্দন করে, যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়, অতঃপর গোটা দেহে পানি ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসার মহীলারা কতই না উত্তম। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে লজ্জা তাদের বিরত রাখে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

ঋতুবতী নারীর সাথে একত্রে পানাহার এবং তার উচ্ছিষ্ট।

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَاَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِيْ وَاَشْرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِيْ وَاَنَا حَائِضٌ .

৬৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় চুষতাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ রেখে তা চুষতেন। আবার আমি ঋতুবতী থাকাকালে যে পাত্রে পানি পান করতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন।

٦٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا لاَ يَجْلِسُوْنَ مَعَ الْحَائِضِ فِىْ بَيْتٍ وَلاَ يَأْكُلُوْنَ وَلاَ يَشْرَبُوْنَ قَالَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلاَّ الْجِمَاعَ .

৬৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। বাড়িতে ইহূদীরা ঋতুবতী মহিলাদের সাথে একত্রে বসতো না এবং পানাহার করতো না। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "লোকে আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন ঃ তা অশুচি। অতএব তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করো" (সূরা বাকারা ঃ ২২২)।[১৮] তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সবকিছুই করতে পারো।

---

১৮. এখানে "স্ত্রীসংগ ত্যাগ" করার অর্থ যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। উক্ত অবস্থায় এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। এ ছাড়া যাবতীয় প্রকারের মেলামেশা, সেবা গ্রহণ ইত্যাদি বৈধ (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৬

بَابُ فِيْ مَا جَاءَ فِيْ اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

হায়েযগ্রস্ত নারী মসজিদে প্রবেশ করবে না।

٦٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ ابْنِ يَحْىٰ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ نَعِيْمٍ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ غَنِيَّةَ عَنْ اَبِى الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ عَنْ مَحْدُوْجٍ الذُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ اَخْبَرَتْنِيْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَرْحَةَ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ اِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَّلاَ لِحَائِضٍ .

৬৪৫। উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদের বারান্দায় প্রবেশ করে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, নাপাক ব্যক্তি ও হায়েযগ্রস্ত নারীর মসজিদে প্রবেশ করা হালাল নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحَائِضِ تَرٰى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

হায়েযগ্রস্ত নারী পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণের ও মেটে বর্ণের রক্ত দেখলে।

٦٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ بَكْرٍ اَنَّهَا اُخْبِرَتْ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَرْاَةِ تَرٰى مَا يَرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ اِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ اَوْ عُرُوْقٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ يُرِيْدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ .

৬৪৬। আয়েশা (রা) বলেন, যে নারী (হায়েয থেকে) পবিত্র হওয়ার পর সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায় তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তা শিরাজনিত রোগ বা শিরাসমূহ থেকে নির্গত। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, হাদীসে "পবিত্র হওয়ার পর" বলতে "গোসল করার পর" বুঝানো হয়েছে।

٦٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا .

৬৪৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের স্রাব দেখলে তাকে কিছুই মনে করতাম না।

٦٤٧(١)- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيُّ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وُهَيْبٌ اَوْلاَهُمَا عِنْدَنَا بِهٰذَا .

৬৪৭(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া-মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আর-রাকাশী-উহাইব-আইউব-হাফসা-উম্মু আতিয়্যা (রা) বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের স্রাবকে হায়েযের মধ্যে গণ্য করতাম না। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমাদের কাছে এটাই গ্রহণযোগ্য।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৮

بَابُ النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

নিফাসগ্রস্ত নারীরা কত দিন অপেক্ষা করবে।[১৯]

٦٤٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِىْ سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْاَزْدِيَّةِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَجْلِسُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِىْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ

৬৪৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিফাসগ্রস্ত নারীরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। আমরা তখন আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস ঘাস থেকে নিসৃত হলদে বর্ণের রস কলপ হিসাবে ব্যবহার করতাম।

٦٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ سُلَيْمٍ اَوْ سَلَمَةَ شَكَّ اَبُو الْحَسَنِ وَاَظُنُّهُ هُوَ اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ .

১৯. স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর বেশ কিছু দিন ধরে যে রক্তস্রাব হয় তাকে নিফাস বলে। এর সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন এবং সর্বনিম্ন মেয়াদ পনের দিন। এর বিধানও হায়েযের বিধানের অনুরূপ (অনুবাদক)।

৬৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিফাসগ্রস্ত নারীদের নিফাসকাল চল্লিশ দিন নির্ধারণ করতেন। এই মেয়াদের আগেই কেউ পবিত্র হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯

بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَهِىَ حَائِضٌ

যে ব্যক্তি হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো।

٦٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا وَقَعَ عَلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَهِىَ حَائِضٌ اَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ .

৬৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অর্ধ-দীনার সদাকা (দান-খয়রাত) করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০

بَابُ فِىْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার।

٦٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ وَاكِلْهَا .

৬৫১। আবদুল্লাহ ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি তার সাথে একত্রে পানাহার করতে পারো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১

بَابُ فِى الصَّلاَةِ فِىْ ثَوْبِ الْحَائِضِ

হায়েযের কাপড় পরে নামায পড়া।[২০]

٦٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهِ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِىْ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .

৬৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন, আমি হায়েযগ্রস্থ অবস্থায় তাঁর পাশে অবস্থান করতাম। আমার গায়ে পরিহিত পশমী চাদরের কিছু অংশ তাঁর উপর পতিত থাকতো।

٦٥٣- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِىَ حَائِضٌ .

৬৫৩। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় নামায পড়লেন, যার কতকাংশ আমার দেহে এবং কতকাংশ তাঁর দেহে ছিল। তখন আমি হায়েযগ্রস্ত ছিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩২

بَابُ اِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ اِلاَّ بِخِمَارٍ

বালেগা মেয়ে ওড়না জড়িয়ে নামায পড়বে।

٦٥٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا

---

২০. শরীর নাপাক থাকলে এবং পরিধেয় বস্ত্র পাক থাকলে তা অপরের দেহে লাগলে তাতে তার ইবাদতের কোন ক্ষতি হয় না। এখানে হায়েযের কাপড় বলতে হায়েয অবস্থায় পরিহিত কাপড় বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

فَاخْتَبَاَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حَاضَتْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ فَقَالَ اخْتَمِرِى بِهٰذَا .

৬৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট প্রবেশ করলেন। তার মুক্তদাসী পর্দার আড়ালে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেনঃ তার কি হায়েয হয়েছে (বালেগ হয়েছে)? আয়েশা (রা) বলেন, হাঁ। তিনি তাঁর পাগড়ীর একাংশ ছিড়ে তাকে দিয়ে বলেন ঃ এটা দিয়ে তোমার মাথা ঢেকে নাও।

٦٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَاَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلاَةَ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ .

৬৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ প্রাপ্তবয়স্কা নারীর নামায ওড়না পরা ব্যতীত কবুল করেন না।[২১]

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩

بَابُ الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

হায়েযগ্রস্ত নারীর কলপ ব্যবহার।

٦٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَاَةً سَاَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ تَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ .

৬৫৬। মুআযা (র) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি খেযাব লাগাতে পারে? তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থানকালে খেযাব লাগাতাম। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকতে বলেননি।

---

২১. মহিলাদের মাথাও সতরের অন্তর্ভুক্ত। মাহরাম পুরুষ আত্মীয় ব্যতীত অন্য সকল পুরুষের সামনে তা ঢেকে রাখা ফরয। তা উন্মুক্ত রাখলে কবীরা গুনাহ হবে। নামায পড়ার সময়ও তা ঢেকে নিতে হবে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৪

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

পট্টির উপর মাসেহ্ করা।

٦٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانٍ الْبَلْخِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ انْكَسَرَتْ اِحْدَىْ زَنْدَىَّ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ .

৬৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙে গেল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসেহ করতে নির্দেশ দেন।

٦٥٧(١)- قَالَ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ اَنْبَانَا الدَّبَرِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ .

৬৫৭(ক)। আবুল হাসান ইবনে সালামা–আদ-দাবারী–আবদুর রাযযাক (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৫

بَابُ اللُّعَابِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

কাপড়ে থুথু লাগলে।

٦٥٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلٰى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيْلُ عَلَيْهِ .

৬৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুসাইন ইবনে আলী (রা)-কে তাঁর কাঁধে বহন করতে দেখেছি এবং তার মুখের লালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে গড়িয়ে পড়ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৬

بَابُ الْمَجِّ فِى الْاِنَاءِ

পাত্রের পানিতে মুখের লালা পড়লে।

٦٥٩- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيْهِ مِسْكًا اَوْ اَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِّنَ الدَّلْوِ .

৬৫৯। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক বালতি পানি আনা হলো। তিনি তা থেকে কুলি করলেন এবং তাতে কস্তুরীসম বা কস্তুরীর চেয়েও সুঘ্রাণযুক্ত তাঁর মুখের লালা নিক্ষেপ করলেন এবং নাকের ময়লা বালতির বাইরে ঝেড়ে ফেললেন।

٦٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ دَلْوٍ مِّنْ بِئْرٍ لَّهُمْ .

৬৬০। মাহমূদ ইবনুর রবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কূপ থেকে পানি তোলা বালতিটি তুলে রেখে দিলেন, যার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখের লালা নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৭

بَابُ النَّهْيِ اَنْ يُّرٰى عَوْرَةَ اَخِيْهِ

অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষেধ।

٦٦١-حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَنْظُرُ الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ وَلاَ تَنْظُرُ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ .

৬৬১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন নারী যেন অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। একইভাবে কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়।

٦٦٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا وكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ اَوْ مَا رَاَيْتُ فَرْجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَانَ اَبُوْ نَعِيْمٍ يَقُوْلُ عَنْ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ .

৬৬২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি বা দেখিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৮

بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَقِىَ مِنْ جَسَدِهِ لِمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

কোন ব্যক্তির নাপাকির গোসলে তার শরীরের সামান্য কিছু অংশে পানি না পৌছলে তাকে যা করতে হবে।

٦٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَاِسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَاٰى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا قَالَ اِسْحَاقُ فِىْ حَدِيْثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا .

৬৬৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাকির গোসল করলেন, তারপর দেখতে পেলেন যে, তাঁর শরীরের সামান্য অংশে পানি পৌছায়নি। তিনি এক আঁজলা পানি আনিয়ে তা সেই স্থানে প্রবাহিত করলেন। ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি তাঁর পশম ভিজালেন।

٦٦٤- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ

اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ اَصْبَحْتُ فَرَاَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ اَجْزَاَكَ .

৬৬৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি নাপাকির গোসল করে ফজরের নামায পড়লাম। তারপর সকাল হলে আমি দেখতে পেলাম যে, নখ পরিমাণ স্থানে পানি পৌছায়নি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি স্থানটুকু তোমার হাত দিয়ে মাসেহ্ করলেই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৯

بَابُ مَنْ تَوَضَّاَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

কোন ব্যক্তি উযু করলো কিন্তু কোন স্থানে পানি পৌছেনি।

٦٦٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّاَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ .

৬৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি উযু করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, সে নখ পরিমাণ স্থান ছেড়ে দিয়েছিল, যেখানে পানি পৌছেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে উত্তমরূপে উযু করো।

٦٦٦- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالاَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً تَوَضَّاَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلٰى قَدَمِهِ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّعِيْدَ الْوَضُوْءَ قَالَ فَرَجَعَ .

৬৬৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উযু করার সময় তার পায়ের নখ পরিমাণ স্থান অধৌত বা শুকনা ছেড়ে দিতে দেখলেন। তিনি তাকে পুনর্বার উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, সে ফিরে গেল (এবং উযু করে নামায পড়লো)।

অধ্যায় ঃ ২

كِتَابُ الصَّلاَةِ

(নামায)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

اَبْوَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ

নামাযের ওয়াক্তসমূহ।

٦٦٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَاَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالاَ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ اَنْبَانَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَالَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِيْ اَمَرَهُ فَاَذَّنَ الظُّهْرَ فَاَبْرَدَ بِهَا وَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِيْ كَانَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقْتُ صَلَوَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَاَيْتُمْ .

৬৬৭। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন ঃ তুমি আমাদের সাথে এই দুই দিন নামায পড়ো। সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বিলাল (রা)-কে

আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। এরপর তিনি তাকে একামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের নামায পড়েন। এরপর তিনি তাকে আসরের নামাযের (আযান দেয়ার) নির্দেশ দেন এবং আসরের নামায পড়েন এবং সূর্য তখন অনেক উপরে সাদা, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল ছিল। এরপর সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাঁকে মাগরিবের আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং মাগরিবের নামায পড়েন। অতঃপর পশ্চিম আকাশের সাদা আভা (শাফাক) অদৃশ্য হওয়ার পর তাকে এশার নামাযের আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং এশার নামায পড়েন। অতঃপর ফজরের ওয়াক্ত হলে তিনি তাকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং ফজরের নামায পড়েন।

দ্বিতীয় দিন তিনি বিলাল (রা)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি যোহরের আযান দেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলম্বে যোহরের নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আসরের নামায পড়েন, যখন সূর্য উপরে ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রথম দিনের তুলনায় একটু বেশি ঢলে পড়েছিল। অতঃপর তিনি পশ্চিম আকাশের শুভ্র আভা অদৃশ্য হওয়ার আগে মাগরিবের নামায পড়েন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি এশার নামায পড়েন। পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায পড়েন, অতঃপর বলেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী কোথায়? লোকটি বললো, এই যে আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ তোমরা যেভাবে দেখতে পেলে তোমাদের নামাযের ওয়াক্তসমূহ তার মাঝখানে অবস্থিত।

٦٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ كَانَ قَاعِداً عَلٰى مَيَاثِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِيْ اِمَارَتِه عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ نَزَلَ فَصَلّٰى اِمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَامَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِيْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسِبُ بِاَصَابِعِه خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

৬৬৮। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর গদীতে বসা ছিলেন, যখন তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র)-ও তার সাথে ছিলেন। উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) আসরের নামায পড়তে কিছুটা বিলম্ব করলেন। উরওয়া (র) তাকে বলেন, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম হিসাবে নামায আদায় করেন। উমার (র) তাকে বলেন, হে উরওয়া! আপনি কি বলছেন, তা ভেবে দেখুন। তিনি বলেন, আমি বাশীর ইবনে আবু

মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিবরাঈল (আ) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে নামায পড়লাম, অতঃপর আমি তার সাথে নামায পড়লাম। এভাবে তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায গণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ وَقْتِ صَلاَةِ الْفَجْرِ

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত।

٦٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّيْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلٰى اَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ تَعْنِيْ مِنَ الْغَلَسِ .

৬৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুমিন মহিলারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায পড়তাম। অতঃপর তারা তাদের ঘরে ফিরে যেতেন এবং আবছা অন্ধকার থাকার দরুন তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না।

٦٧٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ (وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا) قَالَ تَشْهَدُهُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ .

৬৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ)ঃ "এবং ফজরের নামায কায়েম করবে। কেননা ফজরের নামায বিশেষভাবে উপস্থিতির সময়" (১৭ ঃ ৭৮)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ দিন ও রাতের ফেরেশতারা উপস্থিত হন।

٦٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا نَهِيْكُ بْنُ يَرِيْمَ الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا مُغِيْثُ بْنُ سُمَيٍّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا سَلَّمَ اَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ

الصَّلاَةُ قَالَ هٰذِهِ صَلاَتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ اَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ .

৬৭১। মুগীছ ইবনে সুমাই (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর সাথে আবছা অন্ধকারে ফজরের নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমি ইবনে উমার (রা)-র সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, এটা কোন ধরনের নামায? তিনি বলেন, এটা সেই নামায যা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা)-র সাথে পড়তাম। উমার (রা)-কে আহত করার পর থেকে উসমান (রা) অন্ধকার দূরীভূত হলে নামায পড়ার ব্যবস্থা করেন।

٦٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنبَانَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَجَدُّهُ بَدْرِىٌّ يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُوْدِ ابْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ اَوْ لِاَجْرِكُمْ .

৬৭২। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পূর্বাকাশ পরিষ্কার হলে ফজরের নামায পড়বে। কেননা তাতে রয়েছে অধিক পুরস্কার অথবা বলেছেন তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক বেশী সওয়াব।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ

যোহরের নামাযের ওয়াক্ত।

٦٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পশ্চিমাকাশে) সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহরের নামায পড়তেন।

٦٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جَمِيْلَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى صَلاَةَ الْهَجِيْرِ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

৬৭৪। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়তেন।

٦٧٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

৬৭৫। খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি।

٦٧٥(١)- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا الأَنْصَارِيُّ ثَنَا عَوْنٌ نَحْوَهُ .

৬৭৫(ক)। আবুল হাসান আল-কাত্তান-আবু হাতেম-আল-আনসারী-আওন (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٦٧٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ خَشْفِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَي النَّبِيِّ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا .

৬৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়া।[১]

٦٧٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

১. 'নামায ঠাণ্ডা করে পড়া'র অর্থ গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায ওয়াক্তের প্রথমভাগে না পড়ে বরং বিলম্বে পড়া, যাতে গরমের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায় (অনুবাদক)।

৬৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন প্রচণ্ড গরম অনুভূত হবে, তখন তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়বে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ (উত্তাপ) বিশেষ।

٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ গরমের তীব্রতা বেড়ে গেলে তোমারা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে (গরম কমলে) পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপবিশেষ।

٦٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে।

٦٨٠- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِىُّ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا اَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৬৮০। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের নামায দুপুরের (প্রথমভাগে) পড়তাম। তিনি আমাদের বলেন ঃ তোমরা ঠাণ্ডা করে নামায পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে।

٦٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ .

৬৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যোহরের নামায ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) পড়ো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

আসরের নামাযের ওয়াক্ত।

٦٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِيْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৬৮২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য উপরে পূর্ণ উজ্জ্বল থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়তেন। নামায শেষে কোন ব্যক্তি মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছে যেত এবং তখনও সূর্য উপরে থাকতো।

٦٨٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِيْ لَمْ يُظْهِرْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ .

৬৮৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঘরে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত থাকা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়েন, তারপরও ছায়া বিস্তৃত হতো না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلى صَلاَةِ الْعَصْرِ

আসরের নামাযের হেফাজত করা।

٦٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ ابْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَاراً كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطى .

৬৮৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দক যুদ্ধের দিন বলেন ঃ আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন। যেমন তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে।

٦٨٥-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ .

৬৮৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার আসরের নামায ছুটে গেল তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

٦٨٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ هَارُوْنَ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُوْنَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى مَلأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ نَاراً .

৬৮৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসরের নামায থেকে বিরত রাখলো, এমনকি সূর্য ডুবে গেল। তখন তিনি বলেন ঃ যারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রাখলো, আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়িগুলো ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ وَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত।

٦٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا اَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيَنْظُرُ اِلٰى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ .

৬৮৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মাগরিবের নামায পড়তাম, অতঃপর আমাদের কেউ ফিরে গিয়ে তার নিক্ষিপ্ত তীরের পতিত স্থান দেখতে পেত।

٦٨٧(١)- حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيَ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى نَحْوَهُ .

৬৮৭(ক)। আবূ ইয়াহ্‌ইয়া আয-যাফারানী-ইবরাহীম ইবনে মূসা (র) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٦٨٨- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَاعِ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ .

৬৮৮। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূর্যাস্তের পরপর মাগরিবের নামায পড়েন।

٦٨٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى اَنْبَاَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَزَالُ اُمَّتِىْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتّٰى تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰ يَقُوْلُ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ بِبَغْدَادَ فَذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ الْاَعْيَنُ اِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ فَاَخْرَجَ اِلَيْنَا اَصْلَ اَبِيْهِ فَاِذَا الْحَدِيْثُ فِيْهِ .

৬৮৯। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত যাবত বিলম্ব না করে এবং তারকারাজি চমকানোর পূর্বে মাগরিবের নামায পড়বে, তাবত তারা ফিতরাতের উপর স্থির থাকবে।

ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়াকে বলতে শুনেছি, লোকেরা বাগদাদে এই হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। তখন আমি ও আবু বাক্‌র আল-আয়ান (র) আল-আওয়াম ইবনে আব্বাদ ইবনুল আওয়াম (র)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের সামনে তার পিতার লেখা মূল পাণ্ডুলিপি পেশ করলেন, যাতে উক্ত হাদীস বিদ্যমান ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ

এশার নামাযের ওয়াক্ত।

٦٩٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ لاَ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ .

৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদেরকে বিলম্বে এশার নামায পড়ার নির্দেশ দিতাম।

٦٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَن اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لاَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ .

৬৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে অবশ্যই এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।

٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ نَعَمْ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَنَامُوْا وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ قَالَ اَنَسٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ .

৬৯২। হুমাইদ (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। একদা তিনি এশার নামায প্রায় অর্ধ-রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। নামাযশেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ অন্য লোক এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা যখন থেকে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছো, তখন থেকে নামাযের মধ্যে আছো। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি।

٦٩٣- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى اللَّيْثِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلّٰى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَنَامُوْا وَاَنْتُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِىْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ الضَّعِيْفُ وَالسَّقِيْمُ اَحْبَبْتُ اَنْ اُؤَخِّرَ هٰذِهِ الصَّلاَةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ .

৬৯৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মাগরিবের নামায পড়েন, অতঃপর অর্ধ-রাত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাইরে আসেননি। অতঃপর তিনি বের হলেন এবং লোকদের নিয়ে নামায পড়েন, অতঃপর বলেন ঃ লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা নামাযের জন্য যখন থেকে অপেক্ষা করছো তখন থেকে নামাযরত আছো। যদি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকেরা না থাকতো, তাহলে আমি এই নামায অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ مِيْقَاتِ الصَّلاَةِ فِى الْغَيْمِ

মেঘাচ্ছন্ন দিনে নামাযের ওয়াক্ত।

٦٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ الاَسْلَمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلاَةِ فِى الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَاِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ .

৬৯৪। বুরাইদা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) নামায পড়বে। কারণ যার আসরের নামায ছুটে যায়, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ اَوْ نَسِيَهَا

যে ব্যক্তি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেল বা নামাযের কথা ভুলে গেল।

٦٩٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلاَةِ اَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ يُصَلِّيْهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

৬৯৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এক ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেছে অথবা নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন ঃ যখনই তার স্মরণে আসবে, তখনই সে ঐ নামায পড়বে।

٦٩٦- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا .

৬৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেলো, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়।

٦٩٧- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ اِكْلاَ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلّٰى بِلاَلٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلاَلٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلاَلٌ وَلاَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَهُمْ اسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْ بِلاَلُ فَقَالَ بِلاَلٌ اَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِيْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اقْتَادُوْا فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلّٰى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (وَاَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ) قَالَ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكْرٰى .

৬৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সারারাত ধরে পথ চলতে থাকেন। অবশেষে তিনি ঘুমে কাতর হয়ে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বিলাল (রা)-কে বলেন ঃ তুমি আমাদের জন্য রাতের হেফাজত করবে। অতএব বিলাল (রা) তার সাধ্যমত নামায পড়তে থাকেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়েন।

ফজরের সময় নিকটবর্তী হলে বিলাল (রা) তার সওয়ারীর শিবিকার সাথে হেলান দিয়ে পূর্ব আকাশের দিকে মুখ করে বসলেন। শিবিকার সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বিলাল (রা) ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারেননি, যাবত না তাদের উপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে উঠেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন ঃ হে বিলাল! বিলাল (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। যেই সত্তা আপনার জান নিয়েছেন, তিনি আমার জানও নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা সামনে অগ্রসর হও। অতএব তারা তাদের সওয়ারী নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করেন এবং বিলাল (রা)-কে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়েন। নামায সমাপনান্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আমার স্মরণে তুমি নামায কায়েম করো" (সূরা তহা ঃ ১৪)। রাবী বলেন, ইবনে শিহাব (র) তিলাওয়াত করতেন ঃ لِلذِّكْرَى ('রা' অক্ষরের উপর মাদ্দ সহকারে)।

٦٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا تَفْرِيْطَهُمْ فِى النَّوْمِ فَقَالَ نَامُوْا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ صَلاَةً اَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ فَسَمِعَنِىْ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَاَنَا اُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا فَتٰى اُنْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَاِنِّىْ شَاهِدٌ لِّلْحَدِيْثِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَمَا اَنْكَرَ مِنْ حَدِيْثِهِ شَيْئًا .

৬৯৮। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ তাদের ঘুমে বাড়াবাড়ির কথা আলোচনা করলেন। কেউ বলেন, লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি সূর্য উঠে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘুমে কোন বাড়াবাড়ি নেই, বাড়াবাড়ি হয় জাগ্রত অবস্থায়। সুতরাং তোমাদের কেউ নামাযের কথা ভুলে গেলে বা তা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে সে যেন তা স্মরণে আসার সাথে সাথে পড়ে নেয় অথবা পরদিন স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়ে নেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ (র) বলেন, ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনে বলেন, হে যুবক! চিন্তা করে দেখো, তুমি কিভাবে হাদীস বর্ণনা করছো? এই ঘটনার সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। রাবী বলেন, ইমরান (রা) এই হাদীসের কিছুই অস্বীকার করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ وَقْتِ الصَّلاَةِ فِى الْعُذْرِ وَالضَّرُوْرَةِ

ওজর ও জরুরী অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত।

٦٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَخْبَرَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৬৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকআত পেলো সে আসরের নামায পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকআত পেলো সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো।

٧٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَهَا .

৭০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেলো, সে ফজরের নামায পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেলো, সে আসরের নামায পেয়ে গেলো।

٧٠٠(١)- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৭০০(ক)। জামীল ইবনুল হাসান-আবদুল-আলা-মামার-যুহ্‌রী-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ..... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ النَّهِي عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا

এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ নামাযের পরে কথাবার্তা বলা।

٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوْا ثَنَا عَوْفٌ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ الاَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا .

৭০১। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায বিলম্বে পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ নামাযের পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।

٧٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلاَ سَمَرَ بَعْدَهَا .

৭০২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমাননি এবং তারপরে নৈশ আলাপ করেননি।

٧٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوْا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَدَبَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ يَعْنِىْ زَجَرَنَا .

৭০৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের পর আমাদের নৈশালাপ নিষেধ করতেন অর্থাৎ কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ النَّهْىِ اَنْ يُّقَالَ صَلاَةُ الْعَتَمَةَ

এশার নামাযকে আতামার নামায বলা নিষেধ।

٧٠٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ لَبِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ فَاِنَّهَا الْعِشَاءُ وَاِنَّهُمْ لَيُعْتِمُوْنَ بِالْاِبِلِ .

৭০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের নামাযের নামকরণের ব্যাপারে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। কেননা এটা হলো এশা। এ সময় তারা উটের দুধ দোহন করে।

٧٠٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَزْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلٰى اِسْمِ صَلاَتِكُمْ زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَاِنَّمَا هِىَ الْعِشَاءُ وَاِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ الْعَتَمَةُ لاِعْتَامِهِمْ بِالْاِبِلِ .

৭০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বেদুঈনরা যেন তোমাদের নামাযের নামকরণের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। ইবনে হারমালার রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ এটা হলো এশা। লোকেরা অন্ধকারে উটের দুধ দোহন করায় একে ‘আতামা’ বলে।

অধ্যায় ঃ ৩

كِتَابُ الْاَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا

(আযান ও তার সুন্নাত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ

আযানের সূচনা।

٧٠٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الْمَدَنِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ هَمَّ بِالْبُوْقِ وَاَمَرَ بِالنَّاقُوْسِ فَنُحِتَ فَاُرِىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فِى الْمَنَامِ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ تَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ اُنَادِىْ بِهِ اِلَى الصَّلاَةِ قَالَ اَفَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى خَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ تَقُوْلُ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا رَاٰى قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ اَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَاٰى رُؤْيَا فَاخْرُجْ مَعَ بِلاَلٍ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلاَلٌ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِّنْكَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ بِلاَلٍ اِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِىْ بِهَا قَالَ فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

بِالصَّوْتِ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ رَاٰى . قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ الْحَكَمِيُّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ فِيْ ذٰلِكَ :

اَحْمَدُ اللّٰهَ ذَا الْجَـــلاَلِ وَذَا الاِ
كْـــرَامِ حَمْدًا عَلَى الْاَذَانِ كَثِيْرًا
اِذَا اَتَانِيْ بِهِ الْبَشِيْـــرُ مِنَ اللّٰهِ
فَاَكْـــرَمَ بِهِ لَـدَيَّ بَشِيْرًا
فِيْ لَيَالٍ وَالٰى بِهِـــنَّ ثَلاَثٍ
كُلَّمَا جَـاءَ زَادَنِـــيْ تَوْقِيْرًا .

৭০৬। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিঙ্গাধ্বনি করার মনস্থ করেন এবং ঢোল বাজিয়ে লোকদের (নামাযের জন্য) ডাকার নির্দেশ দেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)-কে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি বলেন, আমি সবুজ বর্ণের একজোড়া কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে একটি নাকূস বাহন করতে দেখলাম।[১] আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি নাকূস বিক্রয় করবে? সে বললো, তা দিয়ে তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমি তা দিয়ে নামাযের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, তা কি? সে বললো, তুমি বলো ঃ

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল। নামাযের দিকে এসো, নামাযের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"

রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বের হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন এবং যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নযোগে একজোড়া সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে নাকূস বহন করতে দেখলাম। এরপর তিনি তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের এই সাথী একটি স্বপ্ন দেখেছে। তুমি বিলালের সাথে মসজিদে চলে যাও, তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও এবং

১. বৃহদাকার কাঠের উপর ক্ষুদ্রাকার কাঠ দিয়ে আঘাত করলে যে শব্দ সৃষ্টি হয়, তাকে নাকূস বলে (অনুবাদক)।

বিলাল যেন আযান দেয়। কারণ বিলাল তোমার চাইতে উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। রাবী বলেন, আমি বিলালের সাথে মসজিদে গেলাম। আমি তাকে শিখিয়ে দিলাম এবং তিনি তা উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিলেন। রাবী বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এই বাক্যধ্বনি শুনে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি।

আবু উবাইদ (র) বলেন, আবু বাক্‌র আল-হাকামী (র) আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল-আনসারী (রা) এ সম্পর্কে (কবিতা) বলেন ঃ আমি মহামহিম গৌরবান্বিত আল্লাহ্‌র অশেষ প্রশংসা করছি আযান দেয়ার জন্য। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা তা নিয়ে আমার নিকট এলো, আমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য তাকে সম্মান করে, সে তিন রাত আমাকে আযান দিলো, যখনই সে এলো, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলো।

٧٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اَبِىْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَذَكَرُوا الْبُوْقَ فَكَرِهَهُ مِنْ اَجْلِ الْيَهُوْدِ ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوْسَ فَكَرِهَهُ مِنْ اَجْلِ النَّصَارٰى فَاُرِيَ النِّدَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَطَرَقَ الْاَنْصَارِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيْلاً فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِلاَلاً بِهِ . فَاَذَّنَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَزَادَ بِلاَلٌ فِىْ نِدَاءِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فَاَقَرَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَاٰى وَلٰكِنَّهُ سَبَقَنِىْ .

৭০৭। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য সমবেত করার ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা শিঙ্গার উল্লেখ করেন, কিন্তু এটি ইহূদীদের যন্ত্র বলে তিনি অপছন্দ করেন। অতঃপর তারা নাকূসের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এটি খৃস্টানদের ঘণ্টা বলে তিনি অপছন্দ করেন। সেই রাতে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নামক এক আনসারীকে স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি দেখানো হলো এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও (রাতে একই স্বপ্ন দেখেন)। আনসারী সাহাবী রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। যুহরী (র) বলেন,

বিলাল (রা) ফজরের নামাযে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে নামায উত্তম) বাক্যটি সংযোজন করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বহাল রাখেন। উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমিও এই ব্যক্তির অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সে আমার আগেই পৌঁছে গেছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ التَّرْجِيْعِ فِى الْأَذَانِ

আযানের তারজীর বিবরণ।

٧٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى مَحْذُوْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَحَيْرِيْزٍ وكَانَ يَتِيْمًا فِىْ حَجْرِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ بْنِ معْيَرٍ حِيْنَ جَهَّزَهُ اِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ لِاَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَىْ عَمِّ اِنِّىْ خَارِجٌ اِلَى الشَّامِ وَاِنِّىْ اُسَالُ عَنْ تَاْذِيْنِكَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِىْ نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُوْنَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيْهِ نَهْزَاَ (بَهْزَءَ) بِهِ فَسَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا قَوْمًا فَاَقْعَدُوْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَيُّكُمُ الَّذِىْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ فَاَشَارَ اِلَىَّ كُلُّهُمْ وَصَدَقُوْا فَاَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِىْ وَقَالَ لِىْ قُمْ فَاَذِّنْ فَقُمْتُ وَلاَ شَىْءَ اَكْرَهُ اِلَىَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ مِمَّا يَاْمُرُنِىْ بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِىْ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَي الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

ثُمَّ دَعَانِى حِيْنَ قَضَيْتُ التَّأْذِيْنَ فَاَعْطَانِىْ صُرَّةً فِيْهَا شَىْءٌ مِّنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى نَاصِيَةِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ اَمَرَّهَا عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ عَلٰى ثَدْيَيْهِ ثُمَّ عَلٰى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُرَّةَ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (لَوْ) اَمَرْتَنِىْ بِالتَّأْذِيْنِ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ قَدْ اَمَرْتُكَ فَذَهَبَ كُلُّ شَىْءٍ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذٰلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلٰى عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ عَامِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَاَذَّنْتُ مَعَهَا بِالصَّلاَةِ عَنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ ذٰلِكَ (بِذٰلِكَ) مَنْ اَدْرَكَ اَبَا مَحْذُوْرَةَ عَلٰى مَا اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَيْرِيْزٍ .

৭০৮। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি (র) ইয়াতীম হিসাবে আবু মাহযূরা (রা)-র তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তিনি তাকে সিরিয়ার দিকে পাঠান। তখন আমি আবু মাহযূরা (রা)-কে বললাম, হে চাচাজান! আমি সিরিয়ায় যাচ্ছি। আমি আপনাকে আপনার আযান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আবু মাহযূরা (রা) বলেন, আমি একটি দলের সাথে রওয়ানা হলাম এবং আমরা কোন এক রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়ায্যিন তাঁর উপস্থিতিতে নামাযের আযান দেন। আমরাও মুয়াযযিনের আযান ধ্বনি শুনলাম। তা অপছন্দ হওয়ার কারণে আমরা তার শব্দাবলীর প্রতিধ্বনি করতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের নিকট লোক পাঠান। আমাদেরকে তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর উচ্চ, যার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পেলাম? লোকেরা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল। তিনি সকলকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে আটক রাখলেন। তিনি আমাকে বলেনঃ দাঁড়াও এবং আযান দাও। অতএব আমি দাঁড়ালাম। আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তিনি যার নির্দেশ দিয়েছেন তার চাইতে অধিকতর অপ্রিয় কোন কিছুই ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়ালাম এবং তিনি নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন ঃ তুমি বলো ঃ

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি আরো উচ্চকণ্ঠে বলো ঃ

"আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; আমি

সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। নামাযের দিকে এসো, নামাযের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই"।

আমি আযান শেষ করলে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং কিছু রূপার মুদ্রা ভর্তি একটি থলে আমাকে দান করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত আবু মাহযূরা (রা)-র কপালের অগ্রভাগে রাখেন, অতঃপর তা তাঁর মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দেন, অতঃপর তাঁর হাত তার বুকে বুলিয়ে দেন, এমনকি তাঁর হাত আবু মাহযূরা (রা)-র নাভীমূল পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মক্কা মুয়াযযমায় আযান দেয়ার জন্য নিয়োগ করুন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমাকে নিয়োগ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যা কিছু আমার নিকট অপ্রিয় ছিল তা সব দূর হয়ে গেলো এবং তদস্থলে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা স্থান পেলো। অতঃপর আমি মক্কা মুয়াযযমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত গভর্নর আত্তাব ইবনে উসাইদ (রা)-এর নিকট এলাম। আমি তার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেক নামাযের আযান দিলাম। রাবী (আবদুল আযীয ইবনে আবদুল মালেক) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয যেভাবে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তদ্রূপ আবু মাহযূরা (রা)-র সাথে সাক্ষাতকারীগণ আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٧٠٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ عَامِرٍ الْاَحْوَلِ اَنَّ مَكْحُوْلاً حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْاَذَانُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَالْاِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ

عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

৭০৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। আবু মাহযূরা (রা) তাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের উনিশটি এবং ইকামতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের বাক্যগুলো হলো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

ইকামতের সতেরটি বাক্য হলো ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ السُّنَّةِ فِى الْاَذَانِ

আযানের সুন্নাত।

٧١٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَّجْعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقَالَ اِنَّهُ اَرْفَعُ لِصَوْتِكَ .

৭১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রা)-কে তার দুই কানের ছিদ্রে তার দুই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ তাতে তোমার কণ্ঠস্বর আরো উচ্চ হবে।

٧١١- حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِيْ اَذَانِهِ وَجَعَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ اُذُنَيْهِ .

৭১১। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি আল-আবতাহ্ (মিনা) নামক উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি তখন একটি লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। বিলাল বেরিয়ে এসে আযান দিলেন। আযান দেয়ার সময় তিনি এদিক-সেদিক তার মুখ ফিরান এবং তার দুই কানের ছিদ্রে তার দুই আঙ্গুল প্রবিষ্ট করান।

٧١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِيْ اَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلاَتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ .

৭১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াযযিনের কাঁধে মুসলমানদের দু'টি বিষয় অর্পিত ঃ তাদের নামায ও রোযা।

٧١٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلاَلٌ لاَ يُؤَخِّرُ الْاَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ وَرُبَّمَا اَخَّرَ الْاِقَامَةَ شَيْئًا

৭১৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াক্ত হলে বিলাল (রা) কখনো আযান দিতে বিলম্ব করতেন না। তবে তিনি কখনো ইকামতে কিছুটা বিলম্ব করতেন।

٧١٤-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ كَانَ اٰخِرُ مَا عَهِدَ اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ لاَّ اَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الْاَذَانِ اَجْرًا .

৭১৪। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে সর্বশেষ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা হলো ঃ আমি যেন বেতনভূক মুয়াযযিন নিয়োগ না করি।

٧١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَسَدِىُّ عَنْ اَبِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ بِلاَلٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْفَجْرِ وَنَهَانِىْ اَنْ اُثَوِّبَ فِى الْعِشَاءِ .

৭১৫। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফজরের নামাযে তাসবীব করার নির্দেশ দেন এবং এশার নামাযে তাবসীব করতে নিষেধ করেন।[২]

٧١٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَقِيْلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فَاُقِرَّتْ فِىْ تَأْذِيْنِ الْفَجْرِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ .

৭১৬। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ফজরের নামায সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। তাকে বলা হলো যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বিলাল (রা) বলেন, ঘুম থেকে নামায উত্তম; ঘুম থেকে নামায উত্তম।" এই বাক্য ফজরের আযানে যোগ করা হলো এবং তদনুযায়ী আমল চলে আসছে।

٧١٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى ابْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا الْاَفْرِيْقِىُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَمَرَنِىْ فَاَذَّنْتُ فَاَرَادَ بِلاَلٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ .

৭১৭। যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাই সুদাঈ আযান দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে।

---

২. ফজরের নামাযের আযানে "আস-সালাতু খাইরুম মিনান নাওম" (ঘুম থেকে নামায উত্তম) বাক্যটি দুইবার বলাকে তাসবীব বলে (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ مَا يُقَالُ اِذَا اَذَّنَ الْمُوذِّنُ

মুয়াযযিন যখন আযান দেয় তখন যা বলতে হবে।

٧١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُوْلُوْا مِثْلَ قَوْلِهِ .

৭১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুয়াযযিন যখন আযান দেয়, তখন তোমরা তার কথার অনুরূপ বলো।

٧١٩- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ اَبُو الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَانَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ بْنُ اُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ عَمَّتِيْ اُمُّ حَبِيْبَةَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِيْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৭১৯। উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তার পালার দিন ও রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার নিকট অবস্থান করতেন তখন তিনি তাঁকে মুয়ায্যিনের আযান শুনে তার অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

٧٢٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكِ ابْنِ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا كَمَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ .

৭২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন আযান শুনতে পাও, তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা বলো।

٧٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْحَكِيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ .

৭২১। সাদ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শোনার পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়লে তার গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট"।

٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْحُسَيْنِ قَالُوْا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الاَلْهَانِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهُ اِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৭২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনে নিম্নোক্ত দোয়া পড়লে তার জন্য কিয়ামতের দিন শাফাআত অবধারিত হবে ঃ "হে আল্লাহ, এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করুন সুমহান মর্যাদা ও সম্মান এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌছান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ فَضْلِ الْاَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِيْنَ

আযানের ফযীলাত ও মুয়ায্যিনদের সওয়াব।

٧٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ اَبُوْهُ فِىْ حَجْرِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ لِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ اِذَا كُنْتَ فِى الْبَوَادِىْ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْاَذَانِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَّلاَ اِنْسٌ وَّلاَ شَجَرٌ وَّلاَ حَجَرٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ .

৭২৩। আবু সাঈদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত আবদুর রহমান ইবনে আবু সাসাআ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ (রা) আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি গ্রামে বা বন-জঙ্গলে থাকবে, তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিন, মানুষ, বৃক্ষলতা ও পাথর যে-ই এই আযান শুনবে, সে তার জন্য (আখেরাতে) সাক্ষ্য দিবে।

٧٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ يَحْىٰ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدٰى صَوْتِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ لَهُ مَا بَيْنَهُمَا .

৭২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ মুখে বলতে শুনেছি ঃ মুয়ায্যিনের আযান ধ্বনি যত দূর পর্যন্ত পৌছবে, তত দূর তাকে ক্ষমা করা হবে এবং জীবিত ও নির্জীব সকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। নামাযে উপস্থিত লোকদের পঁচিশ নেকী লেখা হয় এবং তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী কালের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

٧٢٥-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْىٰ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭২৫। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনগণ লোকদের মাঝে সুদীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবে।

٧٢٦-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عِيْسٰى اَخُوْ سُلَيْمٍ الْقَارِىْ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُؤَذِّنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ .

৭২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার উত্তম কারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) ইমামতি করবে।

٧٢٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الاَزْرَقِ الْبُرْجُمِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيْقٍ ثَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِيْنَ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ .

৭২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দেয় আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেন।

٧٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا يَحْىَ ابْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَذَّنَ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلاَثُوْنَ حَسَنَةً .

৭২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বারো বছর আযান দেয় তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। আর প্রতি দিনের আযানের বিনিময়ে তার জন্য ষাট নেকী এবং প্রতি ইকামতের জন্য তিরিশ নকী লেখা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ اِفْرَادِ الاِقَامَةِ

ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা।

٧٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ الْتَمَسُوْا شَيْئًا يُؤْذِنُوْنَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلاَةِ فَأُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ .

৭২৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ নামাযের ওয়াক্তের সংকেতবাহী কোন পন্থা খুঁজছিলেন। তখন বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দাবলী দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।

٧٣٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ .

৭৩০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে আযানের শব্দাবলী জোড় সংখ্যায় এবং ইকামতের শব্দাবলী বেজোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেয়া হয়।

٧٣١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ اَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنى مَثْنى وَاِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً .

৭৩১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন আম্মার ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযানের শব্দাবলী দুইবার করে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার করে উচ্চারণ করতেন।

٧٣٢-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِيْ مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ رَاَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَثْنى مَثْنى وَيُقِيْمُ وَاحِدَةً .

৭৩২। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আযানের প্রতিটি বাক্য দুইবার করে এবং ইকামতের প্রতিটি বাক্য একবার করে বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ اِذَا اُذِّنَ وَاَنْتَ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَخْرُجْ

তুমি মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে, সেখান থেকে বের হয়ে চলে যেও না।

٧٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الاَحْوَصِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُوْداً فِى الْمَسْجِدِ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِيْ فَاَتْبَعَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هذَا فَقَدْ عَصَى اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

৭৩৩। আবুস-শাছা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। মুয়ায্যিন আযান দিলে পর এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে থাকে। আবু হুরায়রা (রা)-র দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করতে থাকে। অবশেষে সে মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যায়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকটি তো আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করলো।

٧٣٤-حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ وَهْبٍ اَنْبَاَ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ مَوْلٰى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَدْرَكَهُ الْاَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ .

৭৩৪। উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে আযান হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে এবং তার ফিরে আসার ইচ্ছা নাই সে মোনাফিক।

অধ্যায় ঃ ৪

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ

(মসজিদ ও জামাআত)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِداً

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করলো।

٧٣٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَعْفَرِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ اَبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِداً يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللّٰهِ بَنَي اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

৭৩৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামের যিকিরের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِداً بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ .

৭৩৬। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ অনুরূপভাবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।

٧٣٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِداً مِنْ مَّالِهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ .

৭৩৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ সমপদ ব্যয়ে আল্লাহ্র জন্য একটি মসজিস নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।

٧٣٨- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَنٰى مَسْجِداً لِلّٰهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ اَوْ اَصْغَرَ بَنَي اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

৭৩৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য টিড্ডির ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ تَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ

মসজিদসমূহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।

٧٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ .

৭৩৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মসজিদের সৌন্দর্য ও সুসজ্জিতকরণ নিয়ে পরস্পর গর্ব না করবে ততক্ষণ কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٧٤٠- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبَجَلِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُوْنَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِيْ كَمَا شَرَّفَتِ الْيَهُوْدُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا شَرَّفَتِ النَّصَارٰى بِيَعَهَا .

৭৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার মনে হয়, তোমরা আমার পরে তোমাদের মসজিদসমূহকে ইহূদীদের সিনাগগ ও নাসারাদের গির্যার ন্যায় বিশালাকার প্রাসাদরূপে তৈরি করবে।

٧٤١- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيْمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ الاَّ زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ .

৭৪১। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন জাতির মসজিদসমূহকে সোনা-রূপা খচিত করা কত মন্দ কাজ!

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ اَيْنَ يَجُوْزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

মসজিদসমূহ নির্মাণের বৈধ স্থান।

٧٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِىْ النَّجَّارِ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ ثَامِنُوْنِىْ بِهِ قَالُوْا لاَ نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا اَبَدًا قَالَ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَبْنِيْهِ وَهُمْ يُنَاوِلُوْنَهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى قَبْلَ اَنْ يُّبْنَي الْمَسْجِدَ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ .

৭৪২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের স্থানটি ছিল নাজ্জার গোত্রের, সেখানে কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলেন ঃ তোমরা এই জমিখণ্ড আমার নিকট বিক্রয় করো। তারা বলেন, আমরা কখনো এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করবো না। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং সাহাবীগণ তাঁকে মাটি ও কাদা দিতে থাকেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন ঃ "আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন"। ইতিপূর্বে যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যেতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই নামায পড়তেন।

٧٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَّجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيَتُهُمْ .

৭৪৩। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তায়েফবাসীদের জন্য তাদের মূর্তির পাদপিঠে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন।

٧٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ الْحِيْطَانِ تُلْقٰى فِيْهَا الْعَذِرَاتُ فَقَالَ اِذَا سُقِيَتْ مِرَارًا فَصَلُّوْا فِيْهَا يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৭৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বলেন, কয়েকবার পানি ঢেলে দেয়ার পর তথায় নামায পড়া যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلاَةُ

যেসব স্থানে নামায পড়া মাকরূহ।

٧٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ عَنْ اَبِيْهِ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْىٰ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

৭৪৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সকল (পবিত্র) জায়গাই মসজিদ।

٧٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ يَحْيَ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّصَلِّى فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِى الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الاِبِلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ .

৭৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ঃ ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ স্থানে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, রাস্তার মাঝখানে, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে এবং কাবা ঘরের ছাদে।

٧٤٧- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْحُسَيْنِ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعُ مَوَاطِنَ لاَ تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلاَةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللّٰهِ وَالْمَقْبُرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الاِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيْقِ .

৭৪৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাত জায়গায় নামায পড়া জায়েয নয় ঃ কাবা ঘরের ছাদে, কবরস্থানে, ময়লা ফেলার স্থানে, কসাইখানায়, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে ও রাস্তার মাঝখানে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ مَا يُكْرَهُ فِى الْمَسَاجِد

মসজিদসমূহ যেসব কাজ করা মাকরূহ।

٧٤٨- حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ الاَنْصَارِىُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خِصَالٌ لاَ يَنْبَغِىْ فِى الْمَسْجِدِ لاَ يُتَّخَذُ طَرِيْقًا وَلاَ يُشْهَرُ فِيْهِ سِلاَحٌ وَلاَ يُقْبَضُ فِيْهِ بِقَوْسٍ وَلاَ يُنْتَشَرُ فِيْهِ نَبْلٌ وَلاَ يُمَرُّ فِيْهِ بِلَحْمٍ نِىْءٍ وَلاَ يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ وَلاَ يُقْتَصُّ فِيْهِ مِنْ اَحَدٍ وَلاَ يُتَّخَذُ سُوْقًا .

৭৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কতিপয় আচরণ মসজিদে নিষিদ্ধ। মসজিদকে চলাচলের পথ বানানো যাবে না, সেখানে অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী করা যাবে না, তীর, বর্শা বা কামান বহন করা যাবে না, কাঁচা গোশত নেয়া যাবে না, হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, কারো কিসাস কার্যকর করা যাবে না এবং একে বাজারে পরিণত করা যাবে না।[৩]

٧٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِىُّ ثَنَا اَبُوْ خَالِدِ الاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبَيْعِ وَالاِبْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الاَشْعَارِ فِى الْمَسَاجِدِ .

৩. কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অপরাধ ও তার সুনির্দিষ্ট শাস্তিকে (যেমন চুরির শাস্তি হস্তকর্তন) 'হদ্দ' বলে। মানুষের জান ও দেহের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের শাস্তিকে 'কিসাস' বলে। যেমন নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (অনুবাদক)।

৭৪৯। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদসমূহ ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন।

٧٥٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِىُّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ وَاِقَامَةَ حُدُوْدِكُمْ وَسَلَّ سُيُوْفِكُمْ وَاتَّخِذُوْا عَلٰى اَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوْهَا فِى الْجُمَعِ .

৭৫০। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-চৈ, হদ্দ কার্যকরকরণ ও উন্মুক্ত অস্ত্র বহন থেকে হেফাযত করো। তোমরা তার দরজাসমূহের কাছে শৌচকর্মের জন্য ঢিলা রাখো এবং জুমুআর দিন তাকে সুগন্ধময় করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ النَّوْمِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে ঘুমানো।

٧٥١-حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

৭৫১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে ঘুমাতাম।

٧٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ مُوْسٰى ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْىَ ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ يَعِيْشَ بْنَ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ انْطَلِقُوْا فَانْطَلَقْنَا اِلٰى بَيْتِ عَائِشَةَ وَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ هَاهُنَا وَاِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقُلْنَا بَلْ نَنْطَلِقُ اِلَى الْمَسْجِدِ .

৭৫২। কায়েস ইবনে তিখফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন ঃ তোমরা যাও। অতএব আমরা আয়েশা (রা)-র ঘরে গেলাম এবং পানাহার করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে এখানেও ঘুমাতে পারো, আর চাইলে মসজিদেও যেতে পারো। রাবী বলেন, আমরা বললাম, বরং আমরা মসজিদেই চলে যাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلُ

সর্বপ্রথম যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

٧٥٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَيُّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ عَامًا ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مُصَلًّى فَصَلِّ حَيْثُ مَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ .

৭৫৩। আবু যার আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন ঃ মসজিদুল হারাম। রাবী বলেন, আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ তারপর মসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ বছরের।[২] এখন তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীই মসজিদ। অতএব যেখানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হয়, সেখানেই তুমি নামায পড়তে পারো।

---

২. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল জাওযী (র) বলেন, কাবা ঘরের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং বাইতুল মাকদিসের নির্মাতা হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে হাজার বছরাধিক কালের ব্যবধান। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, এখানে দুই মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) কাবা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহার বংশধরের জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের কোন ব্যক্তি হয়ত কাবা ঘর নির্মাণের চল্লিশ বছর পর বাইতুল মাকদিসের ভিত্তি স্থাপন করে থাকবেন। পরে হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা ঘর এবং হযরত সুলায়মান (আ) বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। খাত্তাবী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দা হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর পূর্বে হয়ত বাইতুল মাকদিস নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা ঘর এবং হযরত সুলায়মান (আ) বাইতুল মাকদিস পুনর্নির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাতা হিসাবে তাদের দু'জনকে দুই মসজিদের নির্মাতারূপে অভিহিত করা হয়েছে (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, পৃ. ১৩৮)। কারণ পূর্ব-নির্মাণের কোন চিহ্নই বাকি ছিল না। তাঁরা সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوْرِ

গোত্রের এলাকায় বা মহল্লায় নির্মিত মসজিদসমূহ।

٧٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ دَلْوٍ فِىْ بِئْرٍ لَهُمْ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ السَّالِمِىِّ وَكَانَ اِمَامُ قَوْمِهِ بَنِىْ سَالِمٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ اَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِىْ وَاِنَّ السَّيْلَ يَأْتِىْ فَيَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِىْ وَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُهُ فَاِنْ رَاَيْتَ اَنْ تَأْتِيَنِىْ فَتُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَافْعَلْ قَالَ اَفْعَلُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ فَاَذِنْتُ لَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ .

৭৫৪। ইতবান ইবনে মালেক আস-সালিমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্র বনু সালিমের মসজিদের ইমাম এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং সয়লাবের কারণে আমার ঘর ও আমার গোত্রের মসজিদের মধ্যকার নালাটি পানিপূর্ণ হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তা পার হয়ে আসা-যাওয়া আমার জন্য বেশি কষ্টকর। আপনি যদি মনে করেন, আমার বাড়িতে এসে আপনি একটা স্থানে নামায পড়বেন, যাকে আমি নামাযের স্থান বানাতে পারি, তাহলে তাই করুন। তিনি বলেন ঃ আচ্ছা! তাই করবো। পরের দিন দুপুরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাক্র (রা) আমার বাড়িতে আসেন এবং ভিতরে আসার অনুমতি চান। আমি তাঁকে ভিতর বাড়িতে আসার অনুমতি দিলাম। কিন্তু তিনি না বসে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন জায়গায় তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ করো? আমি ঘরের যে স্থানে আমার নামায পড়া পছন্দ করি সেই জায়গাটি তাঁকে ইশারায় দেখি দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়েন। এরপর আমি তাঁকে খাযীরা (এক প্রকার খাদ্য) খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করালাম, যা তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

٧٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْمُقْرِئُ ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْأَنْصَارِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِيْ مَسْجِداً فِيْ دَارِيْ أُصَلِّيْ فِيْهِ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا عَمِيَ فَجَاءَ فَفَعَلَ .

৭৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন, আপনি এসে আমার বাড়ির একটি স্থান আমার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে দিন। যাতে সেখানে আমি নামায পড়তে পারি। ঘটনাটি ছিল তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের। অতএব তিনি এসে তাই করলেন।

٧٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُوْدِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُوْمَتِيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِيْ بَيْتِيْ وَتُصَلِّيَ فِيْهِ قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِّنْ هٰذِهِ الْفُحُوْلِ فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ . قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ مَاجَةَ الْفَحْلُ هُوَ الْحَصِيْرُ الَّذِيْ قَدِ اسْوَدَّ .

৭৫৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কোন এক ফুফু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাবার তৈরি করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে এসে পানাহার করুন এবং তাতে নামায পড়ুন। অতএব তিনি এলেন। ঘরে একটি কালো চাটাই ছিল। তিনি ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করেন। আমরা চাটাইয়ে পানি ছিটিয়ে (তা পরিষ্কার করে লেছে) দিলাম। তিনি নামায পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, যে চাটাই পুরানো হয়ে কালো হয়ে যায় তাকে 'ফাহ্ল' বলে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ تَطْهِيْرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيْبِهَا

মসজিদসমূহ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাকে সুগন্ধিযুক্ত করা।

٧٥٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِّنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

৭৫৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে ময়লা দূর করে, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।

٧٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَاَحْمَدُ بْنُ الْاَزْهَرِ قَالاَ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ سُعَيْرٍ اَنْبَاَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ اَنْ تُبْنٰى فِى الدُّوْرِ وَاَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

৭৫৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে খোশবু ছাড়তে নির্দেশ দিয়েছেন।

٧٥٩- حَدَّثَنَا رِزْقُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا يَعْقُوْبُ ابْنُ اِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ .

৭৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ছড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٧٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ حَاطِبٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَوَّلُ مَنْ اَسْرَجَ فِى الْمَسَاجِدِ تَمِيْمُ الدَّارِىُّ .

৭৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি মসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ।

٧٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ اَبُوْ مَرْوَانَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ

حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

৭৬১। আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের দেয়ালে থুথু বা কফ দেখতে পেলেন। তিনি একটি কাঁকর তুলে নিয়ে তা দিয়ে থুথু (কফ) মুছে ফেলেন, অতঃপর বলেন ঃ তোমাদের কেউ থুথু ফেলতে চাইলে সে যেন তা তার সামনের দিকে এবং তার ডান দিকে না ফেলে, রবং তার বাম দিকে বা তার বাম পায়ের নীচে ফেলে।

٧٦٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفٍ ثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَجَاءَتْهُ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوْقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْسَنَ هٰذَا .

৭৬২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কেবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে খুবই রাগান্বিত হন, এমনকি তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। এক আনসারী মহিলা এসে তা মুছে ফেলে এবং সেই স্থানে সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এটা কত উত্তম!

٧٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّيْ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ كَانَ اللّٰهُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلاَةِ .

৭৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পান। তখন তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি তা মুছে ফেলেন। অতঃপর নামাযশেষে তিনি বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে রত থাকে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। অতএব তোমাদের কেউ যেন নামাযরত অবস্থায় তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে।

٧٦٤-حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَّ بُزَاقًا فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ .

৭৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কিবলার দিকে (নিক্ষিপ্ত) থুথু মুছে ফেলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِنْشَادِ الضَّالِّ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে হারানো জিনিস খুঁজে বেড়ানো নিষেধ।

٧٦٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِى سِنَانٍ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ دَعَا اِلَى الْجَمَلِ الْاَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ وَجَدْتَهُ اِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيْتَ لَهُ .

৭৬৫। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, কে লাল উটের খোঁজ দিতে পারে (আমার লাল উটটি হারিয়ে গেছে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি যেন তা না পাও। মসজিদ যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে।

٧٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا ابْنُ لَهِيْعَةَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ جَمِيْعًا عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ .

৭৬৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন।

٧٦٧-حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الاَسَدِيِّ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا

৭৬৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে মসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে শুনলে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে যেন তা ফিরিয়ে না দেন। কারণ এজন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ الصَّلاَةِ فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ وَمَرَاحِ الْغَنَمِ

উট ও বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া।

٧٦٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ ابْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالاَ ثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ لَمْ تَجِدُوْا اِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَاَعْطَانَ الْاِبِلِ فَصَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ .

৭৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বকরী বা উটের খোঁয়াড় ব্যতীত নামায পড়ার জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে পড়বে না।

٧٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلُّوْا فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوْا فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ فَاِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ .

৭৬৯। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়তে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না। কেননা তা শয়তানদের থেকে সৃষ্ট।

٧٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الرَّبِيْعِ ابْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِىُّ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُصَلِّى فِىْ اَعْطَانِ الْاِبِلِ وَيُصَلِّى فِىْ مُرَابِضِ الْغَنَمِ .

৭৭০। সাবরা ইবনে মাবাদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া যাবে না, তবে বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া যাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

মসজিদে প্রবেশের দোয়া।

٧٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ .

৭৭১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতিমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশকালে বলতেনঃ "আল্লাহ্‌র নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে সালাম। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ উম্মুক্ত করে দিন"। তিনি (মসজিদ থেকে) বের হওয়ার সময় বলতেনঃ "আল্লাহ্‌র নামে (প্রস্থান) এবং সালাম আল্লাহ্‌র রাসূলকে। হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন"।

٧٧٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارٍ الْحِمْصِىُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ .

৭৭২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশকালে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, তারপর যেন বলেঃ "হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন" এবং বের হওয়ার সময় যেন বলেঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি"।

٧٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنِيْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

৭৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশকালে যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ "হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন" এবং বের হওয়ার সময়ও যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করুন"।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ الْمَشْيِ اِلَى الصَّلاَةِ

পদব্রজে নামায পড়তে যাওয়া।

٧٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلاَةَ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ .

৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযু করার পর কেবল নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে তার একটি ধাপ মর্যাদা বাড়িযে দেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন যাবত না সে মসজিদে প্রবেশ করে। মসজিদে প্রবেশ করার পর সে যতক্ষণ নামাযের জন্য সেখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ নামাযরত হিসাবেই গণ্য হয়।

٧٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ ابْنُ عُثْمَانَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰه ﷺ قَالَ اذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا .

৭৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের ইকামত শুরু হলে তোমরা তার জন্য দ্রুত বেগে আসবে না, বরং ধীরে সুস্থে হেঁটে আসবে। এরপর নামাযের যতটুকু পাও তা পড়ো এবং যতটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ করো।

٧٧٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْىَ ابْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يُكَفِّرُ اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِهِ فِى الْحَسَنَاتِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطٰى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

৭৭৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের কথা বলে দিবো না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করবেন এবং সওয়াবের পরিধিও বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ কষ্টের সময় পূর্ণরূপে উযু করা, মসজিদসমূহের দিকে বেশি বেশি কদম রাখা এবং এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকা।

٧٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَلْقَى اللّٰهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَاِنَّ اللّٰهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدٰى وَلَعَمْرِى لَوْ اَنَّ كُلَّكُمْ صَلّٰى فِىْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَاَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ فَيَعْمِدُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّى فِيْهِ فَمَا يَخْطُوْ خَطْوَةً اِلاَّ رَفَعَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً .

৭৭৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীতে (কিয়ামতে) মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হয়, যেখানে তার জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা এটাই হলো হেদায়াতের উত্তম পন্থা। আর আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার জীবনের শপথ! তোমাদের সকলে যদি নিজ নিজ বাড়িতে নামায পড়ো, তবে তোমরা অবশ্যই তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে। আর তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে। অবশ্যই আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত অপর কাউকে নামাযের জামাআত ত্যাগ করতে দেখতাম না। আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতের কাতারে শরীক হতেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায পড়ে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন।

٧٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّسْتَرِىُّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ اَبُو الْجَهْمِ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ اِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَاَسْاَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَاىَ هٰذَا فَاِنِّىْ لَمْ اَخْرُجْ اَشَرًا وَّلاَ بَطَرًا وَّلاَ رِيَاءً وَّلاَ سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْاَلُكَ اَنْ تُعِيْذَنِىْ مِنَ النَّارِ وَاَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ اَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ .

৭৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশ্যে তার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলে ঃ "হে আল্লাহ! তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের যে অধিকার আছে তার উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, এই পদব্রজের অধিকারের উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। কেননা গৌরব, অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা, প্রসিদ্ধি লাভ ইত্যাদির জন্য আমি মোটেই বের হইনি। আমি বের হয়েছি তোমার অসন্তোষের ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির অন্বেষায়। অতএব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি আগুন থেকে আমাকে বাঁচাবে এবং আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করবে। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই", আল্লাহ তার প্রতি রহমাতের দৃষ্টি দেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

٧٧٩- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَشَّاءُوْنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ فِى الظُّلَمِ اُوْلٰئِكَ الْخَوَّاضُوْنَ فِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ .

৭৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াতকারীরাই আল্লাহ্র রহমতের অন্বেষী।

٧٨٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ الْحَارِثِ الشِّيْرَازِىُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُبَشَّرَ الْمَشَّاءُوْنَ فِى الظُّلَمِ بِنُوْرٍ تَامٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭৮০। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হোক।

٧٨١- حَدَّثَنَا مَجْزَءَاةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدٍ مَوْلٰى ثَابِتٍ الْبُنَانِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৭৮১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের অন্ধকারে মসজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ الْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا

মসজিদ থেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

٧٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا .

৭৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদ থেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।

٧٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بَيْتُهُ اَقْصٰى بَيْتٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَوَجَّعْتُ لَهُ فَقُلْتُ يَا فُلاَنُ لَوْ اَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً يَقِيْكَ الرَّمْضَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقْعِ وَيَقِيْكَ هُوَامَّ الْاَرْضِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ بَيْتِيْ بِطُنُبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَسَاَلَهُ فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَذَكَرَ اَنَّهُ يَرْجُوْ فِيْ اَثَرِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ .

৭৮৩। উবাই ইবনে কাব (রা) থকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তির বাড়ি ছিল মদীনার শেষ প্রান্তে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে উপস্থিত হতে কখনো ভুল করতো না। রাবী বলেন, তার জন্য আমার মনে কষ্ট অনুভব করলাম। তাই আমি বললাম, হে অমুক! একটি গাধা কিনে নিলে তা তোমাকে গরম থেকে, পথের কষ্ট-কাঠিন্য থেকে এবং মাটির কীট-পতঙ্গ থেকে রেহাই দিত। লোকটি বললো, আল্লাহ্র শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের লাগোয়া আমার ঘর হোক, এটাও আমার পছন্দনীয় নয়। রাবী বলেন, আমি তার কষ্টে ব্যথিত হলাম, অবশেষে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একই কথা ব্যক্ত করে। সে আরো উল্লেখ করে যে, সে তার পদক্ষেপসমূহের সওয়াব আশা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যেরূপ আশা করছো তদ্রূপই পাবে।

٧٨٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَرَادَتْ بَنُوْ سَلِمَةَ اَنْ يَتَحَوَّلُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ اِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُعْرُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ يَا بَنِيْ سَلِمَةَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ فَاَقَامُوْا .

৭৮৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ সালিমার লোকেরা তাদের বাড়িঘর মসজিদে নববীর নিকটে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা করলো। কিন্তু নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার প্রান্ত এলাকা জনশূন্য হওয়া অপছন্দ করলেন। তাই তিনি বলেন ঃ হে বনূ সালিমা! তোমরা কি তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব আশা করো না? অতএব তারা স্বস্থানেই থেকে গেলো।

٧٨٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ بَعِيْدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاَرَادُوْا اَنْ يَقْتَرِبُوْا فَنَزَلَتْ (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ) قَالَ فَثَبَتُوْا .

৭৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের বসতি মসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল। তারা মসজিদের কাছাকাছি বসতি স্থানান্তরিত করতে চাইলে এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে পাঠায় এবং যা তারা পিছনে রেখে যায়" (সূরা ইয়াসীন ঃ ১২)। রাবী বলেন, তখন তারা তাদের অবস্থানে বহাল থাকেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِىْ جَمَاعَةٍ

জামাআতে নামায পড়ার ফযীলাত।

٧٨٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَةِ فِىْ بَيْتِهِ وَصَلاَتُهُ فِىْ سُوْقِهِ بِضْعًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৭৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামাআতে নামায তার ঘরে বা বাজারে পড়া নামায অপেক্ষা বিশ গুণের অধিক মর্যাদাপূর্ণ।

٧٨٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلٰى صَلاَةِ اَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ جُزْءًا .

৭৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জামাআতের ফযীলাত তোমাদের কারো একাকী নামায পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি।

٧٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৭৮৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামাআতের নামায তার বাড়িতে পড়া নামায অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

٧٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهْ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلٰى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৭৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামাআতের নামায তার একাকী পড়া নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

٧٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَصِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ اَوْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً .

৭৯০। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামাআতে নামায তার একাকী পড়া নামায অপেক্ষা চব্বিশ কিংবা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ التَّغْلِيْظِ فِى التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

নামাযের জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٧٩١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ

ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ اَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حَزْمٌ مِّنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ .

৭৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি নামায কায়েমের নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে নামায পড়তে আদেশ করি। অতঃপর আমি লাকড়িসহ একদল লোককে নিয়ে বেরিয়ে যাই সেইসব লোকের নিকট যারা জামাআতে উপস্থিত হয়নি, অতঃপর তাদেরসহ তাদের বসতি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দেই।

٧٩٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّيْ كَبِيْرٌ ضَرِيْرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يُلاَوِمُنِيْ فَهَلْ تَجِدُ مِنْ رُخْصَةٍ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا اَجِدُ لَكَ رُخْصَةً .

৭৯২। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমি বৃদ্ধ ও অন্ধ, আমার বসতিও দূরে এবং আমার সাহায্যকারী কোন পরিচালকও নেই। সুতরাং আপনি কি (আমাকে জামাআতে হাযির না হওয়ার ব্যাপারে) অবকাশ (অনুমতি) দিবেন? তিনি বলেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আমি তোমার জন্য অবকাশ পাচ্ছি না।

٧٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ اَنْبَاَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ .

৭৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার নামায নাই।

٧٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِيْنَاءَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ اَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلٰى اَعْوَادِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَّدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ .

৭৯৪। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কাঠের মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছেন ঃ লোকেরা অবশ্যই যেন জামাআত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

٧٩٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْهُذَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزِّبْرِ قَانِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ اَوْ لَاُحَرِّقَنَّ بُيُوْتَهُمْ .

৭৯৫। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকজনকে অবশ্যই জামাআত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় আমি তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করে দিবো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِيْ جَمَاعَةٍ

এশা ও ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলাত।

٧٩٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِيْ عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৭৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি লোকেরা এশা ও ফজরের নামাযের যে কত ফযীলাত তা জানতো, তাহলে অবশ্যই তারা এই দুই নামাযে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।

٧٩٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَنْبَانَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمْ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا .

৭৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মোনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারবহ (কষ্টকর) হচ্ছে এশা ও ফজরের নামায। তারা যদি এই দুই নামাযের ফযীলাত সম্পর্কে অবহিত থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাযির হতো।

٧٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى فِىْ مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ تَفُوْتُهُ الرَّكْعَةُ الْاُوْلٰى مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِّنَ النَّارِ .

৭৯৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে এসে জামাআতের সাথে চল্লিশ রাত তাকবীরে উলাসহ এশার নামায পড়বে, তার বিনিময়ে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির সনদ লিখে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ لُزُوْمِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلاَةِ

মসজিদসমূহে যাতায়াত বাধ্যতামূলক করে নেয়া এবং নামাযের জন্য অপেক্ষারত থাকা।

٧٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ .

৭৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে এবং যতক্ষণ নামায তাকে আটক রাখে, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যে থাকে। তোমাদের কেউ যে মজলিসে নামায পড়েছে তাতে যতক্ষণ সে অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। তারা বলেন, "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তাকে অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন"। যতক্ষণ না তার উযু ছুটে যায়, যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় (ততক্ষণ এই দোয়া চলতে থাকে)।

٨٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ اِلاَّ تَبَشْبَشَ اللّٰهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ اِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ .

৮০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে নামায ও যিকিরে রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তার পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়।

٨٠١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِىُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ اَبْشِرُوْا هٰذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِىْ بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ يَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ قَدْ قَضَوْا فَرِيْضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ اُخْرٰى .

৮০১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়লাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেলেন এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতে লাগলো। তিনি তাঁর দুই হাঁটুর উপর ভর করে বসে বলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক আসমানের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকট তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন ঃ তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা এক ফরয আদায়ের পর পরবর্তী ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

٨٠٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ) اَلْاٰيَةَ .

৮০২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে যাতায়াত করতে দেখলে তার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দিও। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তারাই তো আল্লাহ্র মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে......" (সূরা তওবা ঃ ১৮)।

অধ্যায় ঃ ৫

كِتَابُ اقَامَةِ الصَّلٰوةِ وَالسُّنَّةِ فِيْهَا

(নামায কায়েম করা এবং তার নিয়ম-কানুন)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

নামায শুরু করা।

٨٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ ثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ .

৮০৩। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে কিবলামুখী হতেন তখন তাঁর দুই হাত উত্তোলন করে আল্লাহু আকবার (তাকবীরে তাহরীমা) বলতেন।

٨٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ ابْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ صَلاَتَهُ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

৮০৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে (তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা" (হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই")।

٨٠٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَعَلِيُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ اَرَاَيْتَ

سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ فَاَخْبِرْنِىْ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الْاَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .

৮০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বলার পর, তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থাকেন কেন? তখন আপনি কি বলেন আমাকে বলুন! তিনি বলেন ঃ আমি বলি ঃ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الْاَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ . "হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গুনাহের মাঝে এরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপরাশি থেকে পবিত্র করুন, যেমন ময়লা থেকে ধবধবে সাদা কাপড় পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ হিমশীতল পানি দিয়ে ধৌত করুন"।

٨٠٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِمْرَانَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا حَارِثَةُ بْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ (سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ) .

৮০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করে বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

"হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

بَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ فِى الصَّلاَةِ

নামাযের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা।

٨٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِىِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ قَالَ (اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا) ثَلاَثًا (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا) ثَلاَثًا (سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) قَالَ عَمْرٌو هَمْزُهُ الْمُوْتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ .

৮০৭। জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নামাযে প্রবেশ করে বলতেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا তিনবার; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا তিনবার এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً তিনবার। অতঃপর তিনি বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ("হে আল্লাহ! আমি বিতাড়িত শয়তানের শয়তানী, তার অশ্লীল কবিতা এবং তার অহংকার হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই") 'আমর (র) বলেন, هَمْزِهِ অর্থ তার শয়তানী وَنَفْثُهُ অর্থ তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخُهُ অর্থ তার অহমিকা।

٨٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) . قَالَ هَمْزُهُ الْمُوْتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ .

৮০৮। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ (اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) .

রাবী বলেন, هَمْزُهُ-এর অর্থ, তার শয়তানী, نَفْثُهُ অর্থ, তার অশ্লীল কবিতা এবং نَفْخُهُ -এর অর্থ, তার অহমিকা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

بَابُ وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلاَةِ

নামাযের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

٨٠٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ .

৮০৯। কাবীসা ইবনে হুলব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।

٨١٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالاَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى فَاَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِه .

৮১০। ওয়াইল ইবনে হুজ্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধরেন।

٨١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَاتِمٍ اَنْبَاَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَاَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِى زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَرَّ بِى النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا وَاضِعٌ يَدِى الْيُسْرٰى عَلَى الْيُمْنٰى فَاَخَذَ بِيَدِىَ الْيُمْنٰى فَوَضَعَهَا عَلَي الْيُسْرٰى .

৮১১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি আমার বাম হাত ডান হাতের রেখেছিলাম। তিনি আমার ডান হাত ধরে বাম হাতের উপর রাখেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

কিরআত শুরু করা।

٨١٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) .

৮১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" (সূরা ফাতেহা) দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

٨١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) .

৮১৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা) “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

٨١٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ قَالُوْا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ (عُبَيْدِ) اللّٰهِ ابْنِ عَمِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) .

৮১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।

٨١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ قَيْسِ ابْنِ عَبَايَةَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَقَلَّمَا رَاَيْتُ رَجُلاً اَشَدَّ عَلَيْهِ فِى الْاِسْلَامِ حَدَثًا مِنْهُ فَسَمِعَنِىْ وَاَنَا اَقْرَاُ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فَاِنِّىْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ رَجُلاً مِّنْهُمْ يَقُوْلُهُ فَاِذَا قَرَاْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

৮১৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা)-র পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা প্রচলনের বিরুদ্ধে আমার পিতার চাইতে অধিক কঠোর মনোভাবাপন্ন লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি আমাকে (নামাযের মধ্যে) “বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম” পড়তে শুনে বলেন, প্রিয় বৎস! বিদআত থেকে বিরত থাকো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর সাথে নামায পড়েছি, কিন্তু আমি তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি। অতএব তুমি “আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন” দ্বারাই কিরাআত শুরু করবে।

অনচ্ছেদ ঃ ৫

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ

ফজরের নামাযের কিরাআত।

٨١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ (وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ) .

৮১৬। কুতবা ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযে “ওয়ান-নাখলা বাসিকাতিল লাহা তালউন নাদীদ” (সূরা কাফ থেকে) তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।

٨١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ خَالِدٍ عَنْ اَصْبَغَ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ كَاَنِّيْ اَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ (فَلاَ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) .

৮১৭। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম এবং তিনি ফজরের নামাযে فَلاَ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (সূরা তাকবীর) পড়লেন। আমি যেন (এখনো) তার কিরাআত পাঠ শুনছি।

٨١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَهُ اَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِيْ بَرْزَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ .

৮১৮। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।

٨١٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ وَعَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِنَا فَيُطِيْلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ فِى الثَّانِيَةِ وَكَذٰلِكَ فِى الصُّبْحِ .

৮১৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়তেন। তিনি যোহরের প্রথম রাক্‌আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক্‌আত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও এরূপ করতেন।

٨٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ بِـ (اَلْمُؤْمِنُوْنَ) فَلَمَّا اَتٰى عَلٰى ذِكْرِ عِيْسٰى اَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ فَرَكَعَ يَعْنِىْ سَعْلَةً .

৮২০। আবদুল্লাহ ইবনুস সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে "সূরা মুমিনূন" তিলাওয়াত করলেন। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ পর্যন্ত উপনীত হলে তাঁর হাঁচি (বা কফ) আসে। তিনি তখন রুকূতে চলে গেলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

بَابُ الْقِرَاَةِ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কিরাআত।

٨٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آلٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

৮২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল আস-সাজদা এবং ওয়াহাল আতা আলাল ইনসানে (সূরা আদ-দাহ্‌র) তিলাওয়াত করতেন (মু)।

٨٢٢- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ نَبْهَانَ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آلٓمٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى عَلَي الْاِنْسَانِ .

৮২২। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

٨٢٣- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .

৮২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে আলিফ-লাম-মীম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

٨٢٤-حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَنْبَاَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَنْبَاَنَا عَمْرُو بْنُ اَبِىْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْرَاُ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ . قَالَ اِسْحَاقُ هٰكَذَا ثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ اَشُكُّ فِيْهِ .

৮২৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।

ইসহাক (র) বলেন, আমর (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আমি এতে কোন সন্দেহ পোষণ করি না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

যোহর ও আসর নামাযের কিরাআত।

٨٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَزْعَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ فِىْ ذٰلِكَ خَيْرٌ قُلْتُ لَهُ بَيِّنْ رَحِمَكَ اللّٰهُ قَالَ كَانَتِ الصَّلاَةُ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَيَخْرُجُ اَحَدُنَا اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِىْ حَاجَتَهُ فَيَجِئُ فَيَتَوَضَّاُ فَيَجِدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৫। কায্‌আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এতে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। আমি বললাম, আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যোহর নামাযের ইকামত দেয়া হতো। আমাদের কেউ আল-বাকী নামক স্থানে গিয়ে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসে উযু করতো, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যোহরের প্রথম রাক্‌আতেই পেতো।

٨٢٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابٍ بِاَيِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

৮২৬। আবু মামার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যোহর ও আসর নামাযের কিরাআত কিসের মাধ্যমে বুঝতেন? তিনি বলেন, তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে।

٨٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ وَكَانَ يُطِيْلُ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْاُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ .

৮২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের সাথে অমুকের নামাযের চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কারো নামায দেখিনি। রাবী বলেন, তিনি যোহরের প্রথম দুই রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং পরবর্তী দুই রাকআত সংক্ষেপ করতেন এবং আসরের নামায সংক্ষেপ করতেন।

٨٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ ثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اجْتَمَعَ ثَلَاثُوْنَ بَدْرِيًّا مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا تَعَالَوْا حَتّٰى نَقِيْسَ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَاسُوْا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً وَفِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَقَاسُوْا ذٰلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ .

৮২৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিরিশজন সাহাবী সমবেত হয়ে বলেন ঃ আসুন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবে পঠিত (যোহর ও আসর) নামাযের কিরাআত সম্পর্কে অনুমান করি। তাদের মধ্যে দু'জন সাহাবীও তাদের এ অনুমানে মতভেদ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম রাকআতে তিরিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে তার অর্ধেক সংখ্যক আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তারা অনুমান করলেন যে, তিনি আসরের নামাযে যুহরের দ্বিতীয় রাক্‌আতে পঠিত কিরাআতের সমপরিমাণ কিরাআত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

بَابُ الْجَهْرِ بِالْاٰيَةِ اَحْيَانًا فِيْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

যোহর ও আসরের নামাযে কখনো সশব্দে কুরআন তিলাওয়াত।

٨٢٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا .

৮২৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরসহ যোহরের নামায পড়াকালে প্রথম দুই রাক্‌আতে কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে কিরাআত পাঠ করতেন।

٨٣٠- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ ثَنَا سَلْمُ ابْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيْدِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْاٰيَةَ بَعْدَ الْاٰيَاتِ مِنْ سُوْرَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ .

৮৩০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে যোহরের নামায পড়তেন। আমরা সূরা লুকমান ও সূরা যারিয়াত থেকে তাঁর পঠিত আয়াতের পর আয়াত শুনতে পেতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

মাগরিবের নামাযের কিরাআত।

٨٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُمِّهِ (حَدَّثَنَا

اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ هِىَ لُبَابَةُ) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا .

৮৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার মাতা লুবাবা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে "ওয়াল মুরসালাতে উরফান" সূরা থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।

٨٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ . قَالَ جُبَيْرٌ فِىْ غَيْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَاُ (اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ اِلٰى قَوْلِهِ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ) كَادَ قَلْبِىْ يَطِيْرُ .

৮৩২। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। জুবাইর (রা) অন্য হাদীসে বলেন, আমি যখন তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনলাম (অনুবাদ) ঃ "তারা কি সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা?...... তাহলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করুক "(সূরা তূর ঃ ৩৫-৩৮), তখন আমার অন্তর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

٨٣٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ ثَنَا حَفْصُ ابْنُ غِيَاثٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

৮৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِىْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ

এশার নামাযের কিরাআত।

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَانَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا يَحْىَ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ جَمِيْعًا عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ .

৮৩৪। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়েন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সূরা ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতূন পড়তে শুনেছি।

٨٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ جَمِيْعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُ اِنْسَانًا اَحْسَنَ صَوْتًا اَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ .

৮৩৫। আল-বারাআ (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমি তাঁর চাইতে উত্তম ও সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত আর কোন মানুষের নিকট শুনিনি।

٨٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِاَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

৮৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) তার সংগীদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন এবং তাদের নামাযকে দীর্ঘায়িত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি সূরা ওয়াশ-শামস, সূরা আলা, সূরা লাইল ও সূরা আলাক ইত্যাদি (ক্ষুদ্র সূরা) পাঠ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ .

ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া।

٨٣٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِيْ سَهْلٍ وَاِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

৮৩৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার নামায হয়নি।

٨٣٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوْبَ اَنَّ اَبَا السَّائِبِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَاْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَاِنِّىْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِىْ وَقَالَ يَا فَارِسِىُّ اِقْرَاْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ .

৮৩৮। আবুস সাইব (র) আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নামায পড়লো এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়েনি তার নামায অসম্পূর্ণ। আবুস সাইব (র) বলেন , আমি বললাম, হে আবু হুরায়রা! আমি কখনো কখনো ইমামের সাথে নামায পড়ি। তিনি আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বলেন, হে ফারিসী! তুমি তা মনে মনে পড়ো।

٨٣٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيْعًا عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَاْ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) وَسُوْرَةً فِىْ فَرِيْضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا .

৮৩৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয অথবা অন্য সব নামাযে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পড়েনি তার নামায হয়নি।

٨٤٠- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَزَرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ يَحْىَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَاُ فِيْهَا بِاُمِّ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ .

৮৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়া হলে তা অসম্পূর্ণ।

٨٤١- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُمْرِو بْنِ سُكَيْنٍ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ السَّلْعِيُّ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَاُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ .

৮৪১। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে কোন নামাযে সূরা ফতিহা না পড়লে তা অসম্পূর্ণ তা অসম্পূর্ণ।

٨٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَقْرَاُ وَالاِمَامُ يَقْرَاُ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ اَفِىْ كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هٰذَا .

৮৪২। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, ইমামের কিরাআত পড়ার সাথে সাথে আমিও কি কিরাআত পড়বো? তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কিরাআত আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁ। উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললো, এটি বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো।

٨٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَاُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الاِمَامِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৮৪৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর ও আসর নামাযের প্রথম দুই রাকআতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা এবং শেষ দুই রাকাআতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তাম।[১]

---

১. ইমাম মালেক ও আহমাদ (র)-এর মতে, ইমামের ফাতিহা পাঠের শব্দ মোকতাদীদের কানে আসলে তারা ফাতিহা পড়বে না; কিন্তু শুনা না গেলে পড়বে। ইমাম শাফিঈর মতে সর্বাবস্থায় মোকতাদীকে ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে কোন অবস্থায়ই মোকতাদীকে ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। তিনি প্রথম দিকে নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করা নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পক্ষপাতী ছিলেন। হানাফী আলেম মোল্লা আলী কারী, আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী, আবদুল হাই লাখনাবী ও রশীদ আহমাদ গাংগোহী (র) সালাতে সিরসির মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মরহূম বলেন, ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ

সম্পর্কে আমি যতটুকু অনুসন্ধান করেছি তার আলোকে অধিকতর সঠিক পন্থা এই যে, ইমাম যখন উচ্চস্বরে ফাতিহা পাঠ করবেন তখন মোকতাদীগণ চুপ থাকবে, আর ইমাম যখন অনুচ্চ স্বরে পাঠ করবেন তখন মোকতাদীরাও সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশের বিরোধিতা করার কোন সন্দেহ থাকে না এবং যাবতীয় দলীল সামনে রেখে এরূপ একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ (র) এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই ইমামের পেছনে ফাতিহা পাঠ করে না অথবা সর্বাবস্থায় ফাতিহা পাঠ করে, আমরা এটা বলতে পারি না যে, তার নামায হয় না। কেননা উভয় মতের সপক্ষে দলীল বিদ্যমান রয়েছে এবং এই ব্যক্তি জেনেবুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্দেশের বিরোধিতা করছে না, বরং তার কাছে দলীলের ভিত্তিতে যে মত প্রমাণিত তার উপর আমল করছে (রাসায়েল-মাসায়েল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯, ১৮৯)।

"যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামায হয়নি" এ হাদীসের ভিত্তিতে সূরা ফাতিহাকে কেন্দ্র করে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মধ্যে দুইটি বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

এক ঃ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয না ওয়াজিব না সুন্নাত? ইমাম আবু হানীফার মতে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের দৃষ্টিতে ইমাম শাফিঈ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয মনে করেন। ইমাম আবু হানীফা তার মতের পক্ষে দলীল দিয়ে বলেন, এ হাদীসটি খবরে ওয়াহেদ। আর খবরে ওয়াহেদ পর্যায়ের হাদীস দিয়ে কুরআনের অধিক বা সম-পর্যায়ের হুকুম (ফরয) প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

দুই ঃ সূরা ফাতিহা পড়া ইমাম, মোকতাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী সকলের জন্য ওয়াজিব কি না? ইমাম শাফিঈর মতে সকলের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। তিনি হাদীসে উল্লেখিত "মান" (যে কোন ব্যক্তি) শব্দের প্রেক্ষিতে মোকতাদীর উপরও ফাতিহা পড়া অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেন। কেননা শব্দটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। এ শব্দের মধ্যে ইমাম, মোকতাদী নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানীফার মতে ফাতিহা পড়ার নির্দেশ মোকতাদীর বেলায় প্রযোজ্য নয়। তিনি কুরআনের আয়াত, রাসূলের হাদীস এবং এ সম্পর্কে যে সকল ভীতি এসেছে তার প্রেক্ষিতে ফাতিহা পড়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে মোকতাদীকে বাদ দিয়েছেন। নির্দেশসমূহ এই ঃ

এক ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "যখন কুরআন পড়া হয়, তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শোনো এবং নীরবতা অবলম্বন করো" (সূরা আরাফ ঃ ২০৪)।

ইমাম শাফিঈর মতেও এ আয়াত ইমামের পেছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অবশ্য তার মতে পরবর্তী সময়ে এ আয়াতের হুকুম মানসূখ হয়ে যায়। কারো কারো মতে এ আয়াত খুতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে এ আয়াত অন্য বিষয়ে নাযিল হয়েছে। তবে প্রথম মতটিই সর্বাধিক সহীহ।

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামায পড়েছে, অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পড়েনি, সে নামাযই পড়েনি, তবে ইমামের পেছনে নামায পড়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা"।

তিন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে কিরাআত পড়ে তার জন্য বড়ই পরিতাপ, তার মুখে যেন মাটি পড়ে"।

উপরে উল্লেখিত দলীলসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোকতাদীকে ফাতিহা পড়ার সাধারণ নির্দেশ থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। তাছাড়া আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আর একটি সূরা পড়েনি তার নামায হয়নি" (ইবনে মাজা, ৮৩৯ নং হাদীস)।

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, সূরা ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়তে হবে। অথচ ইমাম শাফিঈ ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়া ফরয মনে করেন না। বরং তার মতে ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা মিলানো মুস্তাহাব। ইমাম শাফিঈ এ হাদীসে উল্লেখি "লা সালাতা"-এর অর্থ করেন,

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

بَابُ فِىْ سَكْتَتَىِ الاِمَامِ

ইমামের নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান।

٨٤٤- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيْلٍ الْعَتَكِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبْنَا اِلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَتَبَ اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ . قَالَ سَعِيْدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلَاتِهِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَاِذَا قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ اَنْ يَّسْكُتَ حَتّٰى يَتَرَادَّ اِلَيْهِ نَفَسُهُ .

৮৪৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কণ্ঠস্থ করেছি। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) তা অস্বীকার করেন (এবং বলেন, আমরা একটি স্থান জানি)। আমরা বিষয়টি মদীনাতে উবাই ইবনে কাব (রা)-কে লিখে জানালাম। তিনি লিখেন, সামুরা (রা) বিষয়টি স্মরণ রেখেছেন। অধস্তন রাবী সাঈদ (র) বলেন, আমরা কাতাদা (রা)-কে বললাম, সেই নীরবতা অবলম্বনের স্থান দু'টি কি কি? তিনি বলেন, যখন তিনি তাঁর নামাযে প্রবেশ করতেন এবং যখন তিনি কিরাআত শেষ করতেন. অতঃপর তিনি বলেন, যখন তিনি

নামায পরিপূর্ণ হয় না। সুতরাং ইমাম শাফিঈ যে দলীলের ভিত্তিতে ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা পড়া ফরয নয় বলেন, আমরাও সেই প্রমাণের ভিত্তিতেই বলি যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পড়াও ফরয নয়। ইমাম আবু হানীফার মতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈর মতে নামাযে সুন্নাত ছেড়ে দিলে অর্থাৎ ফাতিহার সাথে আর একটি সূরা না পড়লে নামায অপরিপূর্ণ থেকে যায়। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফার মতেও নামাযে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায অবশ্যই অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায অপূর্ণ রয়ে গেলো"।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, সূরা ফাতিহা পরিত্যাগ করলে নামাযে অপূর্ণতার কারণ ঘটে, নামায না হওয়ার কারণ ঘটে না। সুতরাং এ হাদীসের সারকথা হচ্ছে, ইমামের কিরাআত মোকতাদীর কিরাআত। কাজেই মোকতাদী নামাযে সূরা ফাতিহা না পড়লেও তার নামায পূর্ণ হয়ে যাবে। কারণ ইমামের অনুসরণকারী হিসাবে মোকতাদীও ইমামের পাঠের অন্তর্ভুক্ত (শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান)।

"গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন" পড়তেন। রাবী বলেন, কিরাআত পাঠ শেষ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন, এটা লোকদের ভালো লাগতো।

٨٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِد بْنِ خِدَاشٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اَشْكَابٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوْعِ فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ اِلٰى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ .

৮৪৫। আল-হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলেছেন, আমি নামাযের মধ্যে নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান স্মৃতিতে ধরে রেখেছি ঃ একটি কিরাআত শুরু করার পূর্বে এবং অপরটি রুকূর সময়। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) তা অস্বীকার করেন। তারা বিষয়টি সম্পর্কে মদীনাতে উবাই ইবনে কাব (রা)-কে লিখেন। তিনি সামুরা (রা)-র মত সমর্থন করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

بَابُ اِذَا قَرَاَ الاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا

ইমাম যখন কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো।

٨٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا وَاِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعِيْنَ .

৮৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। যখন তিনি কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো। যখন তিনি "গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দোয়ালীন" বলেন, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। যখন তিনি রুকূ করেন, তখন তোমরাও রুকূ

করো। আর যখন তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন, তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলো। যখন তিনি সিজদা করেন, তখন তোমারাও সিজদা করো। তিনি বসা অবস্থায় নামায পড়লে তোমরাও সকলে বসা অবস্থায় নামায পড়ো।

٨٤٧-حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ غَلاَّبٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرَاَ الْاِمَامُ فَانْصِتُوْا فَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ ذِكْرِ اَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ .

৮৪৭। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামের কিরাআত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে। তিনি তাশাহ্‌হুদ পাঠের জন্য বসলে তোমাদের যে কোন মুসল্লীর প্রথম যিকির যেন হয় তাশাহ্‌হুদ।

٨٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِاَصْحَابِهِ صَلاَةً نَظُنُّ اَنَّهَا الصُّبْحُ فَقَالَ هَلْ قَرَاَ مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ قَالَ رَجُلٌ اَنَا قَالَ اِنِّيْ اَقُوْلُ مَالِيْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ .

৮৪৮। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়লেন, আমাদের মতে তা ছিল ফজরের নামায। নামাযশেষে তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ কি কিরাআত পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি পড়েছি। তিনি বলেন ঃ তাই তো (মনে মনে) বলছিলাম, আমার কুরআন পাঠে বিঘ্ন ঘটছে কেন!

٨٤٩- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ قَالَ فَسَكَتُوْا بَعْدُ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ الْاِمَامُ .

৮৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে নামাযে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন, তখন থেকে সেই নামাযে তারা কিরাআত পাঠ ত্যাগ করেন।

٨٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ .

৮৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাদের ইমাম আছে (যারা ইমামের সাথে নামায পড়ে), তার কিরাআতই তাদের কিরাআত।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

بَابُ الْجَهْرِ بِاٰمِيْنَ

সশব্দে আমীন বলা।

٨٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৮৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) 'আমীন' বলেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন। অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয় তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।

٨٥٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَجَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ ثَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ جَمِيْعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوْا فَمَنْ وَّافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৮৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) 'আমীন' বলে, তখন তোমরাও 'আমীন' বলো। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয়, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

٨٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا صَفْوَانُ ابْنُ مُوسٰى ثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِيْنَ وكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَهَا اَهْلُ الصَّفِّ الاَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ .

৮৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা 'আমীন' বলা ত্যাগ করেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' বলার পর 'আমীন' বলতেন, এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেতো এবং এতে মসজিদে প্রতিধ্বনি হতো।

٨٥٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اذَا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ .

৮৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ওয়ালাদ দোয়াল্লীন' বলার (পড়ার) পর 'আমীন' বলতে শুনেছি।

٨٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ فَسَمِعْنَاهَا مِنْهُ .

৮৫৫। আবদুল জাব্বার ইবনে ওয়াইল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লাম। তিনি "ওয়ালাদ দোয়াল্লীন" বলার পর "আমীন" বলেছেন। আমরা তা তাঁকে বলতে শুনেছি।

٨٥٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِيْنِ .

৮৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত বেশী ঈর্ষান্বিত নয় যতটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত।

٨٥٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْخَلاَّلُ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ مُسْهِرٍ قَالاَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلٰى اٰمِيْنَ فَاَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ اٰمِيْنَ .

৮৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইহূদীরা তোমাদের আমীন বলায় যত বেশী ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

রুকূতে যেতে ও রুকূ থেকে মাথা তুলতে রাফউল ইয়াদাইন করা।[২]

٨٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ وَاَبُوْ عَمْرٍو الضَّرِيْرُ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

৮৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, তিনি রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন কিন্তু দুই সিজদার মাঝখানে হাত উত্তোলন করতেন না।

---

২. রুকূর সময় রফউল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী হাদীস রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব মতে রফউল ইয়াদাইন করতে হবে। ইমাম আবু হানীফার মতে এ সম্পর্কিত হাদীস মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। তাই হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ রফউল ইয়াদাইন করেন না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী (র) বলেন, "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রফউল ইয়াদাইন করতেন, কখনও করতেন না। সুতরাং উভয়টাই সুন্নাত। এর প্রত্যেকটিই সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তী লোকদের এক এক দল গ্রহণ করেছেন এবং প্রত্যেকের পক্ষেই দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং কোন সুন্নাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া শরীআতের বিধান নয় (অনুবাদক)।

রুকূতে যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করা ঃ ইমাম মালেক (র) নামাযে সব সময় হাত ছেড়ে রাখেন। তিনি শুধুমাত্র নামায শুরু করার সময় হাত তোলেন, ইমাম মালেকের অপর একটি মত ইমাম শাফিঈর মতের অনুরূপ। ইমাম শাফিঈর মতে রুকূ করার সময় এবং রুকূ থেকে উঠার

সময় রফউল ইয়াদাইন (দুই হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উত্তোলন) করতে হবে। তিনি ইবনে উমার (রা)-র হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানীফার মতে নামায শুরু করার সময় ব্যতীত আর কোন সময় রফউল ইয়াদাইন করবে না। কেননা রফউল ইয়াদাইন ইসলামের শুরুতে ছিল। অতঃপর নামাযের শুরু ছাড়া অন্য সময়ে রফউল ইয়াদাইন করার হুকুম ক্রমান্বয়ে মানসূখ হয়ে যায়, শুধু নামায শুরু করার সময় রফউল ইয়াদাইন করার হুকুম বহাল থাকে। হানাফী আলেমরা ইমাম শাফিঈর জবাবে বলেন, ইমাম শাফিঈ শুধুমাত্র রুকূ করা এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইনের হুকুম গ্রহণ করেছেন। অথচ হাদীসে আর যে সকল সময়ে রফউল ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ আছে তিনি তাতে তা করেন না। তাহলে প্রশ্ন উঠে, ইমাম শাফঈ নামাযের দুইটি অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় কেন রফউল ইয়াদাইন করেন না? অথচ ইমাম শাফিঈ বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র হাদীসের উপর আমল করেন। কারণ ইবনে উমার (রা)-র হাদীস সনদের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী। ইবনে উমারের হাদীস বুখারী শরীফে আনা হয়েছে। তার সনদও সহীহ এবং নির্ভুল। কিন্তু এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, প্রথম বৈঠক থেকে উঠার সময়ও রফউল ইয়াদাইন করতে হবে। তাছাড়া অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উঠা, বসা এবং নামাযের এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করতেন"। কিন্তু ইমাম শাফিঈ এসব হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তার এই বর্জনের কারণই বা কি এবং এর জবাব বা কি? তিনি এ হাদীসসমূহের যে জবাব দিবেন, আমরাও রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন না করার জবাব তাই দিবো। তাছাড়া মুজাহিদ (র) সাহাবী ইবনে উমার (রা)-র নিজস্ব আমলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ইবনে উমার (রা) তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় রফউল ইয়াদাইন করতেন না। ইমাম আবু জাফর তাহাবী (র) এ প্রসংগে বলেন, যে সকল রাবী থেকে রফউল ইয়াদাইন করার হাদীস বর্ণিত আছে, তাদের থেকে রফউল ইয়াদাইন না করার হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম আবু হানীফার দলীল আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা)-র হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) মৃত্যু পর্যন্ত নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোন সময়ে রফউল ইয়াদাইন করেননি। যদি রফউল ইয়াদাইন করা জরুরী হতো, তবে ইবনে মাসঊদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর অন্তত এক বা দু'বার অবশ্যই রফউল ইয়াদাইন করতেন। অথচ ইবনে মাসঊদ (রা) হাদীসের একজন হাফেয এবং মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও রফউল ইয়াদাইনের হাদীস ত্যাগ করেছেন। আর হাদীসবিদগণ ইবনে মাসঊদ (রা)-কে জ্ঞান ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে আবু বাক্‌র (রা) ও উমার ফারূক (রা)-র উপর ফযীলাত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মাযহাবের আর একটি দলীল এই যে, ইবনে মাসঊদ (রা)-র প্রশংসায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন সাবধানী ও সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোন হাদীসের উপর আমল করা ত্যাগ করতেন না যতক্ষণ দিবালোকের ন্যায় তা মানসূখ হওয়ার ব্যাপারটি তার নিকট সাব্যস্ত না হতো। এ কারণেই তিনি রুকূতে তাতবীক করা ত্যাগ করেননি (তাতবীক অর্থ ঃ দুই হাতের আংগুলগুলো একত্র করে রুকূ এবং তাশাহ্‌হুদের সময় দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখা)। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইবনে মাসঊদ (রা)-র রফউল ইয়াদাইনের আমল ছেড়ে দেয়া এবং ইবনে উমার (রা)-র রফউল ইয়াদাইন করার পর পুনরায় ছেড়ে দেয়া প্রমাণ করে যে, রফউল ইয়াদাইনের হুকুম মানসূখ হয়ে গেছে। ইবনে উমার (রা) এ সম্পর্কে আরও বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেছেন এবং আমরাও তা করেছি। এরপর তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন এবং আমরাও ছেড়ে দিয়েছি। ইমাম আওযাঈ (র) একদা ইমাম আবু হানীফার সাথে রফউল ইয়াদাইন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন। ইমাম আওযাঈ ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কেন রফউল ইয়াদাইন করেন না? তিনি উত্তরে বলেন, এটা আমার নিকট প্রমাণিত হয়নি বলে আমি তা করি না। ইমাম আওযাঈ বলেন, কি করে এটা আপনার নিকট প্রমাণিত হয়নি? অথচ ইবনে শিহাব যুহরী (র) আমাকে সালেম (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু

٨٥٩-حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا قَرِيْبًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ صَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৮৫৯। মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতেন তখন তাঁর দুই হাত তাঁর উভয় কানের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি রুকূতে যেতেও তাই করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা তুলতেও অনুরূপ করতেন।

٨٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ .

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করতেন"। এর উত্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) বললেন, আমাকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবরাহীম আন্-নাখঈ থেকে, তিনি আলকামা থেকে, তিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এবং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রফউল ইয়াদাইন করেননি"। ইমাম আওযাঈ বলেন, আপনার ও ইবনে মাসউদের মাঝে রাবীদের তিনটি স্তর রয়েছে। আর আমার ও ইবনে উমার (রা)-র মাঝে মাত্র দুইটি স্তর আছে। ইমাম আবু হানীফা (র) ইমাম আওযাঈকে বলেন, হাঁ। কিন্তু আমার সনদের রাবীগণ আপনার সনদের রাবীদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী। কেননা হাম্মাদ যুহরীর তুলনায় অধিক ফযীলাতের অধিকারী। ইবরাহীম নাখঈ সালেম অপেক্ষা অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সম্পর্কে আমি বলবো, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের কারণে সাহাবীদের অধিক ফযীলাত না হতো তাহলে ইবনে উমার (রা)-র তুলনায় আলকামা (র) অধিক মর্যাদার অধিকারী হতেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তো সকলেরই জানা ব্যক্তি। এমনকি লোকেরা তাকে আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র তুলনায় অধিক ফযীলাত দান করেছেন। উমার (রা) ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে বলেন, "তিনি হচ্ছেন জ্ঞানের ঘর"। উবাই (রা) তার সম্পর্কে বলেন, "অভিজ্ঞ ব্যক্তি যতদিন তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন ততোদিন আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না"। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার উত্তর শুনে ইমাম আওযাঈ নীরব হয়ে যান। ইমাম আবু হানীফার এই যুক্তিসংগত বক্তব্য আর ইবনে মাসউদ (রা)-র বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে যে, ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীস অধিক শক্তিশালী (শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান)।

৮৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি নামায শুরু করতে, রুকূতে যেতে এবং সিজদায় যেতে তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন।

٨٦١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ فِى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ .

৮৬১। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামাযের প্রতিটি তাকবীরের সাথে তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন।

٨٦٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدُهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ قَالَ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَامَ فِى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ فَاِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ .

৮৬২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু কাতাদা (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর আল্লাহু আকবার বলতেন। তিনি যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তাঁর দুই হাত উত্তোলন করতেন এবং সোজা হয়ে দাড়াঁতেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্আতে দুই সিজাদা থেকে যখন দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমনটি তিনি নামায শুরু করার সময় করতেন।

٨٦٣-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حَمِيْدٍ وَ اَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ حِيْنَ كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوٰى حَتّٰى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِه.

৮৬৩। আল-আব্বাস ইবনে সাহল আস-সাইদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমাইদ, আবু উসাইদ আস-সাইদী, সাহল ইবনে সাদ ও মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকূতে যাওয়ার সময়ও হাত উপরে উঠাতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন এবং তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন ও সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, যাতে সকল প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে এসে স্থির হয়।

٨٦٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَبُوْ اَيُّوْبَ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

৮৬৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফরয নামায পড়তে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন তিনি রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও অনুরূপ করতেন, যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। যখন তিনি দুই রাকআত শেষ করে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ করতেন।

٨٦٥-حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ .

৮৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি তাকবীরের সময় তাঁর দুই হাত উপরে উঠাতেন।

٨٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ وَاِذَا رَكَعَ .

৮৬৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় এবং রুকূতে যাওয়ার সময় তাঁর দুই হাত (উপরে) উঠাতেন।

٨٦٧- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّيْ فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا بِاُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ .

৮৬৭। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন তা অবশ্যই দেখবো। তিনি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং তাঁর দুই হাত তাঁর দুই কান বরাবর উঠালেন। তিনি রুকূতে যাওয়ার সময়ও তাঁর দুই হাত অনুরূপভাবে উঠালেন। তিনি যখন রুকূ থেকে তাঁর মাথা উঠালেন তখনও তাঁর উভয় হাত অনুরূপভাবে উঠালেন ।

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَرَفَعَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ اِلٰى اُذُنَيْهِ .

৮৬৮। আবুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) যখন নামায শুরু করতেন, তখন তার উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে তার মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। অধস্তন রাবী ইবরাহীম ইবনে তাহ্মান (র) তার দুই হাত তার দুই কান পর্যন্ত উঠালেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

بَابُ الرُّكُوْعِ فِى الصَّلاَةِ

নামাযে রুকূ।

٨٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَاْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ .

৮৬৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন, তখন তাঁর মাথা উচুও করতেন না, নিচুও করতেন না, বরং সোজা রাখতেন।

٨٧٠- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

৮৭০। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদা করে তার পিঠ সোজা করে না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।

٨٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُلاَزِمُ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلاً لاَ يُقِيْمُ صَلاَتَهُ يَعْنِىْ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

৮৭১। আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা রওনা হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম, তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। তিনি এক ব্যক্তির

দিকে হালকা দৃষ্টিতে তাকান যে রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সমতল রাখেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বলেন ঃ হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সমতল করে না তার নামায হয় না।

٨٧٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فَكَانَ اِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتّٰى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لاَسْتَقَرَّ .

৮৭২। ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর পিঠ এমনভাবে সমতল করতেন যে, তার উপর পানি ঢাললে অবশ্যি তা স্থির থাকতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ .

দুই হাঁটুর উপর দুই হাত রাখা।

٨٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِىْ فَطَبَّقْتُ فَضَرَبَ يَدِىَ وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا ثُمَّ اُمِرْنَا اَنْ نَرْفَعَ اِلَى الرُّكَبِ .

৮৭৩। মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতার পাশে রুকূতে গেলাম এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে তা দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলাম। তিনি আমার হাতে আঘাত করে বলেন, আমারা (প্রথমে) এরূপ করতাম, অতঃপর আমাদেরকে হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِى بِعَضُدَيْهِ .

৯৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ করার সময় তাঁর দুই হাত তাঁর দুই হাঁটুতে রাখতেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় তাঁর বগল থেকে আলাদা রাখতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় যা বলবে।

٨٧٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৮৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" বলার পর বলতেন "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ "।

٨٧٦- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

৮৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" বলেন তখন তোমরা বলবে "রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" (হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য)।

٨٧٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اَبِيْ بُكَيْرٍ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا قَالَ الاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ .

৮৭৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'।

٨٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ .

৮৭৮। ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন (অনুবাদ) ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তা শুনেন। আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আকাশমণ্ডলী, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ"।

٨٧٩-حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى السُّدِّيُّ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ ذُكِرَتِ الْجُدُوْدُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ رَجُلٌ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْخَيْلِ وَقَالَ اٰخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْاِبِلِ وَقَالَ اٰخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الْغَنَمِ وَقَالَ اٰخَرُ جَدُّ فُلاَنٍ فِي الرَّقِيْقِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ الرَّكْعَةِ قَالَ (اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) وَطَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ .

৮৭৯। আবু জুহাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত থাকা অবস্থায় তার নিকটেই ধন-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এক ব্যক্তি বলেন, অমুকের অনেক ঘোড়া আছে। আরেকজন বলেন, অমুকের অনেক উট আছে। আর একজন বলেন, অমুকের অনেক বকরী আছে। অন্যজন বলেন, অমুকের অনেক দাস- দাসী আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাক্আতের রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সকল প্রশংসা, আসমান, জমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ। হে আল্লাহ! তুমি কাউকে দান করলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি কাউকে দান না করলে কেই তাকে দান করতে পারে না। সম্পদশালীকে তার সম্পদ তোমার বিপরীতে উপকৃত করতে পারে না"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সম্পদ' শব্দটি উচ্চস্বরে বললেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, তারা যা বলছে তা অনুরূপ নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

بَابُ السُّجُوْدِ

সিজদা করা।

٨٨٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى يَدَيْهِ فَلَوْ اَنَّ بَهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

৮৮০। মাইমূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সিজদাতে তাঁর দুই হাত (বগল থেকে) এতটা বিস্তার (ফাঁকা) করে রাখতেন যে, বকরীর বাচ্চা যেতে চাইলে তাঁর দুই হাতের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারতো।

٨٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَقْرَمَ الْخُزَاعِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ فَاَنَاخُوْا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيْقِ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ كُنْ فِىْ بَهْمِكَ حَتّٰى اٰتِىَ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَاَسْاَلُهُمْ قَالَ فَخَرَجَ وَجِئْتُ يَعْنِىْ دَنَوْتُ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ فَكُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى عُفْرَتَىْ اِبِطَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا سَجَدَ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ يَقُوْلُ النَّاسُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ .

৮৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আকরাম আল-খুযাঈ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (উবাইদুল্লাহ) বলেন, আমি আমার পিতার সংগে নামিরা এলাকায় এক সমতল ভূমিতে ছিলাম। আমাদের নিকট দিয়ে কতক আরোহী অতিক্রম করে এবং তারা রাস্তার এক প্রান্তে তাদের উট বসায়। আমার পিতা আমাকে বলেন, তুমি তোমার বকরীর পালের সাথে থাকো যাবত না আমি তাদের জিজ্ঞেস করে আসি যে, তারা কারা। রাবী বলেন, এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমিও তার কাছে পৌছলাম। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইত্যবসরে নামাযের ওয়াক্ত হলো। আমি তাদের সাথে নামায পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই সিজদা করেছেন, আমি তাঁর দুই বগলের শুভ্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছি।

ইমাম ইবনে মাজা (র) বলেন, কতক লোক তাকে (রাবীর নাম) উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন। আবু বাক্‌র ইবনে আবু শাইবা (র) বলেন, কতক লোক তাকে আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ বলেন।

٨٨١(١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى وَاَبُوْ دَاوُدَ قَالُوْا ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৮১(ক)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশার-আবদুর রহ্‌মান ইবনে মাহ্‌দী, সাফওয়ান ইবনে ঈসা ও আবু দাউদ-দাউদ ইবনে কায়েস-উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আকরাম–তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٨٨٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

৮৮২। ওয়াইল ইবনে হুজুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সিজদায় দুই হাতের আগে দুই হাঁটু রাখতেন। তিনি সিজদা থেকে দাঁড়াতে তাঁর দুই হাঁটুর আগে দুই হাত উঠাতেন।

٨٨٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ .

৮৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি সাত অঙ্গে সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি।

٨٨٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعٍ وَلَا اَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فَكَانَ اَبِيْ يَقُوْلُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْاَنْفَ وَاحِدًا .

৮৮৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি সাত অঙ্গে সিজদা করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র না গুটাতে

আদিষ্ট হয়েছি। ইবনে তাউস (র) বলেন, আমার পিতা বলতেন, (সাত অংগ হলো) দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল ও নাক। তিনি নাক ও কপালকে একটি অংগ গণ্য করতেন।

٨٨٥- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اٰرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ .

৮৮৫। আল-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সিজদা করে—তার মুখমণ্ডল, তার দুই হাতের তালু, তার দুই হাঁটু ও তার দুই পা।

٨٨٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ ثَنَا اَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَاوِىْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِىْ بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ اِذَا سَجَدَ .

৮৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আহমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদারত অবস্থায় তাঁর বাহুদ্বয় (বগল থেকে) এতটা পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর অত্যধিক কষ্টে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

بَابُ التَّسْبِيْحِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

রুকূ ও সিজদার তাসবীহ।

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ الْغَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّىْ اِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ) قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى) قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ .

৮৮৭। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) বলেন, যখন নাযিল হয় (অনুবাদ), "অতএব তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" (সূরা ওয়াকিআ ঃ ৭৪ ও ৯৬ এবং আল-হাক্কাহ ঃ ৫২), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেনঃ একে তোমাদের রুকূতে স্থাপন করো। আবার যখন নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" (সূরা আল-আলা ঃ ১), তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেনঃ একে তোমাদের সিজদায় স্থাপন করো।

٨٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ اَنْبَاَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِي الْاَزْهَرِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

৮৮৮। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকূতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" তিনবার বলতে এবং সিজদায় "সুবাহানা রব্বিয়াল আলা" তিনবার বলতে শুনেছেন।

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ) يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

৮৮৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ ও সিজদায় প্রায়ই বলতেন ঃ "সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফির লী" (হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করো)। তিনি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তা করতেন।

٨٩٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ثَلاَثًا فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَاِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِيْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ .

৮৯০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ রুকূতে গিয়ে যেন তার রুকূতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" তিনবার বলে। সে তাই করলে তার রুকূ পূর্ণ হলো। তোমাদের যে কেউ তার সিজদায় গিয়ে যেন "সুবহানা রব্বিয়াল আলা" তিনবার বলে। সে তাই করলে তার সিজদা পূর্ণ হলো। আর এটা হল তার ন্যূনতম সংখ্যা।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

بَابُ الْاعْتِدَالِ فِى السُّجُوْدِ

সুষ্ঠুভাবে সিজদা করা।

৮৯১- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ .

৮৯১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ সুষ্ঠুভাবে যেন তার সিজদা করে। সে যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে না দেয়।

৮৯২- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَسْجُدُ اَحَدُكُمْ وَهُوَ سَابِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ .

৮৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সুষ্ঠুভাবে সিজদা করো। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে সিজদা না করে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

بَابُ الْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

দুই সিজদার মাঝখানে বসা।

৮৯৩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ

الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا فَاِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى .

৮৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না। তিনি এক সিজদা থেকে তাঁর মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সিজাদয় যেতেন না এবং তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে বসতেন।

٨٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنُ مُوْسٰى عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

৮৯৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি দুই সিজদার মাঝে (কুকুরের ন্যায়) বসো না।

٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى وَاَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَلِيُّ لاَ تُقْعِ اِقْعَاءَ الْكَلْبِ .

৮৯৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আলী! তুমি কুকুরের ন্যায় বসো না।

٨٩٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَاَنَا الْعَلاَءُ اَبُوْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ لِى النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَلاَ تَقْعِ كَمَا يُقْعِى الْكَلْبُ ضَعْ اَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَاَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالاَرْضِ .

৮৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি সিজদা থেকে তোমার মাথা তুলে কুকুরের মত বসো না। তোমার উভয় নিতম্ব তোমার দুই পায়ের পাতার মাঝখানে রাখো এবং তোমার দুই পায়ের পিঠ মাটির সাথে স্থাপন করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

দুই সিজদার মাঝখানে পড়ার দোয়া।

٨٩٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ حُذَيْفَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْاَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (رَبِّ اغْفِرْلِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ) .

৮৯৭। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বসে বলতেন ঃ "রব্বিগফির লী রব্বিগফির লী" ("প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন")।

٨٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ صَبِيْحٍ عَنْ كَامِلٍ اَبِى الْعَلاَءِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيْبَ بْنَ اَبِيْ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِيْ صَلاَةِ اللَّيْلِ (رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) .

৮৯৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে দুই সিজদার মাঝখানে (বসে) বলতেন ঃ "রব্বিগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফানী" (হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার বিপদ দূর করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বর্দ্ধিত করুন)।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّشَهُّدِ

তাশাহ্হুদ সম্পর্কে।

٨٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْىَ

بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلٰى جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَعَلٰى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ يَعْنُوْنَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَمِعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَقُوْلُوا السَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا جَلَسْتُمْ فَقُوْلُوا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ ذٰلِكَ اَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

৮৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়ার সময় বলতাম, "আল্লাহ্‌র উপর সালাম তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে, জিবরাঈল, মীকাঈল ও অমুক অমুক ফেরেশতার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা "আসসালামু আলাল্লাহ" বলো না। আল্লাহ্‌ই তো সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমরা বসে বলবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি--- আবদুহু ওয়া রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ "সমস্ত সম্মান, ইবাদত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। সে এ কথা বললে আসমান ও জমীনের সকল নেক বান্দার নিকট তা পৌঁছে যায়। "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল"।

٨٩٩(ا)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَالْاَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ وَاَبِيْ هَاشِمٍ وَحَمَّادٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ وَعَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَاَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৯৯ (ক)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া-আবদুর রাযযাক-সুফিয়ান সাওরী-মানসূর, আমাশ, হুসাইন, আবু হাশেম ও হাম্মাদ-আবু ওয়াইল-আবু ইসহাক-আসওয়াদ-আবুল আহওয়াস-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٨٩٩(٢)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا قَبِيْصَةُ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ وَالْاَسْوَدِ وَاَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

৮৯৯(খ)। মুহাম্মাদ ইবনে মামার-কাবীসা-সুফিয়ান-আমাশ, মানসূর ও হুসাইন-আবু ওয়াইল-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), (পুনরায়) সুফিয়ান-আবু ইসহাক-আবু উবায়দা-আসওয়াদ ও আবুল আহ্ওয়াস-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٩٠٠-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিখাতেন। তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়াতুল মুবারাকাতু.... আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। ("সমস্ত বরকতময় সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমাত ও করুণা বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল")।

٩٠١- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عُمَرَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَتَادَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُوَ تَحِيَّةُ الصَّلٰوةِ .

৯০১। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন, আমাদের জন্য আমাদের পালনীয় সুন্নাতসমূহ

স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আমাদেরকে আমাদের নামায শিক্ষা দেন। তিনি বলেন ঃ তোমরা যখন নামায পড়বে এবং বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু.... ওয়া রাসূলুহু"। ("সমস্ত প্রশংসা, পবিত্রতা ও ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল")। এই সাতটি বাক্যই নামাযের আত্তাহিয়্যাতু (মু)।

٩٠٢-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ ثَنَا اَيْمَنُ بْنُ نَاجِلٍ ثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ .

৯০২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদের কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি.... আউযু বিল্লাহি মিনান নার" ("আল্লাহ্‌র নামে ও আল্লাহ্‌র তৌফীকে শুরু করছি। সমস্ত সম্মান, ইবাদত ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশতের প্রার্থনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাই")।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠ।

٩٠٣-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ مَخْلَدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ قَالاَ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ

قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةَ قَالَ قُولُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ .

৯০৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই হলো আপনার প্রতি সালাম, যা আমরা জেনে নিয়েছি। অতএব দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ "হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেরূপ রহমাত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের প্রতি। আপনি মুহাম্মাদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেরূপ বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের উপর"।

٩٠٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

৯০৪। ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, কাব ইবনে উজরা (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপহার দিবো না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসলে আমরা বললাম, আমরা আপনার প্রতি সালাম পেশের নিয়ম জেনে নিয়েছি। আপনার প্রতি দুরূদ কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করুন, যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আ)-কে। নিশ্চয় আপনি পরম প্রশংসিত মহিমান্বিত"।

٩٠٥- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوْتَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْمَاجِشُوْنُ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

أُمِرْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

৯০৫। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি দুরূদ পাঠের জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি। অতএব আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করবো? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর উপর এবং আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি এ বিশ্বজগতে বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত মহিমান্বিত"।

٩٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَيَانٍ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ فَاخِتَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذٰلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوْا لَهُ فَعَلِّمْنَا قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

৯০৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পেশ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দুরূদ পেশ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, নিশ্চয় তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। রাবী বলেন, সাহাবীগণ তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ

"হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল, প্রেরিত রাসূলগণের নেতা, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নবী, কল্যাণের উৎস, কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী ও দয়ার নবী মুহাম্মাদের উপর আপনার রহমাত, আপনার দয়া ও আপনার প্রাচুর্য নাযিল করুন। হে আল্লাহ! তাঁকে সেই সুপ্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দিন, যার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ

ঈর্ষান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত"।

٩٠٧-حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ الاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ مَا صَلِّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ .

৯০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে এবং যতক্ষণ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দোয়া করতে থাকেন। অতএব বান্দা চাইলে তার পরিমাণ (দুরূদ পাঠ) কমাতেও পারে বা বাড়াতেও পারে।

٩٠٨- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ .

৯০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠাতে ভুলে গেলো সে জান্নাতের পথই ভুলে গেলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

بَابُ مَا يُقَالُ فِي التَّشَهُّدِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

তাশাহ্হুদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদের মধ্যে যা বলতে হবে।

٩٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاَخِيْرِ فَلْيَتَعَوَّذْ

بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

৯০৯। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ে অবসর হয়ে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে ঃ দোযখের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে।

٩١٠- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَا تَقُوْلُ فِى الصَّلاَةِ؟ قَالَ اَتَشَهَّدُ ثُمَّ اَسْاَلُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهِ مِنَ النَّارِ اَمَا وَاللّٰهِ مَا اُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ .

৯১০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নামাযে কি পড়ো? সে বললো, আমি তাশাহ্হুদ পড়ার পর আল্লাহ্র নিকট জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। তবে আল্লাহ্র শপথ! আপনার ও মুআযের নীরব দোয়া কতই না উত্তম। তিনি বলেনঃ আমরা নীরবে জান্নাতের পরিবেশ লাভের দোয়া করি।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

بَابُ الْاِشَارَةِ فِى التَّشَهُّدِ

তাশাহ্হুদের মধ্যে (আঙ্গুলে) ইশারা করা।

٩١١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى فِى الصَّلاَةِ وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ .

৯১১। মালেক ইবনে নুমাইর আল-খুযাঈ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রাখতে এবং তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে দেখেছি।

٩١٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ حَلَّقَ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَرَفَعَ الَّتِىْ تَلِيْهِمَا يَدْعُوْ بِهَا فِى التَّشَهُّدِ .

৯১২। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাশাহ্হুদে) বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্তাকার করতে এবং তর্জনী উঁচু করতে দেখেছি। তিনি তা দিয়ে তাশাহ্হুদের মধ্যে দোয়া করতেন।

٩١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَاِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالُوْا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ اِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِيْ تَلِي الْاِبْهَامَ فَيَدْعُوْ بِهَا وَالْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا .

৯১৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের (তাশাহ্হুদের) বৈঠকে বসে তাঁর দুই হাত তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের তর্জনী উঁচু করতেন ও তার দ্বারা দোয়া করতেন। বাম হাত তাঁর হাঁটুর উপর বিছানো থাকতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

بَابُ التَّسْلِيْمِ

সালাম ফিরানো।

٩١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

৯১৪। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন, এমনকি তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন)ঃ "আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" (আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক)।

٩١٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ .

৯১৫। আমের ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান দিকে ও বাঁম দিকে সালাম ফিরাতেন।

٩١٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِه وَعَنْ يَّسَارِه حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّه السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

৯১৬। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর দুই গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ"।

٩١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ صَلّٰى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلاَةً ذَكَّرَنَا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَنْ نَكُوْنَ نَسِيْنَاهَا وَاَمَّا اَنْ نَّكُوْنَ تَرَكْنَاهَا فَسَلَّمَ عَلٰى يَمِيْنِه وَعَلٰى شِمَالِه .

৯১৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) উটের যুদ্ধের দিন আমাদেরসহ নামায পড়েন। তার নামায আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জানি না, আমরা কি সেই পদ্ধতি ভুলে গিয়েছি, না আমরা তা ত্যাগ করেছি। তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

بَابُ مَنْ يُّسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً

যে ব্যক্তি একবার সালাম উচ্চারণ করে।

٩١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِىُّ اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ ابْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِه .

৯১৮। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরান।

٩١٩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّغَانِىُّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ .

৯১৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতেন।[৩]

٩٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِىُّ ثَنَا يَحْىَ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلٰى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَّاحِدَةً .

৯২০। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি একবার সালাম বলেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

بَابُ رَدِّ السَّلاَمِ عَلَى الْاِمَامِ

ইমামের সালামের জবাব দেয়া।

٩٢١- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْهُذَلِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ الْاِمَامُ فَرُدُّوْا عَلَيْهِ .

৯২১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন সালাম ফিরান, তোমরা তখন তার জবাব দিও।

٩٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْقَاسِمِ اَنْبَانَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُسَلِّمَ عَلٰى اَئِمَّتِنَا وَاَنْ يُّسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ .

৯২২। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামগণকে এবং আমাদের একে অপরকে সালাম দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

---

৩. ইমাম মালেক (র)-এর মতে সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতে হবে। হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবমতে ডানে ও বামে দুইবার সালাম ফিরাতে হবে (অনু.)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

بَابُ وَلاَ يَخُصُّ الاِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

ইমাম যেন শুধু নিজের জন্য দোয়া না করে।

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ .

৯২৩। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা ইমামতি করলে সে যেন অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দোয়া না করে। সে যদি তাই করে, তবে সে মুকতাদীদের সাথে প্রতারণা করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

بَابُ مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

সালাম ফিরানোর পর যা বলতে হয়।

٩٢٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا عَاصِمٌ الاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ.

৯২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়ার অতিরিক্ত সময় বসতেন না ঃ "হে আল্লাহ! আপনিই শান্তি বিধাতা এবং আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে। হে মহিমান্বিত ও গৌরবময় সত্তা! আপনি প্রাচুর্যময়"।

٩٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ مَوْلًى لِاُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً .

৯২৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবুল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি"।

٩٢٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَاَبُوْ يَحْيَ التَّيْمِيُّ وَاَبُو الْاَجْلَحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيْزَانِ وَاِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ فِى الْمِيْزَانِ فَاَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِى الْيَوْمِ اَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالُوْا وَكَيْفَ لاَ يُحْصِيْهِمَا قَالَ يَاْتِى اَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لاَ يَعْقِلُ وَيَاْتِيْهِ وَهُوَ فِىْ مَضْجَعِهِ فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتّٰى يَنَامَ .

৯২৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করাও সহজ, কিন্তু এ দু'টি অভ্যাস অনুশীলনকারীর সংখ্যা কম। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবর এবং দশবার আলহামদু লিল্লাহ বলা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এগুলো তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করতে দেখেছি। তিনি বলেন ঃ তা মুখে পড়লে হয় এক শত পঞ্চাশ এবং মীযানে হয় এক হাজার পাঁচ শত। সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার এক শতবার পড়লে তা তার মুখে হয় এক শত এবং মীযানে হয় এক হাজার। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রতিদিন দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহ করবে? তারা বলেন, কেউ এ দু'টি অভ্যাস কেন অনুশীলন করবে না। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি বান্দা (নামায থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে না (যে, সে কত রাকআত পড়ছে)। অনুরূপভাবে সে

তার বিছানায় অবস্থানকালেও শয়তান সেখানে আসে এবং তাকে ঘুম পারাতে থাকে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়।

৯২৭- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الْاَمْوَالِ وَالدُّثُوْرِ بِالْاَجْرِ يَقُوْلُوْنَ كَمَا نَقُوْلُ وَيُنْفِقُوْنَ وَلاَ نُنْفِقُ قَالَ لِىْ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَمْرٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ اَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَفُتُّمْ مَنْ بَعْدَكُمْ تَحْمَدُوْنَ اللّٰهَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُسَبِّحُوْنَهُ وَتُكَبِّرُوْنَهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَاَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ قَالَ سُفْيَانُ لاَ اَدْرِىْ اَيَّتُهُنَّ اَرْبَعٌ .

৯২৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো (সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম), ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিত্তবান লোকেরা পুরস্কার লাভে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। আমরা যা বলি, তারাও তা বলে এবং তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে, কিন্তু আমরা তা পারি না। তিনি আমাকে বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বলে দিবো না, যা করলে তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের ধরতে পারবে এবং তোমরা যাদের অগ্রবর্তী হতে পারবে, তারা তোমাদের অতিক্রম করতে পারবে না? তোমরা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, ৩৩ বার এবং ৩৪বার পাঠ করবে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমার মনে নেই যে, কোন কলেমাটি ৩৪ বার পাঠ করতে হবে।

৯২৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ حَبِيْبٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِىْ شَدَّادٌ اَبُوْ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ اَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنِىْ ثَوْبَانُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِه اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ .

৯২৮। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সমাপনান্তে তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, অতঃপর বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি শান্তিদাতা এবং আপনার পক্ষ থেকে শান্তি পাওয়া যায়। হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি বরকতময় প্রাচুর্যময়"।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

بَابُ الْاِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

নামায শেষে ফিরে বসা।

৯২৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيْصَةَ ابْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَّنَا النَّبِىُّ ﷺ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا .

৯২৯। কাবীসা ইবনে হুল্‌ব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন এবং (সালাম ফিরিয়ে) তাঁর উভয় দিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর চেহারা ঘুরাতেন।

৯৩০- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ثَنَا يَحْىَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَجْعَلَنَّ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِىْ نَفْسِهِ جُزْاً يَرٰى اَنَّ حَقًّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ قَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَّسَارِهِ .

৯৩০। আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের মধ্যে শয়তানের জন্য অংশ নির্ধারিত না করে। সে মনে করে যে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার হলো, কেবল তার ডান দিকে মোড় ঘোরা। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রায়ই তাঁর বাম দিকে ঘুরে বসতে দেখেছি।

৯৩১- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَعَنْ يَّسَارِهِ فِى الصَّلَاةِ .

৯৩১। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযশেষে তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতে দেখেছি।[৪]

---

৪. এসব হাদীসে সালাম ফিরানোর পর ইমামের নামাযীদের দিকে ঘুরে বসার কথা বলা হয়েছে (অনুবাদক)।

٩٣٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِى تَسْلِيْمَهُ ثُمَّ يَلْبَثُ فِىْ مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ .

৯৩২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে সালাম ফিরানোর পর মহিলারা উঠে চলে যেতেন। অতঃপর তিনি উঠে যাওয়ার আগে নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

بَابُ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَوَضِعَ الْعِشَاءُ

নামাযের সময় রাতের আহার পরিবেশন করা হলে।

٩٣٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ

৯৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন ঃ (একই সময়) নামাযের ইকামত ও আহার দেয়া হলে, তোমরা আগে আহার করো।

٩٣٤- حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةَ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَالَ فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً وَهُوَ يَسْمَعُ الْاِقَامَةَ .

৯৩৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে এবং (একই সময়) নামাযের ইকামত দেয়া হলে তোমরা প্রথমে আহার করো। রাবী বলেন, ইবনে উমার (রা) এক রাতে ইকামত পশ্রবণরত অবস্থায় আহার করেন।

٩٣٥- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ .

৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রাতের খাবার উপস্থিত হলে এবং নামাযের ইকামতও দেয়া হলে তোমরা আগে আহার করো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫

بَابُ الْجَمَاعَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ

বৃষ্টিমুখর রাতে নামাযের জামাআত।

٩٣٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ خَرَجْتُ فِىْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ اَبِىْ مَن هٰذَا قَالَ اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَاَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ اَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوا فِىْ رِحَالِكُمْ .

৯৩৬। আবুল মালীহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক বৃষ্টিমুখর রাতে বের হলাম। আমি ফিরে এসে ঘরের দরজা খুলতে বললাম। আমার পিতা বলেন, কে? আমি বললাম, আবু মালীহ। তিনি বলেন, আমারা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেলো, যাতে আমাদের জুতার তলাও সিক্ত হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ডেকে বলেন, তোমাদের শিবিকায় নামায পড়ে নাও।

٩٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَادِى مُنَادِيْهِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ اَوِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيْحِ صَلُّوا فِىْ رِحَالِكُمْ .

৯৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বৃষ্টিপাতের রাতে অথবা শীতের রাতে বায়ু প্রবাহ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ডেকে বলতেন, তোমরা তোমাদের আবাসস্থলে নামায পড়ো।

٩٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ يَوْمِ مَطَرٍ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ .

৯৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টিমুখর জুমুআর দিনে বলেনঃ তোমারা তোমাদের নিজ নিজ আবাসে নামায পড়ো।

٩٣٩-حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِىُّ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ اَنْ يُّؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَطِيْرٌ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ نَادِ فِى النَّاسِ فَلْيُصَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِهِمْ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ مَا هٰذَا الَّذِىْ صَنَعْتَ؟قَالَ قَدْ فَعَلَ هٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ تَاْمُرُنِىْ اَنْ اُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوْتِهِمْ فَيَاْتُوْنِىْ يَدُوْسُوْنَ الطِّيْنَ اِلٰى رُكَبِهِمْ .

৯৩৯। আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে নাওফাল (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) জুমুআর দিন মুয়ায্যিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর। মুয়াযযিন বলেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি বলেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন তাদের আবাসে নামায পড়ে। লোকেরা তাকে বললো, আপনি একি করলেন? তিনি বলেন, আমার চেয়ে মহান ব্যক্তি এটাই করেছেন। তোমরা কি আমাকে নির্দেশ দাও যে, আমি লোকদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করি, আর তারা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে আমার নিকট উপস্থিত হোক?

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّىْ

নামাযী যা দিয়ে সুতরা বানাবে।

٩٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ تَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৯৪০। মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামায পড়তাম, আর চতুষ্পদ জন্তু আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতো। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের কারো সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কিছু থাকলে তার সামনে দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করলে তা তার কোন ক্ষতি করবে না।

٩٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِى السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّى اِلَيْهَا .

৯৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরকালে তাঁর জন্য একটি বর্শা সাথে নেয়া হতো। তিনি তা মাটিতে গেড়ে তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন।

٩٤٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَصِيْرٌ يُبْسَطُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ يُصَلِّى اِلَيْهِ .

৯৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চাটাই ছিল, যা দিনের বেলা বিছানো হতো এবং রাতে তিনি তা দিয়ে ঘের তৈরি করে সেদিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

٩٤٣- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُو بِشْرٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الاَسْوَدِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ابْنُ اُمَيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৯৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের যে কেউ নামায পড়ার সময় যেন তার সামনে কিছু রেখে দেয়। সে কিছু না পেলে যেন একটি লাঠি তার সামনে স্থাপন করে। যদি সে তাও না পায় তাহলে যেন (জমীনের উপর) রেখা টেনে দেয়, অতঃপর তার সামনে দিয়ে কিছু অতিক্রম করলে তা তার কোন ক্ষতি করবে না।[৫]

৫. উন্মুক্ত স্থানে অথবা লোক চলাচলের স্থানে নামায পড়তে দাঁড়ালে নামাযী তার সামনে একটি লাঠি বা অনুরূপ কিছু গেড়ে দাঁড় করিয়ে দিবে, যাতে অন্যদের যাতায়াতে বিঘ্ন না ঘটে। জামাআতের নামাযে শুধু ইমামের সামনে এরূপ কিছু রাখলেই চলবে। এই জিনিসটিকে বলা হয় সুতরা (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭

بَابُ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা।

٩٤٤-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَرْسَلُوْنِىْ اِلٰى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَسْاَلُهُ عَنِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى فَاَخْبَرَنِىْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَّقُوْمَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ فَلاَ اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اَوْ شَهْرًا اَوْ صَبَاحًا اَوْ سَاعَةً .

৯৪৪। বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য সাহাবীগণ আমাকে যায়েদ ইবনে খালিদ (রা)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে "চল্লিশ" পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। সুফিয়ান (র) বলেন, চল্লিশ দ্বারা তিনি চল্লিশ বছর না মাস না দিন, না ঘণ্টা বুঝিয়েছেন তা আমি অবগত নই।

٩٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَرْسَلَ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ الْاَنْصَارِيِّ يَسْاَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَا لَهُ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ كَانَ لِاَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ عَامًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ شَهْرًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ .

৯৪৫। বুসর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ (রা) আবু জুহাইম আল-আনসারী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠান ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কি শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের যে কেউ তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিণতি সম্পর্কে যদি জানতো, তাহলে অবশ্যি সে 'চল্লিশ' পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম ভাবতো। রাবী বলেন, তিনি কি চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ দিন বলেছেন তা আমি অবগত নই।

٩٤٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِىْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِى الصَّلاَةِ كَانَ لِاَنْ يُقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِىْ خَطَاهَا .

৯৪৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ যদি জানতো যে, তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে তার অতিক্রম করার পরিণতি কি, তাহলে সে এ ধরনের পদক্ষেপ ফেলার চাইতে এক শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে অবশ্যি অধিক উত্তম মনে করতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

যা নামায নষ্ট করে।

٩٤٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ بِعَرَفَةَ فَجِئْتُ اَنَا وَالْفَضْلُ عَلٰى اَتَانٍ فَمَرَرْنَا عَلٰى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ثُمَّ دَخَلْنَا فِى الصَّفِّ .

৯৪৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে নামায পড়ছিলেন। আমি ও ফাদল গাধায় চড়ে নামাযের একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমরা গাধার পিঠ থেকে নেমে সেটিকে ছেড়ে দিয়ে নামাযের কাতারে শামিল হলাম।

٩٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ حُجْرَةِ اُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ اَوْ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هُنَّ اَغْلَبُ .

৯৪৮। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে নামায পড়ছিলেন। আবদুল্লাহ অথবা উমার ইবনে আবু সালামা তাঁর সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলে তিনি ফিরে যান। তারপর যয়নব বিনতে উম্মু সালামা (রা) যেতে চাইলে তাকেও তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি অতিক্রম করে চলে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বলেন ঃ নারীরা (পুরুষের উপর) বিজয়ী।

٩٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا قَتَادَةُ ثَنَا جَابِرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ وَالْمَرْاَةُ الْحَائِضُ .

৯৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কালো বর্ণের কুকুর ও ঋতুবতী নারী নামায নষ্ট করে।

٩٥٠- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ اَبُوْ طَالِبٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْاَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ .

৯৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নারী, কুকুর ও গাধা নামায নষ্ট করে।

٩٥١- حَدَّثَنَا جَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْاَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ .

৯৫১। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নারী, কুকুর ও গাধা নামায নষ্ট করে।

٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ قَالَ قُلْتُ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ فَقَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا سَاَلْتَنِيْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ .

৯৫২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযীর সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কোন জিনিস না থাকলে নারী, গাধা ও কালো বর্ণের কুকুর তার নামায নষ্ট করে। অধস্তন রাবী বলেন, আমি বললাম, লাল বর্ণের কুকুর থেকে কালো বর্ণের কুকুরের পার্থক্য কি? তিনি বলেন, তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞেস করলে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তদ্রূপ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ কালো কুকুর হলো শয়তান।[৬]

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

بَابُ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দাও।

٩٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا يَحْىٰ اَبُو الْمُعَلّٰى عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْاَةَ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِى الْجَدْىِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْىٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَبَادَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقِبْلَةَ .

৯৫৩। আল-হাসান আল-উরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসে নামায নষ্ট করে তা ইবনে আব্বাস (রা)-র উপস্থিতিতে আলোচিত হলো। লোকেরা কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ছয়-সাত মাসের বকরীর বাচ্চা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামায পড়ছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে ছয়-সাত মাসের একটি বকরীর বাচ্চা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে কিবলার দিক থেকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

٩٥٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى

---

৬. নামাযীর সামনে দিয়ে নারী, গাধা, কুকুর অথবা অন্য কিছু অতিক্রম করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈ (র)-সহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের এই মত। ৯৪৭ ও ৯৪৮ নং হাদীস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১ ও ৯৫২ নং হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কোন কিছু নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তাতে নামাযীর মনোনিবেশ ও আত্মনিবিষ্ট অবস্থার ব্যাঘাত ঘটায়। এখানে নামায নষ্ট হওয়া বলতে এই ব্যাঘাত ঘটা বুঝানো হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাতের বেলা মহানবী (স) নামায পড়তেন। আমি তাঁর এবং কিবলার মাঝখানে মৃতের লাশের মত আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকতাম (৯৫৬ নং হাদীস)। অতএব নামযীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না বটে, কিন্তু অতিক্রমকারীর মারাত্মক গুনাহ হয় (অনুবাদক)।

اَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلٰى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ .

৯৫৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের যে কেউ নামায পড়তে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে নামায পড়ে এবং তার নিকটবর্তী হয়। সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান।

٩٥٥- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ وَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ فَاِنَّ مَعَهُ الْعُزّٰى .

৯৫৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। যদি সে অস্বীকার করে তবে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা তার সাথে তার সহযোগী (শয়তান) রয়েছে। আল-হাসান ইবনে দাউদ আল-মুনকাদিরী (র) বলেন, নিশ্চয় তার সাথে উয্যা (প্রতিমা) রয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

بَابُ مَنْ صَلّٰى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَىْءٌ

কোন ব্যক্তি তার ও কিবলার মাঝখানে কিছু থাকা অবস্থায় নামায পড়লে।

٩٥٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ .

৯৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়তেন এবং আমি তখন তাঁর ও কিবলার মাঝখানে জানাযার লাশের ন্যায় আড়াআড়িভাবে শোয়া থাকতাম।

٩٥٧- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৯৫৭। যয়নব বিনতে আবু সালামা (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার বিছানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিজদার স্থানের দিকে ছিল।

٩٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى مَيْمُوْنَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا بِحِذَائِهِ وَرُبَّمَا اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ .

৯৫৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর সামনে থাকতাম। তিনি সিজদায় গেলে কখনো কখনো তাঁর পরিধেয় বস্ত্র (কাপড়) আমার শরীরে লাগতো।

٩٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ كَعْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّصَلِّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ .

৯৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাক্যালাপে রত ব্যক্তি ও ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪১

بَابُ النَّهِىِ اَنْ يَّسْبِقَ الْاِمَامَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

ইমামের আগে রুকূ ও সিজদায় যাওয়া নিষিদ্ধ।

٩٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا اَنْ لاَّ نُبَادِرَ الْاِمَامَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا .

৯৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, আমরা যেন ইমামের আগে রুকূ ও সিজদায় না যাই। তিনি আরো বলেন ঃ ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং তিনি যখন সিজদা করেন, তোমরাও তখন সিজদা করো।

٩٦١- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ يَخْشَى الَّذِىْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ .

৯৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকূ-সিজদা থেকে) মাথা তোলে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন?

٩٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ دَارِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدْ بَدَّنْتُ فَاِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدْتُّ فَاسْجُدُوْا وَلاَ اُلْفِيَنَّ رَجُلاً يَسْبِقُنِىْ اِلَى الرُّكُوْعِ وَلاَ اِلَى السُّجُوْدِ .

৯৬২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এখন ভারী হয়ে গেছি। অতএব আমি যখন রুকূ করি, তোমরাও তখন রুকূ করো এবং আমি যখন মাথা উঠাই, তোমরাও তখন মাথা উঠাও। আমি যখন সিজদা করি, তোমরাও তখন সিজদা করো। আমি যেন কোন ব্যক্তিকে আমার আগে রুকূ ও সিজদায় যেতে না দেখি।

٩٦٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْىَ بْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُبَادِرُوْنِىْ بِالرُّكُوْعِ وَلاَ بِالسُّجُوْدِ فَمَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهِ اِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِىْ بِهِ اِذَا رَفَعْتُ وَمَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهِ اِذَا سَجَدْتُّ تُدْرِكُوْنِىْ بِهِ اِذَا رَفَعْتُ اِنِّى قَدْ بَدَّنْتُ .

৯৬৩। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার আগে রুকূ-সিজদায় যাবে না। যখনই আমি তোমাদের আগে রুকূতে যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। আবার যখনই আমি তোমাদের আগে সিজদায় যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। নিশ্চয় এখন আমি (বয়সের কারণে) ভারী হয়ে গেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

بَابُ مَا يُكْرَهُ فِى الصَّلاَةِ

নামাযের মাকরূহসমূহ।

٩٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا ابْنُ فُدَيْكٍ ثَنَا هَارُوْنُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِىُّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الْجِفَاءِ اَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ .

৯৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তির তার নামায থেকে অবসর না হয়েই অধিক বার তার কপাল মোছা রূঢ় আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

٩٦٥-حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ وَاِسْرَائِيْلُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُفَقِّعْ اَصَابِعَكَ وَاَنْتَ فِى الصَّلاَةِ .

৯৬৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি নামাযরত অবস্থায় তোমার আঙ্গুলগুলো মটকাবে না।

٩٦٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ فِى الصَّلاَةِ .

৯৬৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন।

٩٦٧- حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ اَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ فَفَرَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَصَابِعِه .

৯৬৭। কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযরত অবস্থায় তার এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করাতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা (পৃথক) করে দিলেন।

٩٦٨-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلٰى فِيْهِ وَلاَ يَعْوِيْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ .

৯৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তার হাত তার মুখের উপর রাখে এবং সজোরে শব্দ না করে। কেননা তাতে শয়তান হাসে।

٩٦٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ .

৯৬৯। আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে তার পিতা, অতঃপর তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযরত অবস্থায় থুথু, নাকের শ্লেষ্মা, হায়েয ও তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

بَابُ مَنْ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

লোকজন অপছন্দ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের ইমামতি করে।

٩٧٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْاِفْرِيْقِيِّ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ

الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَالرَّجُلُ لاَ يَاْتِى الصَّلاَةَ الاَّ دِبَارًا (يَعْنِى بَعْدَ مَا يَفُوْتُهُ الْوَقْتُ) وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا .

৯৭০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না ঃ যে ব্যক্তি লোকেদের ইমামতি করে তাকে তারা অপছন্দ করা সত্ত্বেও, যে ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর নামায পড়ে এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানায়।

٩٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَرْحَبِىُّ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَاَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَاَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ .

৯৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠে না ঃ যে ব্যক্তি জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে, যে নারী তার স্বামীর অসন্তুষ্টিসহ রাত যাপন করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুই ভাই।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

بَابُ الْاِثْنَانِ جَمَاعَةٌ

দুই ব্যক্তির জামাআত।

٩٧٢-حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ .

৯৭২। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি জামাআত হতে পারে।

٩٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِى مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَ بِيَدِى فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

৯৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-র এখানে রাত কাটালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٩٧٤- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ اَبُوْ بِشْرٍ ثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثَنَا الضَّحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ ثَنَا شُرَحْبِيْلٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

৯৭৪। জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়ছিলেন। আমি এসে তাঁর বাঁপাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٩٧٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِامْرَاَةٍ مِّنْ اَهْلِهِ وَبِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَصَلَّتِ الْمَرْاَةُ خَلْفَنَا .

৯৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রী ও আমাকে নিয়ে নামায পড়েন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং মহিলাটি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

بَابُ مَنْ يَّسْتَحِبُّ اَنْ يَّلِىَ الْاِمَامَ

যে ব্যক্তি ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াতে পছন্দ করে।

٩٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اَنْبَاَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِيَنِّىْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

৯৭৬। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ তোমরা (কাতারে আঁকাবাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে) বিশৃঙ্খল হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহ

বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা (কাতারে) আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর (যোগ্যতায়) তাদের নিকটতর লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটতর লোকেরা দাঁড়াবে।

٩٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يَّلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ لِيَاْخُذُوْا عَنْهُ .

৯৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের (নামাযে) তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ানো পছন্দ করতেন, যাতে তারা তাঁর নিকট থেকে শিখে নিতে পারেন।

٩٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِى الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى فِىْ اَصْحَابِه تَاَخُّرًا فَقَالَ تَقَدَّمُوْا فَاْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَاْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ .

৯৭৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের পেছনে হটতে দেখে বলেন : তোমরা সামনের কাতারে এগিয়ে আসো এবং আমার অনুসরণ করো, যাতে তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। লোকেরা যখন পেছনেই হটতে থাকে, তখন আল্লাহও তাদের পেছনেই হটিয়ে দেন।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

যোগ্যতর ব্যক্তি ইমাম হবে।

٩٧٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَصَاحِبٌ لِىْ فَلَمَّا اَرَدْنَا الْاِنْصِرَافَ قَالَ لَنَا اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا.

৯৭৯। মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক সঙ্গী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। যখন আমরা ফিরে যেতে মনস্থ করলাম, তখন তিনি আমাদের বলেন : নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তোমরা আযান দিবে, অতঃপর ইকামত দিবে এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠজন তোমাদের ইমামতি করবে।

٩٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِيْ اَهْلِهِ وَلاَ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَجْلِسْ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنٍ اَوْ بِاِذْنِهِ .

৯৮০। আবু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন অধিক জানে সে লোকদের ইমামতি করবে। তারা যদি কুরআনে সমকক্ষ হয়, তবে তাদের মধ্যে হিজরতে অগ্রগামী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি হিযরতেও তারা সমান হয়, তবে তাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির বাড়িতে বা তার প্রভাবাধীন এলাকায় তার সম্মতি ছাড়া ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে তার সম্মতি ছাড়া না বসে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الاِمَامِ

ইমামের যা কর্তব্য।

٩٨١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ سُلَيْمَانَ اَخُوْ فُلَيْحٍ ثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّوْنَ بِهِمْ فَقِيْلَ لَهُ تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلاِمَامُ ضَامِنٌ فَاِنْ اَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَاِنْ اَسَاءَ يَعْنِيْ فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ .

৯৮১। আবু হাযিম (র) বলেন, সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) তার গোত্রের যুবকদেরকে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে দিতেন। তারা তাদের ইমামতিতে নামায পড়তেন। তাকে বলা হলো, আপনি এরূপ করছেন, অথচ আপনি (ইসলাম গ্রহণে) প্রবীণ। আপনার তা করার কারণ কি? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ইমাম হলেন যিম্মাদার। তিনি উত্তম করলে (সুচারুরূপে নামায পড়লে) তার জন্যও উত্তম এবং মোক্তাদীদের জন্যও উত্তম (পুরস্কার)। তিনি খারাপ করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে, মোক্তাদীদের উপর নয়।

٩٨٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُمِّ غُرَابٍ عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَقِيْلَةُ عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ اُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُوْمُوْنَ سَاعَةً لاَ يَجِدُوْنَ اِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ .

৯৮২। খারাশা (রা)-র বোন সালামা বিনতুল হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ লোকের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও তাদের (নামাযে) ইমামতি করার মত যোগ্য লোক পাবে না।

٩٨٣- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ اَنَّهُ خَرَجَ فِىْ سَفِيْنَةٍ فِيْهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِىُّ فَحَانَتْ صَلاَةٌ مِّنَ الصَّلَوَاتِ فَاَمَرْنَاهُ اَنْ يَّؤُمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ اِنَّكَ اَحَقُّنَا بِذٰلِكَ اَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَبٰى فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَمَّ النَّاسَ فَاَصَابَ فَالصَّلاَةُ لَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.

৯৮৩। আবু আলী আল-হামদানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নৌভ্রমণে বের হন, তাতে উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা)-ও ছিলেন। কোন এক নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে আমরা তাকে আমাদের ইমামতি করতে অনুরোধ করলাম এবং তাকে বললাম, নিশ্চয় আমাদের মধ্যে আপনিই এর যোগ্য। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। কিন্তু তিনি (ইমামতি করতে) অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করলো এবং সঠিকভাবে নামায পড়লো, তাতে তার ও মোক্তাদীদের নামায হয়ে গেলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে কোন ত্রুটি করলো, তার দায় তার উপর বর্তাবে, তাদের উপর নয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

بَابُ مَنْ اَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ

যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে সে যেন (নামায) সহজ (সংক্ষিপ্ত) করে।

٩٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لاَتَاَخَّرُ فِىْ صَلاَةِ

الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ لِمَا يُطِيْلُ بِنَا فِيْهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯৮৪। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ফজরের নামাযের জামাআতে অমুকের কারণে দেরীতে উপস্থিত হই। কারণ তিনি আমাদের নামাযে দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে দিনের চাইতে আর কোন দিন অধিক রাগান্বিত হয়ে খুতবা দিতে দেখিনি ঃ "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে লোকদের ঘৃণা উদ্রেককারী ব্যক্তিও আছে। অতএব তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত কিরাআত পড়ে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে"।

٩٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْجِزُ وَيُتِمُّ الصَّلاَةَ

৯৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে অথচ পূর্ণরূপে নামায পড়তেন।

٩٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَانَا اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْاَنْصَارِيُّ بِاَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَاُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَتُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ اِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاَقْرَاْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

৯৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনে জাবাল আল-আনসারী (রা) তার সাথীদের নিয়ে এশার নামায পড়লেন। তিনি তাদের নামায দীর্ঘ করলেন। ফলে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (নামায থেকে) পৃথক হয়ে একাকী নামায পড়ে। মুআয (রা)-কে তার সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, নিশ্চয় সে মোনাফিক। লোকটি তা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার সম্পর্কে মুআয (রা)-র মন্তব্য তাঁকে অবহিত করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে মুআয! তুমি কি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন লোকদের নিয়ে

নামায পড়বে, তখন সূরা আস-শাম্‌সি ওয়া দুহাহা, সূরা আল-আ'লা, সূরা আল-লাইল ও সূরা ইকরা বিস্‌মি রব্বিকা পাঠ করবে।

٩٨٧-حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ ابْنَ اَبِى الْعَاصِ يَقُوْلُ كَانَ اٰخِرَ مَا عَهِدَ اِلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ اَمَّرَنِىْ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ لِىْ يَا عُثْمَانُ تَجَاوَزْ فِى الصَّلَاةِ وَاقْدُرِ النَّاسَ بِاَضْعَفِهِمْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْكَبِيْرَ وَالصَّغِيْرَ وَالسَّقِيْمَ وَالْبَعِيْدَ وَذَا الْحَاجَةِ .

৯৮৭। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুস শিখখীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আবুল আস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তায়েফের আমীর নিয়োগ করাকালে আমার থেকে সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে বলেন ঃ হে উসমান! তুমি নামায সংক্ষেপ করবে এবং লোকদের মধ্যকার দুর্বলদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, নাবালেগ, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, দূরের পথের পথিক এবং কর্মব্যস্ত লোক আছে।

٩٨٨- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِىٍّ ثَنَا يَحْىٰ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا عَمْرُو ابْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ اٰخِرَ مَا قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَمْتَ قَوْمًا فَاَخِفَّ بِهِمْ .

৯৮৮। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ আমাকে যা বলেছেন তা হলো ঃ যখন তুমি লোকদের ইমামতি করবে, তখন তাদের নামায সংক্ষেপ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯

بَابُ الْاِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ اِذَا حَدَثَ اَمْرٌ

উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ইমামের নামায সংক্ষিপ্ত করা।

٩٨٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَدْخُلُ فِى الصَّلَاةِ وَاِنِّىْ اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلَاتِىْ مِمَّا اَعْلَمُ لِوَجْدِ اُمِّهِ بِبُكَائِهِ .

৯৮৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি নামায শুরু করে তা দীর্ঘায়িত করার সংকল্প করি। কিন্তু আমি শিশুদের কান্না শুনতে পাই এবং তাতে তার মায়ের বিচলিত হওয়ার কথা চিন্তা করে আমার নামায সংক্ষিপ্ত করি।

٩٩٠- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ كَرِيْمَةَ الْحَرَّانِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُلاَثَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ اَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِى الصَّلاَةِ .

৯৯০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি শিশুর কান্না শুনতে পাই এবং আমার নামায সংক্ষিপ্ত করি।

٩٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَقُوْمُ فِى الصَّلاَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ .

৯৯১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আমি নামাযে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে নামায সংক্ষিপ্ত করি, তার মায়ের তাতে কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০

بَابُ اِقَامَةِ الصُّفُوْفِ

নামাযের কাতার ঠিকঠাক করা।

٩٩٢- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ ابْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْاَوَّلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ .

৯৯২। জাবির ইবনে সামুরা আস-সুওয়াঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমরা এমনভাবে কাতারবন্দী হও যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর নিকট কাতারবন্দী হন। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ফেরেশতারা তাদের প্রভুর সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হন? তিনি বলেন ঃ তারা প্রথম সারিগুলো আগে পূর্ণ করেন এবং সারিতে গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান।

٩٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ ابْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اَبِيْ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَانَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.

৯৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো। কারণ কাতার সোজা করা নামায পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।

٩٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّى الصَّفَّ حَتّٰى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ اَوِ الْقِدْحِ قَالَ فَرَاى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ .

৯৯৪। নোমান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্শা অথবা তীরের মত নামাযের কাতার সোজা করতেন। রাবী বলেন, তিনি এক ব্যক্তির বুক একটু বাইরে অগ্রসর দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।

٩٩٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً .

৯৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১

بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

সামনের কাতারের ফযীলত।

٩٩٦-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنْبَانَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ يَحْىَ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا وَلِلثَّانِىْ مَرَّةً .

৯৯৬। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারের লোকের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকের জন্য একবার।

٩٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْىَ ابْنُ سَعِيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ .

৯৯৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

٩٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ ثَوْرٍ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا اَبُوْ قَطَنٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلاَسٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ) .

৯৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতো যে, প্রথম কাতারে কি (মর্যাদা) আছে, তাহলে (প্রথম কাতারে দাঁড়াতে) লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো।

٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِىُّ ثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ .

৯৯৯। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকদের উপর রহমত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২

بَابُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ

মহিলাদের কাতার।

١٠٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بنُ عَبْدَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلاَءِ عَن اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ وَعَن سُهَيلٍ عَن اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا وَخَيرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا.

১০০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে (সওয়াবের দিক থেকে) উত্তম হলো শেষ কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ কাতার (কম সওয়াবের) হলো তাদের প্রথম কাতার। পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ হলো তাদের শেষ কাতার।

١٠٠١- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا .

১০০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের সামনের (প্রথম) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের পেছনের (শেষ) কাতার। মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের পেছনের (সর্বশেষ) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের সামনের কাতার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩

بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِىْ فِى الصَّفِّ

দুই খুঁটি বা খামের মাঝখানের কাতারে নামায পড়া।

١٠٠٢-حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ اَبُوْ طَالِبٍ ثَنَا اَبُوْ دَاؤُدَ وَاَبُوْ قُتَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِىْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا .

১০০২। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদেরকে দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী হতে নিষেধ করা হতো এবং আমাদেরকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হতো।[৭]

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪

بَابُ صَلاَةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়া।

١٠٠٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتّٰى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلاَةً أُخْرٰى فَقَضَى الصَّلاَةَ فَرَاٰى رَجُلاً فَرْدًا يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ انْصَرَفَ قَالَ اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ لاَ صَلاَةَ لِلَّذِيْ خَلْفَ الصَّفِّ .

১০০৩। আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক প্রতিনিধি দল রওয়ানা হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর নিকট বাইআত (ইসলাম) গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে নামায পড়লাম, অতঃপর তাঁর পিছনে আরো এক ওয়াক্তের নামায পড়লাম। তিনি নামাযশেষে এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলেন। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থামলেন এবং সে নামায শেষ করলে তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি পুনরায় নামায পড়ো। কারণ যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ায় তার নামায হয় না।

١٠٠٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ادْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ اَخَذَ بِيَدِيْ زِيَادُ بْنُ اَبِي الْجَعْدِ فَاَوْقَفَنِيْ عَلٰى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ صَلّٰى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ .

৭. কারণ তাতে কাতার খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, তাই নিষেধ করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, খুঁটিসমূহের সারি হলো জুতা রাখার স্থান, তাই এই নিষেধাজ্ঞা। তবে এটা মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা (অনুবাদক)।

১০০৪। হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনে আবুল জাদ (র) আমার হাত ধরে আর-রাক্কা নামক স্থানে ওয়াবিসা ইবনে মাবাদ (রা) নামক এক প্রবীণ ব্যক্তির নিকট নিয়ে যান। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী নামায পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা পুনর্বার পড়ার নির্দেশ দেন।[৮]

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫

بَابُ فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোর ফযীলাত।

١٠٠٥-حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ .

১০০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারসমূহের ডান দিকের (মুসল্লীদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন।

١٠٠٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِسْعَرٌ مِمَّا نُحِبُّ اَوْ مِمَّا اُحِبُّ اَنْ نَقُوْمَ عَنْ يَمِيْنِهِ .

১০০৬। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম তখন (কাতারের) ডান দিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম।

١٠٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْحُسَيْنِ اَبُوْ جَعْفَرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلاَبِىُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّىُّ عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِىْ سَلِيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الْاَجْرِ .

---

৮. অধিকাংশ আলেমের মতে একা এক কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ, তাতে নামায বাতিল হবে না। অবশ্য ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে নামায বাতিল হবে (অনু.)।

১০০৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো, মসজিদের বাম দিক খালি হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদের বাম দিকের খালি জায়গা পূর্ণ করবে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার লিপিবদ্ধ করা হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬

بَابُ الْقِبْلَةِ

কিবলার বর্ণনা।

١٠٠٨- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ اَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ اَتٰى مَقَامَ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا مَقَامُ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) قَالَ الْوَلِيْدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَهٰكَذَا قَرَاَ وَاتَّخِذُوْا قَالَ نَعَمْ .

১০০৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ (কাবা ঘর) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে আসেন। তখন উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মাকাম, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো" (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)। ওলীদ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এভাবে "ওয়াত্তাখিযূ" পড়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

١٠٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) .

১০০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করতেন! তখন নাযিল হলো ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো" (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)।

١٠١٠-حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيْ اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَصُرِفَتِ الْقِبْلَةُ اِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُوْلِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلَّى اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ اَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِى السَّمَاءِ وَعَلِمَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ ﷺ اَنَّهُ يَهْوَى الْكَعْبَةَ فَصَعِدَ جِبْرِيْلُ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ يَنْظُرُ مَا يَاْتِيْهِ بِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ الاية . فَاَتَانَا اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ اِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوْعٌ فَتَحَوَّلْنَا فَبَنَيْنَا عَلٰى مَا مَضٰى مِنْ صَلَاتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا جِبْرِيْلُ كَيْفَ حَالُنَا فِيْ صَلَاتِنَا اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ .

১০১০। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আঠার মাস যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ি। তাঁর হিজরত করে মদীনায় আসার দুই মাস পর কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, তখন অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর মুখমণ্ডল আকাশের দিকে ফিরাতেন। আল্লাহ তাঁর নবীর মনের আকাঙ্ক্ষা জানতেন যে, তিনি কাবাকে পছন্দ করেন। জিবরাঈল (আ) আরোহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি তাঁর অনুসরণ করে। তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করেন, তিনি কি হুকুম নিয়ে আসেন তাঁর জন্য। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি..." (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪)। এরপর আমাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলেন, নিশ্চয় কিবলা তো কাবার দিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বায়তুল মাকদিসকে কিবলা করে আমাদের দুই রাকআত নামায পড়া হয়েছে। আমরা রুকূতে থাকা অবস্থায় (নতুন) কিবলার দিকে ঘুরে গেলাম এবং আমাদের অবশিষ্ট নামায বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে জিবরাঈল! আমাদের বাইতুল মাকদিসের দিকের নামাযের অবস্থা কি? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)।

١٠١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ الْاَزْدِيُّ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ .

১০১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭

بَابُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يَرْكَعَ

যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো, সে নামায না পড়া পর্যন্ত বসবে না।

١٠١٢- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالاَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتّٰى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

১০১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দুই রাকআত নামায না পড়া পর্যন্ত না বসে।

١٠١٣- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ .

১০১৩। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দুই রাকআত নামায পড়ে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮

بَابُ مَنْ اَكَلَ الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَنَّ الْمَسْجِدَ

যে ব্যক্তি রসুন খেয়েছে সে যেন মসজিদে প্রবেশ না করে।

١٠١٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ الغَطَفَانِىِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلحَةَ الْيَعْمَرِىِّ اَنَّ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَومَ الْجُمُعَةِ خَطِيْبًا اَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ تَاْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ لاَ اُرَاهُمَا الاَّ خَبِيْثَتَيْنِ هٰذَا الثُّوْمُ وَهٰذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ اَرَى الرَّجُلَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُوْجَدُ رِيْحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتّٰى يُخْرَجَ اِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ كَانَ اٰكِلَهَا لاَ بُدَّ فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا .

১০১৪। মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামারী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর খুতবা দিতে দাঁড়ান অথবা তিনি জুমুআর দিন খুতবা দেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা দুইটি গাছ খেয়ে থাকো, আমার দৃষ্টিতে তা নিকৃষ্ট ঃ এই রসুন ও এই পিয়াজ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দেখতাম, যার মুখ থেকে এর দুর্গন্ধ পাওয়া যেতো, তার হাত ধরে তাকে আল-বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি তা খেতেই চায়, সে যেন তা রান্না করে খায়।

١٠١٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَرْوَانَ الْعُثْمَانِىُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّوْمِ فَلاَ يُؤْذِيْنَا بِهَا فِىْ مَسْجِدِنَا هٰذَا . قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ اَبِىْ يَزِيْدُ فِيْهِ الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَعْنِىْ اَنَّهُ يَزِيْدُ عَلٰى حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الثُّوْمِ .

১০১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছ অর্থাৎ রসুন খায়, সে যেন তার দ্বারা আমাদের এই মসজিদে (এসে) আমাদের কষ্ট না দেয়। ইবরাহীম ইবনে সাদ (র) বলেন, আমার

পিতা এর সাথে দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী ও পিঁয়াজকে শামিল করতেন। অর্থাৎ তিনি রসুন সম্পর্কিত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে ঐগুলোকেও যোগ করতেন।

١٠١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلاَ يَاْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ .

১০১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই গাছের কিছু খায়, সে যেন মসজিদে না আসে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯

بَابُ الْمُصَلِّى يُسَلِّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

নামাযরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে সে কিভাবে উত্তর দিবে।

١٠١٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّى فِيْهِ فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنَ الاَنْصَارِ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ فَسَاَلْتُ صُهَيْبًا وكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ .

১০১৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার জন্য কুবা মসজিদে আসেন। তখন একদল আনসারী তাঁকে সালাম দিতে আসেন। আমি তাঁর সঙ্গী সুহাইব (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাদের সালামের জবাব দিতেন? তিনি বলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করতেন।

١٠١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِىُّ اَنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ اَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَاَشَارَ اِلَىَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِىْ فَقَالَ اِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَىَّ اٰنِفًا وَاَنَا اُصَلِّىْ .

১০১৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বিশেষ কাজে আমাকে পাঠান। আমি ফিরে এসে তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম।

আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। তিনি নামায শেষ করে আমাকে ডেকে বলেন ঃ তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছো এবং আমি তখন নামায পড়ছিলাম?

١٠١٩ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ فَقِيْلَ لَنَا اِنَّ فِى الصَّلَاةِ لَشُغْلاً .

১০১৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম। আমাদের বলা হলো ঃ নামাযের মধ্যে অবশ্যই একটা ব্যস্ততা আছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০

بَابُ مَنْ يُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কিবলার ভিন্ন দিকে নামায পড়ে।

١٠٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْىَ بْنُ حَكِيْمٍ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا اَشْعَثُ بْنُ سَعِيْدٍ اَبُو الرَّبِيْعِ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَاَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا وَاَعْلَمْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ اِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ .

১০২০। আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় কিবলা নির্ণয় করা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। আমরা নামায পড়লাম এবং একটি চিহ্ন রাখলাম। এরপর সূর্য উদ্ভাসিত হলে আমরা বুঝতে পারলাম যে, আমরা কিবলা ছাড়া অন্যদিকে নামায পড়েছি। আমরা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করলাম। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক" (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১

بَابُ الْمُصَلِّىْ يَتَنَخَّمُ

নামাযরত ব্যক্তির থুথু ফেলা।

١٠٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَلَّيْتَ فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِكَ وَلٰكِنِ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ اَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ .

১০২১। তারিক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি নামাযরত অবস্থায় তোমার সামনে ও ডানে থুথু ফেলবে না, বরং তোমরা বামে অথবা তোমার পায়ের নিচে থুথু ফেলবে।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَهُ يَعْنِىْ رَبَّهُ فَيَتَنَخَّعُ اَمَامَهُ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُّسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِىْ وَجْهِهِ اِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ اَوْ لِيَقُلْ هٰكَذَا فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ اَرَانِىْ اِسْمَاعِيْلُ يَبْزُقُ فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ .

১০২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কিবলার দিকে থুথু পতিত দেখতে পেয়ে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ তোমাদের কারো কি হলো যে, তার রবের সামনে দাঁড়ায় এবং তার সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে? তোমাদের কেউ কি তার সামনে থেকে তার মুখে থুথু নিক্ষিপ্ত হওয়া পছন্দ করে? অতএব তোমাদের কেউ যখন থুথু ফেলবে, তখন সে যেন তা তার বাম দিকে ফেলে অথবা এভাবে তার কাপড়ে ফেলে। অতঃপর ইসমাঈল ইবনে উলাইয়্যা তার থুথু নিক্ষেপ করে তা রগড়িয়ে আমাকে দেখান।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى شَبَثَ بْنَ رِبْعِىٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا شَبَثُ لاَ تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْهٰى عَنْ ذٰلِكَ

وَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَامَ يُصَلِّى اَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتّٰى يَنْقَلِبَ اَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ .

১০২৩। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শাবাছ ইবনে রিবঈকে তার সামনে থুথু ফেলতে দেখে বলেন, হে শাবাছ! তোমার সামনের দিকে থুথু ফেলো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন, যতক্ষণ না সে নামায শেষ করে ফিরে যায় অথবা কোন নিকৃষ্ট আচরণ করে।

١٠٢٤- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَزَقَ فِىْ ثَوْبِهِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ ثُمَّ دَلَكَهُ .

১০২৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন, অতঃপর তা ঘষে ফেলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২

بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِى الصَّلاَةِ

নামাযরত অবস্থায় কাঁকর স্পর্শ করা।

١٠٢٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا .

১০২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (নামাযরত অবস্থায়) কাঁকর স্পর্শ করলো সে বাজে কাজ করলো।

١٠٢٦-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَيْقِيْبٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسْحِ الْحَصَى فِى الصَّلاَةِ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَمَرَّةً وَاحِدَةً .

১০২৬। মুআইকীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় পাথর স্পর্শ করা সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমার যদি তা করতেই হয় তবে মাত্র একবার।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تَوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحْ بِالْحَصَى .

১০২৭। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ানোর পর যেন আর কাঁকর না সরায়। কেননা তখন রহমাত তার অভিমুখী হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

চাটাইয়ের উপর নামায পড়া।

١٠٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ .

১০২৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর নামায পড়তেন।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى حَصِيْرٍ .

১০২৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর নামায পড়তেন।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيٰى ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلٰى بِسَاطِهِ ثُمَّ حَدَّثَ اَصْحَابَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلٰى بِسَاطِهِ .

১০৩০। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় অবস্থানকালে তার বিছানার উপর নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিছানার উপর নামায পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪

بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الثِّيَابِ فِى الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে কাপড়ের উপর সিজদা করা।

١٠٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ اسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ جَاءَنَا النَّبِىُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِىْ مَسْجِدِ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَرَاَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى ثَوْبِهِ اِذَا سَجَدَ.

১০৩১। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদেরকে সাথে নিয়ে আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে নামায পড়েন। আমি তাঁকে সিজদা করাকালে তাঁর উভয় হাত তাঁর কাপড়ের উপর রাখতে দেখেছি।

١٠٣٢- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ اَخْبَرَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ اسْمَاعِيْلَ الْاَشْهَلِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى فِىْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيْهِ بَرْدَ الْحَصَى .

১০৩২। ছাবিত ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রে নামায পড়েন। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল একখানা চাদর। পাথরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তিনি তাঁর দুই হাত ঐ চাদরের উপর রাখেন।

١٠٣٣- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبٍ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَقْدِرْ اَحَدُنَا اَنْ يُّمَكِّنَ جَبْهَتَهُ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১০৩৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ (মাটিতে) তাঁর কপাল রাখতে অসমর্থ হলে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করতো।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫

بَابُ التَّسْبِيْحِ لِلرِّجَالِ فِى الصَّلاَةِ وَالتَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

নামাযে পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

١٠٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১০৩৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

١٠٣٥- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ اَبِىْ سَهْلٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ .

১০৩৫। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

١٠٣٦-حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِى التَّصْفِيْقِ وَلِلرِّجَالِ فِى التَّسْبِيْحِ .

১০৩৬। নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের জন্য হাততালি এবং পুরুষদের জন্য তাসবীহ পাঠের অনুমতি দিয়েছেন।[৯]

---

৯. ইমাম নামাযের কোথাও ভুল করলে তাকে সতর্ক করার জন্য পুরুষ মোক্তাদীগণ সশব্দে সুবহানাল্লাহ বলবে এবং নারী মোক্তাদীগণ তাদের উরুর উপর সজোরে করাঘাত করে শব্দ করবে। একে বলা হয় তাসফীক (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬

بَابُ الصَّلاَةِ فِى النِّعَالِ

জুতা পরে নামায পড়া।

١٠٣٧-حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِّىْ اَوْسٌ اَحْيَانًا يُصَلِّى فَيُشِيْرُ اِلَىَّ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَأُعْطِيْهِ نَعْلَيْهِ وَيَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصَلِّى فِىْ نَعْلَيْهِ .

১০৩৭। ইবনে আবু আওস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার দাদা আওস (রা) কখনো কখনো নামাযরত অবস্থায় আমার দিকে ইশারা করতেন। আমি তার জুতা জোড়া এগিয়ে দিতাম। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জুতাজোড়া পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ الصَّوَّافُ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً .

১০৩৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খালি পায়েও এবং জুতা পরিহিত অবস্থায়ও নামায পড়তে দেখেছি।

١٠٣٩- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْىَ بْنُ اٰدَمَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ.

১০৩৯। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জুতা পরিহিত অবস্থায় এবং মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭

بَابُ كَفِّ الشَّعَرِ وَالثَّوْبِ فِى الصَّلاَةِ

নামাযরত অবস্থায় চুল ও কাপড় গুটানো।

١٠٤٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيْرُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَاَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ لاَّ اَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا

১০৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন (নামাযরত অবস্থায়) চুল বা পরিধেয় বস্ত্র না গুটাই।

١٠٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اُمِرْنَا اَلاَّ نَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا وَلاَ نَتَوَضَّاَ مِنْ مَوْطِإٍ .

১০৪১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই এবং আবর্জনার স্থান অতিক্রম করলে উযু না করি।[১]

١٠٤٢- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ مُخَوَّلٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعْدٍ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ اَبَا رَافِعٍ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَاَى الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّى وَقَدْ عَقَصَ شَعَرَهُ فَاَطْلَقَهُ اَوْ نَهٰى عَنْهُ وَقَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعَرَهُ .

১০৪২। মুখাওয়াল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনার বাসিন্দা আবু সাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস আবু রাফে (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখে তা খুলে দিলেন বা তাকে তা নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলের খোঁপা বেঁধে পুরুষদের নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[২]

---

১. উযু অবস্থায় শরীরে নাপাক জিনিস বা ময়লা লাগলে তাতে উযু নষ্ট হয় না, কেবল লেগে যাওয়া নাপাক বা ময়লা দূর করতে হবে (অনুবাদক)।

২. নারীদের মত করে চুলের খোঁপা বেঁধে নামায পড়া নিষেধ এবং একইসঙ্গে নারীদের সদৃশাকরে চুল বিন্যস্ত করাও মাকরূহ (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮

بَابُ الْخُشُوْعِ فِى الصَّلاَةِ

নামাযে বিনয়ভাব জাগ্রত করা।

١٠٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْىٰ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَرْفَعُواْ اَبْصَارَكُمْ اِلَى السَّمَاءِ اَنْ تَلْتَمِعَ يَعْنِىْ فِى الصَّلاَةِ .

১০৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা নামাযরত অবস্থায় তোমাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠাবে না, অন্যথায় তোমাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ الاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بِاَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللّٰهُ اَبْصَارَهُمْ .

১০৪৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়েন। তিনি নামায শেষ করে লোকদের দিকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ লোকদের কী হলো যে, তারা আকাশের দিকে তাকায়। এ ব্যাপারে তিনি কঠোর মন্তব্য করেন। অবশ্যই তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় আল্লাহ নিশ্চয় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবেন।

١٠٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لاَ تَرْجِعُ اَبْصَارُهُمْ .

১০৪৫। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকেরা যেন আকাশের দিকে তাদের চোখ তোলা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে, অন্যথায় তারা তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না।

١٠٤٦- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ ثَنَا نُوْحُ بْنُ قَيْسٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتِ امْرَاَةٌ تُصَلِّى خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ حَسْنَاءُ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ لِئَلاَّ يَرَاهَا وَيَسْتَاخِرُ بَعْضُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَاِذَا رَكَعَ قَالَ هٰكَذَا يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ اِبْطِهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ (وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِيْنَ) فِىْ شَاْنِهَا .

১০৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক পরমা সুন্দরী মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তেন। কতক লোক সামনের কাতারে এগিয়ে যেতো যাতে তার প্রতি তার দৃষ্টি না পড়ে এবং কতক লোক পেছনের শেষ কাতারে সরে যেতো। সে রুকূতে গিয়ে নিজ বগলের নিচ দিয়ে (তার প্রতি) তাকাতো। তখন আল্লাহ তার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আমি তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামীদেরকেও জানি এবং পশ্চাদগামীদেরকেও জানি" (সূরা হিজর ঃ ২৪)।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯

بَابُ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

এক কাপড়ে নামায পড়া।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ .

১০৪৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ কেউ এক কাপড়ে নামায পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি করে পরিধেয় বস্ত্র আছে?

١٠٤٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ .

১০৪৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার দুই প্রান্ত কাঁধের সাথে বেঁধে নামায পড়ছিলেন।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ .

১০৪৯। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটি কাপড় জড়িয়ে তাঁর দুই প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধে বেঁধে নামায পড়তে দেখেছি।

١٠٥٠-حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الصَّافِعِىُّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُوْمِىُّ عَنْ مَعْرُوْفِ بْنِ مُشْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بِالْبِئْرِ الْعُلْيَا فِىْ ثَوْبٍ .

১০৫০। আবদুর রহমান ইবনে কাইসান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিরে উলিয়া নামক কূপের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি।

١٠٥١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيْرٍ ثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ .

১০৫১। আবদুর রহমান ইবনে কাইসান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি কাপড় পরে যোহর ও আসরের নামায পড়তে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০

بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদাসমূহ।

١٠٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَرَاَ ابْنُ اٰدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِىْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ اُمِرَ بْنُ اٰدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَاُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَاَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ .

১০৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা দেয় তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় আর বলে ঃ আফসোস! বনী আদমকে সিজদা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সে সিজদা করছে। তাই তার প্রতিদান বেহেশত। আর আমাকে সিজদা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমি তা অমান্য করেছি। তাই আমার প্রতিদান হলো দোযখ।

١٠٥٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ اَخْبَرَنِىْ جَدُّكَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَاَنِّىْ اُصَلِّى اِلَى اَصْلِ شَجَرَةٍ فَقَرَاْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُوْدِىْ فَسَمِعْتُهَا تَقُوْلُ (اَللّٰهُمَّ احْطُطْ عَنِّىْ بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِىْ بِهَا اَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِىْ عِنْدَكَ ذُخْرًا) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ مِثْلَ الَّذِىْ اَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ .

১০৫৩। আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরাইজ (র) আমাকে বললেন, হে হাসান! তোমার দাদা উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযীদ (র) ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম

যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় নামায পড়ছি এবং তাতে আমি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করছি। আমি সিজদা করলাম এবং গাছটিও আমার অনুরূপ সিজদা করলো। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ! এই সিজদার দ্বারা আমার গুনাহ অপসারিত করুন, আমার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করুন এবং এটাকে আপনার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখুন"। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা দিতে দেখেছি এবং তাঁকে তাঁর সিজদায় সেই দোয়া করতে শুনলাম, গাছটির যে দোয়া ঐ ব্যক্তি তাঁকে অবহিত করেছিলো।

١٠٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيُّ ثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْاُمَوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ قَالَ (اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ اَنْتَ رَبِّىْ سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ) .

১০৫৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিলাওয়াতের সিজদায় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং তুমিই আমার প্রভু। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তাকে সিজদা করলো, যিনি এর কানের শ্রবণশক্তি ও চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান"[১]

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১

بَابُ عَدَدِ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ

কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সিজদার সংখ্যা।

١٠٥٥- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ الْمِصْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِىْ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ النَّجْمُ .

---

১. হানাফী মাযহাব মতে তিলাওয়াতের সিজদার সংখ্যা চৌদ্দ (সূরা হজ্জে দু'টির পরিবর্তে একটি এবং প্রথমটি) এবং পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের সিজদা করা ওয়াজিব। এই সিজদায় হাদীসে উদ্ধৃত দোয়া পড়াই উত্তম এবং তার সাথে ইচ্ছামত অন্য দোয়াও পড়া যায়। যাদের দোয়া জানা নাই তারা সিজদার তাসবীহ পড়বেন (অনুবাদক)।

১০৫৫। উম্মুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু দারদা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগারটি সিজদা করেছেন। সূরা নাজম-এর সিজদাও তার অন্তর্ভুক্ত।

١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ فَائِدٍ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنِ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ خَاطِرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيْهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ اَلْاَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُوْرَةِ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَفِيْ ﷺ وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيْمِ .

১০৫৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এগারটি সিজদা করছি, তার মধ্যে মুফাসসাল সূরা ছিল না (সিজদার সূরাসমূহ) ঃ সূরা আরাফ, রাদ, নাহ, বানূ ইসরাঈল, মারয়াম, হজ্জ, ফুরকান, নাম্‌ল, আস-সাজদা, সাদ ও হা মীম সংযুক্ত সূরাসমূহ।

١٠٥٧-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيْدَ ثَنَا الْحَارِثُ ابْنُ سَعِيْدِ الْعُتَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُنَيْنٍ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ كُلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَاَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ .

১০৫৭। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুরআনের পনেরটি সিজদা পড়িয়েছেন। তন্মধ্যে মুফাসসাল সূরায় তিনটি এবং সূরা হজ্জে দুইটি সিজদা রয়েছে।

١٠٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ .

১০৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূরা ইযাসসামাউন শাক্‌কাত ও সূরা ইক্‌রা বিস্‌মে রব্বিকায় সিজদা করেছি।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِيْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ . قَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ مَا سَمِعْتُ اَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ .

১০৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযাস সামাউন শাককাত সূরাতে সিজদা করেছেন। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা (র) বলেন, এ হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) সূত্রে বর্ণিত। আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে হাদীসটি উল্লেখ করতে শুনিনি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২

بَابُ اِتْمَامِ الصَّلاَةِ

নামাযকে পূর্ণাঙ্গ করা।

١٠٦٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ فَعَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثَمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا .

১০৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক পাশে অবস্থান করছিলেন। সে এসে তাঁকে সালাম দিলো। তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিও, তুমি ফিরে

যাও, আবার নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো, তারপর এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলো। তিনি বলেন ঃ তোমার প্রতিও, ফিরে যাও এবং নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়োনি। তৃতীয়বারে সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন ঃ তুমি নামায পড়ার ইচ্ছা করলে উত্তমরূপে উযু করো, তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলো, এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ সেখান থেকে কিরাআত পাঠ করো, তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ করো, অতঃপর রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হও, তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা করো, অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসো। তুমি তোমার গোটা নামায এভাবে পড়ো।

١٠٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِيْ عَشْرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمْ اَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لِمَ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ بِاَكْثَرِنَا لَهُ تَبِعَةً وَلاَ اَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاَعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فِىْ مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَاُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا لاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتّٰى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِى اِلَى الْاَرْضِ وَيُجَافِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ اِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ اِلٰى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَصْنَعُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ بَقِيَّةَ صَلاَتِهِ هٰكَذَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ يَنْقَضِىْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ اِحْدَىْ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

১০৬১। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা)-কে আবু কাতাদা (রা)-সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের ব্যাপারে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বলেন, তা কিভাবে? আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আমাদের চেয়ে অধিক কাল তাঁর অনুসরণকারী নন এবং তাঁর সাহচর্য লাভের দিক থেকেও আমাদের অগ্রগামী নন। তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, তাহলে আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন, তারপর তাঁর উভয় হাত তাঁর দুই কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকতো। অতঃপর তিনি কিরাআত পড়তেন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তারপর তিনি রুকূ করতেন এবং রুকূতে তাঁর উভয় হাত যথাযথভাবে দুই হাঁটুর উপর রাখতেন, তাঁর মাথা অধিক উঁচু বা নীচু না করে সমানভাবে রাখতেন। অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে যেতো। অতঃপর তিনি যমীনের দিকে (সিজদায়) ঝুঁকে যেতেন এবং পার্শ্বদেশ থেকে উভয় হাত আলাদা রাখতেন, তারপর মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং সিজদার সময় উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো ভাজ করে খাড়া রাখতেন, তারপর সিজদা করতেন, অতঃপর তাকবীর বলে (সিজদা থেকে উঠে) বাম পায়ের উপর বসতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বস্থানে স্থির হয়ে যেত। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকআতেও প্রথম রাকআতের অনুরূপ করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়ানোর সময় তাঁর উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমন উঠাতেন নামায শুরু করার সময়। তিনি অবশিষ্ট নামায এভাবে পড়তেন। শেষ সিজদা করে তিনি সালাম ফিরিয়ে এক পা আগে-পিছে করে, বাম দিকের পাছার উপর ভর করে বসতেন। তারা বলেন, আপনি যথার্থই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামায পড়তেন।

١٠٦٢ - حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اذَا تَوَضَّاَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْاِنَاءِ سَمَّى اللّٰهَ وَيَسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ فَيُقِيْمُ صُلْبَهُ وَيَقُوْمُ قِيَامًا هُوَ اَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تِجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ

فِيْمَا رَاَيْتُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلٰى قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ الْيُمْنٰى وَيَكْرَهُ اَنْ يَّسْقُطَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ .

১০৬২। আমরা বিনতে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি উযু করার সময় বিসমিল্লাহ বলে পাত্রে তাঁর দুই হাত রেখে পূর্ণরূপে উযু করতেন, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, অতঃপর (কিরাআত শেষে) রুকূ করতেন এবং তাঁর উভয় হাত উভয় হাঁটুতে রাখতেন এবং হাত দু'টোকে পৃথক করে রাখতেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তোমাদের চাইতে সামান্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি সিজদা করতেন এবং তাঁর হাত দু'টি কিবলামুখী করে রাখতেন। আমি যতটা দেখেছি, তিনি যথাসাধ্য তাঁর হাত দু'টি (পাঁজর থেকে) পৃথক রাখতেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা তুলে তাঁর বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতেন। তিনি বাঁদিকে ঝুঁকে বসতে অপছন্দ করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩

بَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلاَةِ فِى السَّفَرِ

সফরে নামায কসর (হ্রাস) করা।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيْدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৬৩। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সফরের নামায দুই রাকআত, জুমুআর নামায দুই রাকআত এবং ঈদের নামায দুই রাকআত। এগুলো পূর্ণ নামায, এগুলোর কসর নাই।[১৩]

١٠٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ اَنْبَانَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ

১৩. ফজর ও মাগরিবের নামায সফরেও পর্যায়ক্রমে দুই ও তিন রাকআতই পড়তে হবে। এই দুই ওয়াক্তের কোন কসর নাই (অনুবাদক)।

عَنْ عُمَرَ قَالَ صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلاَةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ وَالْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

১০৬৪। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে সফরের নামায দুই রাকআত, জুমুআর নামায দুই রাকআত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায দুই রাকআত করে, এগুলো কসর ব্যতীত পূর্ণ নামায।

١٢٦٥- حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَاَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ اِنْ خِفْتُمْ اَن يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا) وَقَدْ اَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ .

১০৬৫। ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট এই আয়াত উল্লেখপূর্বক (অনুবাদ) ঃ "যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে নামায সংক্ষিপ্ত করলে এতে তোমাদের কোন দোষ নেই", জিজ্ঞাসা করলাম যে, মানুষ তো এখন নিরাপদে আছে? তিনি বলেন, তুমি যে বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছো, আমিও সে বিষয়ে বিস্ময় বোধ করেছিলাম। এ বিষয়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ এতো একটি দানবিশেষ, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ করো।

١٠٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ اَنْبَاَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِى الْقُرْاٰنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَاِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَاَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ .

১০৬৬। উমাইয়্যা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলেন, আমরা কুরআনুল করীমে মুকীম ব্যক্তির নামায ও শঙ্কাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ) সম্পর্কে বর্ণনা পাই, অথচ মুসাফিরের নামাযের

বর্ণনা পাই না। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেরূপ করতে দেখেছি, আমরাও অবশ্যি তদ্রূপ করি।

١٠٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنْ هٰذِهِ الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْهَا .

১০৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মদীনা শহর থেকে কোথাও রওনা হয়ে গেলে, এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না।

١٠٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ افْتَرَضَ اللّٰهُ الصَّلاَةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ .

১০৬৮। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যবানীতে (তাঁর বান্দাদের উপর) মুকীম অবস্থায় চার রাকআত এবং মুসাফির অবস্থায় দুই রাকআত নামায ফরয করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ

সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়া।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ وَطَاؤُسٍ اَخْبَرُوْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُعْجِلَهُ شَىْءٌ وَلاَ يَطْلُبَهُ عَدُوٌّ وَلاَ يَخَافُ شَيْئًا .

১০৬৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আতা ইবনে আবু রাবাহ ও তাউস (র)-কে অবহিত করেন যে, ব্যতিব্যস্ততা, শত্রুর আক্রমণাশংকা এবং অন্য কিছুর ভয়ভীতিমুক্ত অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়তেন।

١٠٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ فِى السَّفَرِ .

১০৭০। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূক যুদ্ধের সফরে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন।[১৪]

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫

بَابُ التَّطَوُّعِ فِى السَّفَرِ

সফরে নফল নামায।

١٠٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِىُّ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ ابْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَاٰى اُنَاسًا يُصَلُّوْنَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَاَتْمَمْتُ صَلاَتِىْ يَا ابْنَ اَخِىْ اِنِّىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ثُمَّ صَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ

---

১৪. হানাফী মাযহাবমতে কেবল হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর এবং মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একই সময় পড়তে হবে, সফরে এরূপ করা যাবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অথবা উম্মাতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে এরূপ করার অবকাশদানের জন্য তা একত্র করেছেন। অবশ্য কেউ যদি এসব হাদীসের ভিত্তিতে সফরে এভাবে নামায পড়ে তবে তার ফরয পালনের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে (অনুবাদক)।

ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .

১০৭১। হাফস ইবনে আসেম (র) বলেন, আমরা এক সফরে ইবনে উমার (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়েন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে তার সাথে ফিরে আসি। রাবী বলেন, তিনি একদল লোককে নামায পড়তে দেখে বলেন, ঐ সকল লোক কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বলেন, সফরে নফল নামায পড়া জরুরী মনে করলে, আমি আমার ফরয নামায পুরাটাই পড়তাম। হে ভাজিতা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। তিনি তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সফরে দুই রাকআতের অধিক নামায পড়েননি। তারপর আমি আবু বাক্‌র (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম, তিনিও দুই রাক্‌আতের অধিক নামায পড়েননি। এরপর আমি উমার (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম এবং তিনিও দুই রাকআতের অধিক নামায পড়েননি। অতঃপর আমি উসমান (রা)-এর সফরসংগী ছিলাম, তিনিও দুই রাকআতের অধিক নামায পড়েননি। এই অবস্থায় তারা ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে অবশ্যি তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ২১)।

١٠٧٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاؤُسًا عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِيْ طَاؤُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّيْ فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا .

১০৭২। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউসকে সফরে নফল নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হাসান ইবনে মুসলিম ইবনে ইয়ান্নাকও তার নিকট বসা ছিলেন। তিনি বলেন, তাউস (র) আমাকে বললেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুকীম অবস্থার ও সফরকালের নামায নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব আমরা মুকীম ও মুসাফির অবস্থায় ফরয নামাযের আগে-পরে নফল নামায পড়তাম।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬

بَابُ كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلاَةَ الْمُسَافِرُ اِذَا اَقَامَ بِبَلْدَةٍ

মুসাফির কোন জনপদে অবস্থান করলে কত দিন নামায কসর করবে?

١٠٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ حُمَيْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَاَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِى سُكْنٰى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ.

১০৭৩। আবদুর রহমান ইবনে হুমাইদ আয-যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কায় অবস্থানকারীর সম্পর্কে আপনি কি শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি আলা ইবনুল হাদরামী (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তাওয়াফে সদরের পর মুহাজির তিন দিন নামায কসর করবে।

١٠٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْىٰ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَقَرَاْتُهُ عَلَيْهِ اَنْبَاَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِى اُنَاسٍ مَّعِى قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِى الْحِجَّةِ .

১০৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ ভোরে মক্কায় উপনীত হন।

١٠٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَنَحْنُ اِذَا اَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا نُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَاِذَا اَقَمْنَا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّيْنَا اَرْبَعًا .

১০৭৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করেন এবং দুই রাকআত করে (ফরয) নামায পড়েন। অতএব আমরা যখন উনিশ দিন অবস্থান করতাম, তখন দুই রাকআত করে (ফরয) নামায পড়তাম এবং তার অধিক (দিন) অবস্থান করলে পূর্ণ চার রাকআতই পড়তাম।[১৫]

---

১৫. হানাফী মাযহাবমতে কোন ব্যক্তি যদি নিজ আবাস থেকে অন্তত আটচল্লিশ মাইল দূরের সফরে যায় তবে সে নামায কসর করবে। কোথাও পৌছে সে যদি অন্তত পনেরো দিন তথায় অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয় তবে পূর্ণ নামায পড়বে।

١٠٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ يُوْسُفَ بْنُ الصَّيْدَلاَنِيّ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الرَّقِّيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلاَةَ .

১০৭৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তথায় পনের দিন অবস্থান করেন এবং নামায কসর করেন।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى قَالاَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قُلْتُ كَمْ اَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا .

১০৭৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা থেকে মক্কায় রওয়ানা হলাম। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত দুই রাকআত করে (ফরয) নামায পড়েছি। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কত দিন মক্কায় অবস্থান করেন? আনাস (রা) বলেন, দশ দিন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ

বেনামাযীর পরিণতি।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةَ .

১০৭৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায বর্জন।

١٠٧٩- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ .

১০৭৯। বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে তা হলো নামায। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো।

١٠٨٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ الاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ فَاِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ اَشْرَكَ .

১০৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন বান্দা ও শিরক-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায বর্জন করা। অতএব যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করলো, সে অবশ্যই শিরক করলো।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

সুনান ইবনে মাজা

(চার খণ্ডের বিষয়বস্তু)

প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ১০৮০ নং হাদীস)

দ্বিতীয় খণ্ড

(১০৮১ নং হাদীস থেকে ২১৩৬ হাদীস)

তৃতীয় খণ্ড

(২১৩৭ নং হাদীস থেকে ৩২৫০ নং হাদীস)

চতুর্থ খণ্ড

(৩২৫১ নং হাদীস থেকে ৪৩৪১ হাদীস)

শব্দসংক্ষেপ

অনু. = অনুবাদক
(আ) = আলাইহিস সালাম
আ = মুসনাদে ইমাম আহ্‌মাদ
ই = সুনান ইবনে মাজা
খ. = খণ্ড
খৃ. = খৃস্টাব্দ
জ. = জন্মসাল
তি = জামে আত-তিরমিযী
দা = সুনান আবু দাউদ
দার = সুনান আদ-দারিমী
দ্র. = দ্রষ্টব্য
না = সুনান নাসাঈ (আল-মুজতাবা)
পৃ. = পৃষ্ঠা
বু = সহীহ আল-বুখারী
মা = মুওয়াত্তা ইমাম মালেক
মু = সহীহ মুসলিম
মৃ. = মৃত্যুসাল
(র) = রাহিমাহুল্লাহু
(রা) = রাদিয়াল্লাহু আনহু
(স) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পা. = সম্পাদক
হি. = হিজরী সাল

اَنَا = اَخْبَرَنَا
ثَنَا = حَدَّثَنَا
ح = تَحْوِيْلُ الاِسْنَادِ
জযম = ْ
তাশদীদযুক্ত যের = ِّ